রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ২ ফাল্গুন – ৮ ফাল্গুন, ১৪২৬ ঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি – ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 18, 15 February - 21 February, 2020 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: প্রথমে মনে করা হচ্ছিল বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে

সরকারের লিখিত বক্তব্যের বাইরে গিয়ে নিজের অভিমত তুলে ধরবেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাংবিধানিক দায়িত্ব মেনে রাজ্যের বেঁধে দেওয়া রুটিন বক্তব্যই পড়লেন তিনি।

রবিবার : শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজ্যপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীলঙ্কার মাটিতে ভারতীয় হিন্দু তামিলদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করার আবেদন রাখলেন। উল্লেখ্য, সিএএ–তে যেসব দেশ থেকে শরণার্থীদের এদেশে ঠাঁই দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে শ্রীলঙ্কা নেই কেন তা নিয়ে কিছুদিন ধরেই সরব হচ্ছিলেন বিরোধীরা।

সোমবার : পুরভোট আর মাত্র কদিনের মধ্যে। আগামী এক বছরের

মধ্যে রয়েছে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনও। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে জনমুখী রাজ্য বাজেট করার পথে হাঁটতে পারে রাজ্য সরকার। এমনটাই অনুমান বিশ্লেষক মহলের।

মঙ্গলবার : শাহিনবাগের সিএএ ও এনআরসি বিরোধী আন্দোলনে

কেন চার মাসের শিশুকে নিয়ে আসা হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল শীর্ষ আদালত। দেশের সুপ্রিম কোর্ট এও বলেছে, রাস্তা আটকে এভাবে আন্দোলন করা যাবে না।

বুধবার : দিল্লি জয়ের হ্যাটট্রিক করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

৬২–৮ ফলে জিতে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন আম আদমি পার্টির নেতা কেজরি। উল্লেখ্য, তাঁকে হারাবার জন্য বিজেপি সর্বশক্তি দিয়ে লড়লেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল।

বৃহস্পতিবার : ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাসের দাম ১৪৯ টাকা বাড়ল এক

ধাক্কায়। যদিও সিলিন্ডার পিছু ভর্তুকির মাত্রা দ্বিগুণ করা হল। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে যথারীতি সরব হয়েছে বিরোধীরা।

শুক্রবার : রাজনীতি থেকে দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ

নিল সুপ্রিম কোর্ট। রাজনৈতিক দলগুলিকে শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, কেন অপরাধীদের প্রার্থী করা হচ্ছে তার কারণ দর্শাতে হবে লিখিত ভাবে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

দফতর, মন্ত্রী, বরাদ্দ থাকলেও

মরণের পথে রাজ্যের গ্রন্থাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলি বেহাল দশার কথা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই জানে। এ রাজ্যে গ্রন্থাগার দফতর আছে। বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ আছে, দফতরের মন্ত্রী আছে। নেই বোধহয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা। তাই রাজ্যের লাইব্রেরিগুলি আজ অভিভাবকহীন। অযত্নে অনাদরে নষ্ট হচ্ছে। অমূল্য সম্পদ। বহু দুষ্প্রাপ্য বই, অমূল্য ঐতিহাসিক নথি ও দলিল আজ কীটের গর্ভে বিলীন হতে বসেছে। সারা রাজ্যে ২০০০ লাইব্রেরিয়ান শূন্য পদে দীর্ঘ বছর নিয়োগ বন্ধ। সারা রাজে কর্মীর অভাবে ১০০০টি লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৪২টি গ্রন্থাগার বন্ধ। 'কুঁচিয়ান' লাইব্রেরি খোলা হয় না বলে কুলতলির বিধায়ক প্রশ্ন তুলে ছিল বিধানসভায়। ডায়মন্ড হারবারের স্ট্যালিন–আইনস্টাইন লাইব্রেরি একজন ডি গ্রুপ কর্মী চালাচ্ছে। ১৪৮ বছরের পুরনো মুদিয়ালি গ্রন্থাগার সপ্তাহে মাত্র ২ দিন খোলা হয়। ২৫০০০ বই নষ্ট হতে বসেছে দেখভালের কর্মীর অভাবে। বারুইপুর পুরাতন বাজারের শহর গ্রন্থাগারে ১ জন ছিল। বর্তমানে জেলা বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেছে। লাইব্রেরি প্রায় বন্ধ।

ক্যানিংয়ে টাউন লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ান নেই। টাকা তোলা যাচ্ছে না। পত্র পত্রিকা কেনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। জেলার সেরা লাইব্রেরির তকমা প্রাপ্ত বহুড়ু'র শ্যামসুন্দর লাইব্রেরি বন্ধ। লাইব্রেরির এই বেহাল দশা কাটাবার উদ্যোগ না নিয়ে উল্টে সরকার সমস্ত লাইব্রেরিগুলির ফান্ডে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে। লাইব্রেরির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা সরকার নিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে বলে অভিযোগ। কারণ গত ২৫ জানুয়ারি টাকা সরকার ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি অফিসার সমস্ত লাইব্রেরি পাঠিয়েছে। মেমো নম্বর 027/South 24 Pgs/LS। তাতে বলা হয়েছে সরকারি ও সরকার পোষিত সমস্ত লাইব্রেরিগুলোকে তাদের ব্যাঙ্ক ডিটেলস সরকার প্রেরিত একটি নির্দিষ্ট ড্রাফ্ট প্রফর্মায় পাঠাতে হবে ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের অভিযোগ যে প্রতি বছর সরকারি অডিট হয়। এরপর ব্যাঙ্ক ডিটেলসের কি প্রয়োজন? তারা ভয় পাচ্ছে যে গ্রন্থাগারের অ্যাকাউন্টের টাকা সরকার তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এর অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। প্রথমে ফান্ডের টাকা সরকার তুলে নেবে তারপর বোধহয় গ্রন্থাগারগুলি তুলে দেবে।

পুরসভা পরিক্রমা

এবার সাংগঠনিক দুর্বলতা ভোগাতে পারে শাসক দলকে

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : বিগত লোকসভা ভোটের নিরিখে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত, হাবড়া, অশোকনগর, বনগাঁ, বসিরহাট, নৈহাটি, ভাটপাড়া, বারাকপুর, পানিহাটি, খড়দহ, কামারহাটি সহ ২৭টি পুরসভার প্রায় অধিকাংশ পুরসভাতেই দেখা গেছে শাসকদল তৃণমূলের থেকে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। অথচ শুধু বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসে সাংগঠনিক দুর্বলতার ইস্যুকে সামনে রেখে সাংগঠনিক পরিবর্তন ঘটানো হল। বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে উপপুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি

পদে বসানো হল। এর কারণ হিসেবে বিশ্লেষকদের অভিমত, সুনীলবাবুরী উপরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের একাংশের ক্ষোভের কারণেই এটা হয়েছে। তবে এতে সাংগঠনিক পরিস্থিতির কতখানি উন্নতি হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতাকর্মীদেরই একাংশের বক্তব্য, বারাসতের এই পরিবর্তনে স্থানীয় সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কোনও উন্নতিই হয়নি। তাদের মন্তব্য, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন, সাংগঠনিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্যে কার্যকরী পদক্ষেপ করতে হবে। যার মূল বিষয় হল জনসংযোগ। এলাকাভিত্তিক জনসংযোগ যত বৃদ্ধি পাবে, সংগঠন তত শক্তিশালী হবে। কিন্তু দেখা গেছে, সংগঠন শক্তিশালী হওয়ার বদলে আরও দুর্বল হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

দারিদ্রতা নিরসনে কল্পতরু মমতা

প্রবীর চক্রবর্তী: রাজ্যের যা ব্যয়, তার তুলনায় আয় কম। জিএসটির পর কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে প্রাপ্য কর–এর ভাগ কমেছে। বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্য বকেয়া পরিমাণ প্রায় ১লক্ষ কোটি টাকা। এত কিছুর মধ্যেও রাজ্য বাজেট নতুন ১১ টি প্রকল্প ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ,যার মধ্যে সরাসরি আর্থিক সাহায্য প্রকল্প বেশি পরিমাণ। বাড়তি খরচ বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা। টাকার সংস্থান করতে কালঘাম ছুটেলেও সামনেই পুরভোট

মাথায় রেখে দারিদ্রতার মধ্যেই কল্পতরু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে কলকাতা পুরনিগম সহ রাজ্যে কমবেশি ১১০ টি পুরসভা নির্বাচন রয়েছে। যার বেশিরভাগটাই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। জয় বজায় রাখতে নতুন নতুন প্রকল্প নিয়ে বেকার থেকে শুরু করে পিছিয়ে পড়া জনজাতির কাছে পৌঁছতে তৎপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তার জন্য এক দিকে যেমন তপশিলি জাতি ও উপজাতির ১ হাজার টাকা করে মাসিক বার্ধক্য ভাতা ঘোষণা করেছে রাজ্য, তেমনই তিন বছরে এক লক্ষ বেকার যুবকের স্থায়ী রোজগারের ঘোষণা করে চমক দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র।

এরপর পাঁচের পাতায়

আগামী ভোটে প্রার্থী কারা, বলে দেবে দিদিকে বলো?

বিশেষ প্রতিনিধি : রাজ্যে পুরভোটের দামামা প্রায় বেজেই গিয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে সংরক্ষণ তালিকা। প্রার্থী বাছাই নিয়ে শাসক দলের দফতরে ক্রমশ নড়াচড়া বাড়বে তা আর নতুন কি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই নড়াচড়ার শব্দ যেভাবে বাইরে আসতে

শাসক দলের অন্দরমহল

শুরু করেছে তাতে তৃণমূল দলের অন্দরে যে সমুদ্রমন্থন চলছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর এই মন্থনের নাম যে দিদিকে বলো এবং জন অভিযোগ সেল তা মেনে নিচ্ছেন দলের প্রবীণ নেতারাও।

অন্যবারের থেকে এবারে তৃণমূল দফতরের আবহ বেশ কিছুটা আলাদা। আগে ভাই–বোনেদের আবদার সরাসরি পৌঁছে যেত দিদির দরবারে। তিনি তাঁর বুৎপত্তিতেই বাছাই করে দিতেন প্রার্থী। এবারেও তিনিই বেছে দেবেন। কিন্তু তার আগে আছে ভোট কুশলীর ছাঁকনি, সঙ্গে দিদির নেকনজর। কেমন? দলের সর্বভারতীয় সভাপতি সুব্রত বক্সী জানিয়ে দিয়েছেন, এবার কোনও সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না। দিদি যাকে বেছে দেবেন তাকে গ্রহণ করতে হবে সকলকে। এমনকি সংরক্ষণের গেরোয় যারা বাদ যেতে পারেন তারা নাকি বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলে খবর আছে বক্সী বাবুর কাছে। তবে তিনি জানিয়েছেন এসব 'চাপ' দিয়ে লাভ হবে না। শেষ কথা বলবেন দিদিই। এই বিবৃতির অব্যবহিত পরেই ভোট কুশলীর ধমক খেতে হয়েছে জেলার এক নেতাকে তার ঠাঁট–বাট বৃদ্ধির জন্য। কি করে পাঁচ বছরে ঝুপড়ি প্রাসাদ হয়ে গেল ভোট কুশলী তার হিসাবও চেয়েছেন এই নেতার কাছ থেকে। শুধু এই নেতাই নয় দিদিকে বলোয় জমা পড়েছে এমন বহু অভিযোগ।

এরপর পাঁচের পাতায়

ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা কৌতূহল বাড়ছে মানুষের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন পুর ভোটকে সামনে রেখে জমজমাট রাজনীতি কোচবিহারে। ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোচবিহার পুরসভায় কার ভাগ্যে শিকে ছেড়ে এই নিয়ে কৌতূহলী মানুষ। এবারের নির্বাচন নিছক কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূলের লড়াই নয়, রাজ্য, রাজনীতিতে এখন ফুলফাইটে রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। নতুন শক্তির উত্থানে বদলে গেছে রাজনৈতিক সমীকরণও। এক সময়ের যুযুধান কংগ্রেস ও সিপিএম আজ জোট বেঁধেছে এই লড়াইয়ের সামিল হতে।

তাঁদের দাবি, শুধু কংগ্রেস সিপিএমই নয়, ধর্ম নিরপেক্ষ যেকোনও শক্তিকে এই মঞ্চে সামিল করে পুরো যুদ্ধে সামিল হচ্ছে তারা।

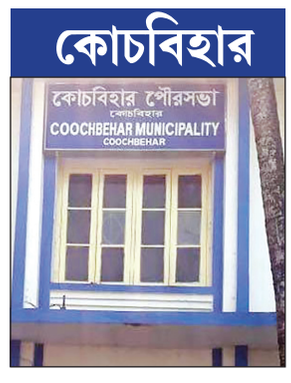

অন্যদিকে উন্নয়নকে হাতিয়ার করে লড়াইয়ে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। বসে নেই গেরুয়া শিবিরও। লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার সহ গোটা উত্তরবঙ্গে তাঁদের ভালো ফল হওয়ায় কোচবিহার পুরসভা দখলের স্বপ্ন দেখছে তারা।

২০ আসন বিশিষ্ট কোচবিহার পুরসভায় সংখ্যালঘু হলেও ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ২ নির্দল সমর্থককে নিয়ে ক্ষমতায় রয়েছে বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত পুর ভোট। প্রথমে এই পুর বোর্ডের চেয়ারপার্সন ছিলেন তৃণমূলের রেবা কুণ্ডু। প্রায় আড়াই বছরের মধ্যে তাঁর এবং তাঁর কাউন্সিলর পুত্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। দলের নির্দেশে সেই সময় তাঁকে সরতে হয়। পরবর্তীতে পুর প্রধান হন তৃণমূলের ভূষণ সিং।

বর্তমান এই পুর বোর্ডের বামেদের আসন রয়েছে ৮টি, তৃণমূলের আসন রয়েছে ১০টি এবং দুজন নির্দল কাউন্সিলর রয়েছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেঁকে বসেছেন মাঝিরা শঙ্কটে উলুবেড়িয়া ফেরিঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাঝিরা নৌকায় কখনও তিনজন, কখনও চার জন আবার কখনও সখনও এর বেশি কিছু যাত্রী নিয়ে খাল পারাপার করেন। জীবন–জীবিকার তাগিদে দীর্ঘদিন ধরে মাঝিরা এই পরিষেবা দিয়ে গেলেও উলুবেড়িয়ার ফেরিঘাট কিন্তু নানান সমস্যায় জর্জরিত। প্রশাসনের ঔদাসিন্যে ক্রমশ এই সমস্যা বাড়তে থাকার কারণে মাঝিরা নৌকা চালাতে অনীহা প্রকাশ করেছেন।

উলুবেড়িয়ার গঙ্গার ফেরিঘাট কালী সংলগ্ন এলাকায়। এই ফেরিঘাট সিজবেড়িয়া বা বিবিরচড়া ফেরিঘাট নামেই পরিচিত। স্থানীয়দের এলাকার মাঝি ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বেশ কয়েকবছর আগে উলুবেড়িয়া ও ফুলেশ্বরের মধ্যে গঙ্গা দিয়ে যাতায়াতের জন্য রাজাপুর ক্যানেলে এই ফেরি পরিষেবা চালু হয়। হাওড়া জেলা পরিষদ এই ঘাটটি লিজে দেয়। হাওড়া জেলা পরিষদ ঘাটটি লিজে দিলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে এটি একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। উলুবেড়িয়ার কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকার ফেরিঘাটের কয়েকটি সিঁড়ি অবশিষ্ট থাকলেও বিবির চড়া বা সিজবেড়িয়া ফেরিঘাটের কোনও সিঁড়ির আর অস্তিত্ব নেই। ফুলেশ্বরের জগন্নাথপুরসহ বেশ কয়েকটি এলাকার থেকে উলুবেড়িয়া কালীবাড়ি এলাকায় আসার জন্য থাকলেও সেটা অনেকটা ঘুরপথে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। তাই অনেকটা রাজাপুর ক্যানেল হয়ে যাতায়াত করছেন। এলাকাবাসীদের অভিযোগ ফুলেশ্বরের ফেরিঘাটের সিঁড়ির আর অস্তিত্ব না থাকায় মাঝে মধ্যে যাত্রীরা পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

পেনশন না পেয়ে সীমাহীন দুর্দশায় পরিবহন কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাপ্য পেনশন হাতে না পেয়ে চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার প্রায় সাড়ে চার হাজার অবসরপ্রাপ্ত পরিবহন শ্রমিক। সীমাহীন দুর্দশার মধ্যে দিন কাটছে তাদের। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে জানুয়ারি মাসের বকেয়া পেনশন মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার মুখ্য দপ্তর পরিবহন ভবনে বিক্ষোভে সামিল হলেন নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর সদস্য সদস্যারা। ফেব্রুয়ারি মাসের ১০তারিখ পার হওয়ার পরও জানুয়ারি মাসের পেনশন হাতে পাননি এই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার অবসরপ্রাপ্তরা। সময় মতো পেনশন না পাওয়ার ফলে চরম দুর্দশাগ্রস্ত এই অবসরপ্রাপ্তরা।

নিজেদের ওষুধ সহ পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে পারছেন না তারা। শুধু তাই–ই নয়, তাদের সংসারেও টানাটানিতে পরিস্থিতি। তাই বাধ্য হয়ে নিজেদের প্রাপ্য পেনশন অবিলম্বে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন তারা বলে দিন জানান আন্দোলনরত অবসরপ্রাপ্ত পরিবহন শ্রমিকরা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহন বাঁশি বর্মণ এদিন বলেন তারা সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করতে পারেননি কবে নাগাদ পেনশন দেওয়া যাবে তাদের। তিনি বলেন, দ্রুততার সাথে তাদের হাতে পেনশন তুলে দেওয়া না হলে তারা ধারাবাহিক আন্দোলনে সামিল হবেন। মোহন বাঁশি বর্মণ ছাড়াও এদিনের এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন সংগঠনের নেতা করেন বর্মন, প্রহ্লাদ ভৌমিক প্রমুখ।

আসন সংরক্ষণ তালিকা বিপদ বাড়িয়েছে অনেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন সংরক্ষণের খসড়া তালিকা সঠিক ভাবে তৈরি হয়নি বলে আগেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। শনিবার সর্বদলীয় বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য শোনার পর পুরনো তালিকা সংশোধন করে নতুন তালিকা প্রকাশিত হল। ইতিমধ্যেই বাংলার সময়ে আমরা ওই তালিকা তুলে ধরেছি সবার প্রথমে। নতুন তালিকার সাথে পুরনো খসড়া তালিকার কোনও সম্পর্কই নেই। নতুন এই তালিকায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএমের কয়েকজন কাউন্সিলরের উপরে করলেও পুরোপুরি সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছেন কংগ্রেসের ৪ কাউন্সিলর। সংশোধিত তালিকা নিয়ে কোনও দলের

অভিযোগ পাওয়া যায়নি। গত মাসে শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের আসন সংরক্ষণের খসড়া তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর সেই তালিকা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছিল। খসড়া তালিকা হিসেবে ডান বাম প্রায় সব রাজনৈতিক দলই অভিযোগ তুলেছিল। ওই তালিকায় কংগ্রেসের চারজন কাউন্সিলরের মধ্যে তিনজন নিজের ওয়ার্ডে আর ভোটের লড়াইয়ে আসতে পারছিলেন না সেই কারণেই কংগ্রেসের একাংশ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছিল। এরপর খবর ছিল ১০ ফেব্রুয়ারি আসন সংরক্ষণের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে। কিন্তু তার আগেই প্রকাশ হয়ে গেল শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের সংরক্ষণের তালিকা। কিন্তু নতুন তালিকায় বিপাকে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রঞ্জন শীল শর্মা।

এরপর পাঁচের পাতায়

স্বচ্ছ প্রার্থী খুঁজছে শাসকদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে পূর্ব বর্ধমান জেলার সর্বত্রই স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থী দাঁড় করানোর কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা শীর্ষ নেতৃত্ব। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত সহ নানা বেনিয়ম, দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণে অভিযুক্ত পুরসভার বিদায়ী কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে এবার তৃণমূল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব কার্যত খড়গহস্ত হয়ে নির্বাচনী ময়দানে নামছেন। মাস কয়েকের মধ্যেই এ রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাগুলির পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান, গুসকরা, মেমারি, কাটোয়া, কালনা ও দাঁইহাট শহরেও পুরনির্বাচন হতে চলেছে। এর মধ্যে বর্ধমান ও গুসকরা পুরসভার পরিচালনায় বছর খানেক ধরে প্রশাসক রয়েছে। বাকিগুলোতে নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানেই পুরনির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সর্বস্তরে। বর্ধমান ও গুসকরা বাদে

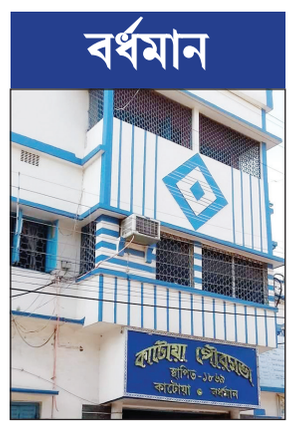

বাকিগুলির সবকটিতেই পুরবোর্ড তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে। যদিও প্রশাসক বসার আগে বর্ধমান ও গুসকরা পুরবোর্ডের ক্ষমতায় ছিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। আসন্ন পুরনির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই ওয়ার্ডভিত্তিক সংরক্ষণের খসড়া তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেমিফাইনাল অর্থাৎ পুরনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় নেমে কোনওমতেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চায় না। তাই অতীতের নানান ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং সর্বাগ্রে সাধারণ মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েই এবারে প্রতিটি ওয়ার্ডে দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। এজন্য তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট স্ট্র্যাটেজিস্ট প্রশান্ত কিশোর ও তাঁর টিমের সমীক্ষায় উঠে আসা নানান তথ্য বিশ্লেষণ অগ্রাধিকার পেয়েছে। এই পি কে'র টিম বিভিন্ন সাধারণ মানুষ সহ রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিদের সঙ্গে নানান অভিযোগ, বেনিয়ম ও পরিষেবা নিয়ে কথা বলে বিদায়ী পুরচেয়ারম্যান সহ কাউন্সিলরদের সম্পর্কে অনেককিছুই জেনে নিয়ে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কালচক্রে আজও জীবন্ত সুদীপের স্মৃতি

পুলওয়ামা আক্রমণের এক বছর

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: বছর ঘুরে আরও একটা ১৪ ফেব্রুয়ারি চলে এল। শুধু এলেন না সুদীপ বিশ্বাস। আর কোনওদিন তিনি ফিরবেনও না তাঁর প্রিয় গ্রামের বাড়িতে। তবে, হাঁসপুকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দাদের মনের মাঝে আজও বেঁচে রয়েছেন পুলওয়ামা কাণ্ডে শহিদ সুদীপ বিশ্বাস। তাঁর নামে রাস্তা নির্মাণ, মূর্তি স্থাপন, নিত্য পুজো, স্মৃতিচারণ প্রভৃতির মধ্য দিয়েই শহিদের পরিজনের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের বড়োই আদরের সুদীপকে চিরটাকাল বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী।

২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গি

হামলার ঘটনায় ৪৫ জন সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ হন। এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া ও নদিয়া জেলার দু'জন রয়েছেন। নদিয়ার তেহট্ট মহকুমার পলাশীপাড়া থানার হাঁসপুকুরিয়া গ্রামের তিলিপাড়ার এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান সুদীপ বিশ্বাস দেশরক্ষার জন্য সিআরপিএফে যোগদান করেছিলেন। ঘটনার দিন বছর ছাব্বিশের এই যুবক সহকর্মীদের সঙ্গে বাসে চড়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে ফিরছিলেন। কিন্তু মাঝপথেই জঙ্গি হামলার শিকার হন তাঁরা। ৪৫ জন দেশপ্রেমিককে অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হল। সেদিনের ঘটনায় স্তম্ভিত হয়েছিল সারা দেশ। দেশের কোনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন আমজনতা। সুদীপ বিশ্বাসের মৃত্যুর খবর হাঁসপুকুরিয়া গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছাতেই গোটা এলাকা কার্যত শোকস্তব্ধ ছিল। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তামাম দেশবাসী সেদিন এই জঙ্গি হামলার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসে উঠলেন। ব্যতিক্রম ছিল না হাঁসপুকুরিয়া গ্রামও। এলাকার বাসিন্দারা চোখের জলে তাঁদের আদরের সুদীপকে চিরবিদায় জানালেও এখন মনের মাঝে তাঁকে সযত্নে লালন করে চলেছেন। ইতিমধ্যেই হাঁসপুকুরিয়া স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব সুদীপ স্মৃতি জিম গড়ে তুলেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

শেয়ার বাজারে মন্দার ঝাঁকুনি কি কাটছে

পার্থসারথি গুহ

এই মুহূর্তে নতুন বছর বলাটা হয়তো সঙ্গত নয়। কারণ, ২০২০ ধীরে ধীরে তার দ্বিতীয় মাস পার করতে চলেছে। তাও নতুনত্বের ফ্লেভার যে একদম উবে গিয়েছে তা কিন্তু নয় মোটেই। নতুন একটা বছর মানেই একরাশি নতুন ভাবনা। সবথেকে বড় ব্যাপার হল নয়া বছরটাকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসতে সব ক্ষেত্রেই বহু হিসাব নিকাশ করা হয়। যার থেকে কোনওভাবেই বাদ যায় না শেয়ার বাজারও। প্রত্যেকটা বছর যেমন নতুন, তেমনই সংশ্লিষ্ট বছরকে কেন্দ্র করে আলাদা ভাবনা বা থিমও ঠিক গড়ে ওঠে। তাহলে প্রশ্ন উঠবে ২০২০ তে ভারতীয় অর্থবাজারের মূল বক্তব্য কি হতে চলেছে।

এখন দেখে নেওয়া যাক এই বছরের থিম সঙ ঠিক কি হতে চলেছে। ভোটের বছরে নিশ্চিতভাবে তামাম লগ্নিকারীদের স্লোগান হবে পুঁজি বাঁচাও, বাজার সামলাও।ভারতের শেয়ার বাজার তার পরবর্তী রোডম্যাপ ঠিক করবে অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার পর। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার ভারতের অর্থবাজার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হলেও বিশ্বের

অর্থনীতি

অন্যান্য বাজারে সে দায় নেই। অর্থাৎ, ভারতের অর্থবাজারের পরবর্তী জংশন ঠিক হবে বিশ্ব বাজারের হাত ধরেই। এখানে আরও যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিশ্ব বাজারে ক্রুড অয়েলের দাম কিভাবে ওঠাপড়া করছে। অন্যদিকে কমোডিটি এক্সচেঞ্জই বা কি বার্তা দিচ্ছে।

বছরের একদম শেষে এসে একটা সালতামামি হয়ে থাকে সব গণমাধ্যমেই। এর মধ্যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে বাদ যায় না প্রিন্ট মিডিয়াও। যথারীতি শেয়ার

বাজারের ক্ষেত্রেও সেরে ফেলা যায় এমন একটা শেয়ারতামামি। আবার বছরের গোড়াতেও একটা ফিরে দেখার প্রবণতা কাজ করে। ২০১৭ বছরটা যে ভারতীয় শেয়ার বাজারের মিডক্যাপের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তা বোধহয় বিশদে না বললেও চলে। এই বছরেই নিফটি পার করেছে ১০ হাজারের মাইলস্টোন। আর ২০১৮ সেই জায়গাটা সূচকগতভাবে ধরে রাখলেও মিডক্যাপে ধস নামিয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ক্রিকেট তারকাদের ১০ হাজার রান করা নিয়ে প্রচুর গপ্প হত। এখন সেখানে জায়গা করে নিয়েছে অর্থ বাজারের ১০ হাজার। শুধু তাই নয়, ক্রিকেটিয় পরিভাষায় বলতে হলে লেখা যায়, নিফটি নট আউট ১০,৫০০ বা ১০,৮০০। যেভাবে এই সূচক এগোচ্ছে তাতে আগামী এক বছরে অন্তত ১২ হাজার তো হবেই হবে বলে মনে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০১৭-র গোড়ায় ৮ হাজারের সামান্য নিচে থাকা নিফটি এখন প্রায় ১১ হাজার। তার মানে বিগত এক–দুই বছরে শেয়ার বাজার তথা নিফটি পাড়ি জমিয়েছে ২৬০০ পয়েন্ট। এটা কি আর কোনওভাবে উপেক্ষা করা যায় না।

এমনিতে বেখাপ্পা মুডের জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এখানে আগাম আলটপকা মন্তব্য করতে গিয়ে অনেক তাবড় তাবড় পণ্ডিতের মুখ কালো হয়ে গিয়েছে। এই বাজারের ইতিহাসই সে ছবি তুলে ধরে। এই বাজারে আগামীতে কী হবে তার বিচার বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বরও করেন না। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। আসলে সাধারণ বাজারের সাঙ্গে এখানেই বিস্তর তফাৎ অর্থবাজারের। এখানে কখন যে কোন ঘটনা গুরুত্ব পাবে, আর কোন ঘটনা ফুৎকারে উড়ে যাবে তার হদিশ পাওয়া মুশকিল। সুতরাং মাথা ঠাণ্ডা রেখে এই বাজারের রঙ বদলের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৫ ফেব্রুয়ারি – ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

মেষ : এই সপ্তাহ খুব শুভ এবং আপনি এই সপ্তাহে খুশি হবেন। কোন সদস্যের বিবাহ সম্পর্কিত কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আপনার পরিবারের মধ্যে গৃহীত হবে এবং এটি আপনার পরিবারের সুখ বৃদ্ধি করবে। আপনার বন্ধু বা আত্মীয় আগমনের কারণে আপনার পরিবারের পরিবেশ আরো আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বৃষ : আপনি এই সপ্তাহে মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার সাথে সহকর্মীদের কিছু মতপার্থক্য বা দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। আপনি সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করবেন। সকাল বেলা আপনি আর্থিক বা অন্য কোন কারণের জন্য সমস্যা এর সম্মুখীন হবেন।

মিথুন : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রম করবেন। আপনি এই সপ্তাহে আর্থিক এবং স্বাভাবিক কাজে ব্যস্ত থাকবেন। গ্রাহকদের এবং ব্যবসায়ীদের সাথে আপনার দেখা হবে। সিনিয়র কর্মকর্তারা বা সমাজের সম্মানিত মানুষরা আপনার সাথে দেখা করতে পারেন।

কর্কট : এই সপ্তাহে আপনি সুখী থাকবেন এবং সাফল্য অর্জন করবেন। পরিকল্পনা যাই হোক না কেন আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। ফলাফল থেকে আপনি খুশি এবং সন্তুষ্ট বোধ করবেন। আপনি সেই পরিকল্পনাগুলি শুরু করতে পারেন, যা আপনি অতীতে পরিকল্পনা করেছিলেন।

সিংহ : আপনি এই সপ্তাহে মিশ্র ফলাফল পাবেন। আপনি হতে পারে দুপুরের আগে ভাল ফলাফল পাবেন না, কিন্তু সন্ধ্যায় আপনি ভাল খবর পাবেন। আপনি কোন দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। অতএব আপনি সাবধানে ড্রাইভ করবেন এবং দীর্ঘ যাত্রা করবেন না। আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় ব্যয় করা উচিত।

কন্যা : এই সপ্তাহ আপনার সামাজিক, আর্থিক বা মানসিক, প্রত্যেক বিষয় এর জন্য খুব ভাল। আপনার দ্বারা তৈরি পরিকল্পনা হবে দ্রুত সম্পূর্ণ এবং আপনি পূর্ববর্তী মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবেন। যদি আপনি সংগীত সম্পর্কিত কোনও কাজ করেন তবে আপনি পছন্দসই সাফল্য পাবেন।

তুলা : এই সপ্তাহ আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য খুব উপকারী। এই সপ্তাহে আপনি শুভ ফলাফল পাবেন। আপনি যদি ব্যবসা করেন, আপনাকে ব্যবসা সম্পর্কিত ট্রিপ এ যেতে হবে। এই যাত্রা আর্থিক লাভ এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করবে। নতুন ব্যবসার সংযোগ স্থাপন হবে।

বৃশ্চিক : এই সপ্তাহ আপনার পারিবারিক সুখী পরিবেশ তৈরীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি দুপুরের আগে কোন ভাল খবর পাবেন। খবরটা জন্ম, বিবাহ বা অন্য কোন পারিবারিক জিনিস সম্পর্কিত হতে পারে। আপনার ভাই, বোন বা আত্মীয়ের বিবাহের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

ধনু : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার স্ত্রী বা সন্তানের সঙ্গে কোন কারণ ছাড়া বিরোধ ঘটতে পারে এবং আপনার সম্পর্ক কদর্য হতে পারে। আপনি সকালের দিকে চিন্তার মধ্যে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য অসুস্থ হতে পারে এবং আপনি ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন।

মকর : এই সপ্তাহ আর্থিক এবং সামাজিক বিষয় এর জন্য খুব শুভ। যদি আপনি কোন সামাজিক পরিষেবাতে যুক্ত থাকেন, এই সপ্তাহ আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আপনার বন্ধুদের এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সন্ধ্যায় আনন্দ উপভোগ করবেন এবং তাদের সঙ্গে ভবিষ্যত পরিকল্পনা আলোচনা করবেন।

কুম্ভ : আপনি এই সপ্তাহে স্বাভাবিক আর্থিক সুবিধা পাবেন। কিন্তু আপনি সামাজিক পর্যায়ে ব্যস্ত থাকবেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত থাকেন, তাহলে অনেক লোক আপনার সাথে দেখা করতে আসবে। আপনার পরিবার এবং পত্নীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুব আন্তরিক এবং সহযোগিতাপূর্ণ হবে।

মীন : এই সপ্তাহ আপনার জন্য সফল এবং সুখী হবে। আপনি সকালে কিছু ভাল খবর পাবেন। আপনি কম প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনার ব্যবসার আরও লাভ উপার্জন করতে পারেন। আপনার পেশা যদি শিল্প বা সংগীত সম্পর্কিত হয়, আপনি অতীতে সম্পন্ন আপনার কঠোর পরিশ্রমের উপকারী ফলাফল পাবেন।

বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে ৩১৭

নিজস্ব প্রতিনিধি : কনস্টেবল, হেড কনস্টেবল এবং সাব ইনস্পেক্টর পদে ৩১৭ জনকে নেবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বি এস এফ)। হেড কনস্টেবল নিয়োগ করা হবে ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেক্ট্রনিক্স, মেশিনিস্ট সহ বিভিন্ন ট্রেডে। সাব ইনস্পেক্টর নিয়োগ করা হবে ইঞ্জিন ড্রাইভার, ওয়ার্কশপ ও মাস্টার এবং কনস্টেবল নিয়োগ করা হবে ক্রু শাখায়।

শূন্যপদের বিবরণ : কনস্টেবল (ক্রু) : শূন্যপদ ১৬০টি (সাধারণ ৬৫, তফসিলি জাতি ২৪, তফসিলি উপজাতি ২৩, ও বি সি ৩১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৭)। শিক্ষগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সেই সঙ্গে ২৬৫ হর্সপাওয়ারের কম ক্ষমতাসম্পন্ন বোট চালানোয় ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর পাশাপাশি গভীর জলে সাঁতার কাটা জানতে হবে এবং এই মর্মে নির্দিষ্ট বয়ানে পূরণ করা করা আন্ডারটেকিং জমা দিতে হবে।

সাব ইনস্পেক্টর (মাস্টার) : শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট অথবা স্টেট বা সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে।

সাব ইনস্পেক্টর (মাস্টার) : শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক, সঙ্গে মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট অথবা স্টেট বা সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি

কাজের খবর

কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে।

সাব–ইনস্পেক্টর (ইঞ্জিন ড্রাইভার) : শূন্যপদ ৯ টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে মার্কেন্টাইন মেরিন ডিপার্টমেন্ট অথবা সেন্ট্রাল বা স্টেট ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কর্তৃক প্রদত্ত ফার্স্ট ক্লাস ইঞ্জিন ড্রাইভার সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে।

সাব–ইন্সপেক্টর (ওয়ার্কশপ) : শূন্যপদ ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক অথবা মেকানিক্যাল বা মেরিন বা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

হেড কনস্টেবল : মাস্টার : শূন্যপদ ৫৬টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ১৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সারেংয়ের সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে।

হেড কনস্টেবল : ইঞ্জিন ড্রাইভার : শূন্যপদ ৬৮টি (সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ২২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সঙ্গে সেকেন্ড ক্লাস ইঞ্জিন ড্রাইভার সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

হেড কনস্টেবল : ওয়ার্কশপ ট্রেড : মেকানিক (ডিজেল/পেট্রোল ইঞ্জিন) : ৭টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ২, ও বি সি ১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ২টি (সাধারণ)। এ সি টেকনিশিয়ান : ২টি (সাধারণ ১, ও বি সি ১)। ইলেক্ট্রনিক্স : ১ টি (সাধারণ)। মেশিনিস্ট : ১টি (তফসিলি উপজাতি)। কার্পেন্টার : ১টি (তফসিলি উপজাতি)। প্লাম্বার : ২টি (সাধারণ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সব ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আই টি আই ডিপ্লোমা।

সরকারি নিয়মানুসারে প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

বয়স : ১৬–৩–২০২০ তারিখে কনস্টেবল, হেড কনস্টেবল এবং সাব–ইনস্পেক্টর (ওয়ার্কশপ) পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে এবং বাকি দু'টি পদের ক্ষেত্রে ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা, হেড কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা এবং সাব ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০ টাকা। পরীক্ষার ফি বাবদ দিতে হবে সাব ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা এবং বাকি পদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা। ফি দিতে হবে ডিমান্ড ড্রাফট বা পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে। তফসিলি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না।

আবেদন করতে হবে ১৬ মার্চের মধ্যে। এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। আবেদন পদ্ধতি এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য আগ্রহী প্রার্থীরা দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.bsf.nic.in.

রাজ্যের ডাকবিভাগে ২২৩ মাল্টি টাস্কিং স্টাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২৩ জন মাল্টি টাস্কিং স্টাফ নেবে ডাক বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত পোস্ট অফিসে গ্রামীণ ডাক সেবক পদে কর্মরতরা আবেদনের যোগ্য।

সংশ্লিষ্ট পদে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করা যাবে। প্রার্থী পাছাই হবে একটি পরীক্ষায় মাধ্যমে। পরীক্ষা ১৫ মার্চ। পরীক্ষাকেন্দ্র : কলকাতা ও শিলিগুড়ি।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.westbengalpost.gov.in

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পৌঁছতে হবে সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল অফিস বা কন্ট্রোল ইউনিটে।

বিশদ তথ্যের জন্য আগ্রহী প্রার্থীরা দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কমন ল অ্যাডমিশন টেস্ট ১০ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২০–২১ শিক্ষাবর্ষে আইনের ইন্টিগ্রেটেড স্নাতক এবং স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তির জন্য দেশজুড়ে কমন ল অ্যাডমিশন টেস্ট (ক্ল্যাট), ২০২০ আয়োজিত হবে ১০ মে (রবিবার)। এই পরীক্ষার মাধ্যমে কলকাতার দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি অব জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস সহ সারা ভারতের ২২টি জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যায়। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক কোর্সের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ) নম্বর সহ যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। স্নাতকোত্তর কোর্সের ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর সহ আইনে স্নাতক। উভয় ক্ষেত্রেই ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য।

বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। স্নাতক স্তরের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ইংরেজি, জেনারেল নলেজ সহ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, লিগ্যাল রিজনিং, লজিক্যাল রিজনিং এবং কোয়ান্টিটেটিভ টেকনিক বিষয়ে। স্নাতকোত্তর স্তরের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে কনস্টিটিউশন্যাল ল, জুডিসপ্রুডেন্স এবং অন্যান্য আইন–সংক্রান্ত বিষয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা, সময়সীমা ২ ঘন্টা। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.consortiumofnlus.ac.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো, সই এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করার সময় রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখবেন। ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ৪,০০০ টাকা (তফসিলি এবং বি পি এল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩,৫০০ টাকা)।

অনলাইন যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। অনলাইন আবেদন–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ১৬৭

১	■	■	২			■	৩
	■	■		■	■	৪	
৫		৬			৭	■	
■	■		■	■	৮		
৯			■	■		■	■
	■	১০		১১			১২
১৩		■	■		■	■	
	■	১৪			■	■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। বাংলায় ঔষধালয় ৪। অগ্রভাগ ৫। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী ৮। দীঘি ৯। আচার–আচরণ ১০। অন্যের অনিষ্ট বা বিরক্তি জন্মাতে পারে এমন লেখা ১৩। চিহ্ন ১৪। ক্রুদ্ধ আস্ফালন।

উপর–নীচ

১। মাছ ধরবার এক উপকরণ ২। অনর্থক, তুচ্ছ ৩। মিলন, ঐক্য ৬। তীব্র ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ ৭। চন্দ্র ৯। (আল.) জীবিকার্জনের পথ বন্ধ করা ১১। যন্ত্র, কল ১২। চায়ের আড্ডা।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৬৬

পাশাপাশি : ১। মজা ২। মানেমানে ৪। সৎমা ৫। বিনামা ৬। লাজ ১০। হল ১২। জলুস ১৩। ক্ষত্রিয় ১৪। সাধারণ ১৫। সুর।

উপর–নীচ : ১। মধ্যবিত্ত ২। মামলা ৩। নেউল ৪। সমাজব্যূহ ৭। জনমেজয় ৮। তসবির ৯। সহসা ১১। লক্ষণ।

ব্যারাকপুরের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (পি জি টি), ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (টি জি টি), কম্পিউটার ইনস্ট্রাক্টর সহ বিভিন্ন পদে কিছু কর্মী নেবে ব্যারাকপুরের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়। প্রার্থী নির্বাচন করা হবে ওয়াক ইন ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ ১৯ ফেব্রুয়ারি। নিয়োগ হবে চুক্তিতে।

নিয়োগ করা হবে এই সব পদে। পি জি টি এবং টি জি টি (সব বিষয়), প্রাইমারি টিচার, কম্পিউটার ইনস্ট্রাক্টর, ভোকেশনাল কোচ (খো খো ও ভলিবল, যোগ, মিউজিক, ডান্স), আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, স্পোকেন ইংলিশ, জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনার, ডাক্তার, নার্স ও কাউন্সেলর।

প্রার্থীদের হিন্দি ও ইংরেজি জানতে হবে।

ইন্টারভিউ ১৯ ফেব্রুয়ারি, সকাল ৯ টা থেকে।

ইন্টারভিউয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আসল নথিপত্রও নিয়ে যেতে হবে। বিশদ তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন : http:/www.kvbarrack-poreairforce.org

কেন্দ্রীয় সংস্থায় চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫২ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট জিওফিজিসিস্ট, সায়েন্টিস্ট (বি), সিনিয়র ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার, সিস্টেম অ্যানালিস্ট, স্পেশ্যালিটি (গ্রেড–থ্রি), লেকচারার (ইংলিশ) এবং ভেটেরিনারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থায়। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইমেন্ট নম্বর : ০২/২০২০। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জিওফিজিসিস্ট : শূন্যপদ ১৭টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৪, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ১। এর মধ্যে সংরক্ষিত হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। বেতন : সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল এইট অনুসারে। নিয়োগ হবে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায়।

সায়েন্টিস্ট বি (জিওফিজিক্স) : শূন্যপদ ২টি (সাধারণ ১, ও বি সি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত হবে। বয়স : ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল টেন অনুসারে। নিয়োগ হবে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকে।

সায়েন্টিস্ট 'বি' (ফিজিক্স) : শূন্যপদ ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত হবে। বয়স : ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল টেন অনুসারে। নিয়োগ হবে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকে।

সায়েন্টিস্ট 'বি' (কেমিস্ট্রি) : শূন্যপদ ১টি (ও বি সি)। বয়স : ৩৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল টেন অনুসারে। নিয়োগ হবে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকে।

সিনিয়র ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার (কার্ডিওলজি) : শূন্যপদ ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১)। বয়স : ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল–টুয়েলভ অনুসারে। নিয়োগ হবে রেল বোর্ডে।

সিনিয়র ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার (কার্ডিও থোরাসির সার্জারি) : শূন্যপদ ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ১)। বয়স : ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল–টুয়েলভ অনুসারে। নিয়োগ হবে রেল বোর্ডে।

সিনিয়র ডিভিশনাল মেডিক্যাল অফিসার : শূন্যপদ ৩টি (সাধারণ ২, ও বি সি ১)। বয়স : ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল টুয়েলভ অনুসারে। নিয়োগ হবে রেল বোর্ডে।

সিস্টেম অ্যানালিস্ট : শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ৪, ও বি সি ১)। বয়স : ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল টেন অনুসারে। নিয়োগ হবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে।

স্পেশ্যালিস্ট গ্রেড থ্রি (মাইক্রোবায়োলজি) : শূন্যপদ ৩টি (সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১)। বয়স : ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৫,৬০০ – ৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড পে ৬,৬০০ টাকা। নিয়োগ হবে দিল্লি সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে।

স্পেশ্যালিস্ট গ্রেড থ্রি (নেফ্রোলজি) : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)। বয়স : ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৫,৬০০ – ৩৯,১০০ টাকা। গ্রেরড পে ৬,৬০০ টাকা। নিয়োগ হবে দিল্লি সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে।

স্পেশ্যালিস্ট গ্রেড থ্রি (ইউরোলজি) : শূন্যপদ ২টি (সাধারণ)। বয়স : ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৫,৬০০ – ৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড পে ৬,৬০০ টাকা। নিয়োগ হবে দিল্লি সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে।

লেকচারার (ইংলিশ) : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)। বয়স : ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৫,৬০০ – ৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড পে ৬,৬০০ টাকা। নিয়োগ হবে দমনের সরকারি পলিটেকনিকে।

ভেটেরিনারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন : শূন্যপদ ৯টি (সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ১)। বয়স : ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : সপ্তম বেতন কমিশনের লেভেল টেন অনুসারে। নিয়োগ হবে লাক্ষাদ্বীপের পশুপালন বিভাগে।

এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এই নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.upsc.gov.in অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.upsconline.nic.in

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি প্রোগ্রামে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : একাধিক বিষয়ে পি এইচ ডি প্রোগ্রামে ভর্তি নিচ্ছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। পি এইচ ডি করা যাবে এই সমস্ত বিষয়ে : কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স, জুলজি, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোশিওলজি, এডুকেশন, বাংলা, ইংরেজি, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং, কমার্স/ম্যানেজমেন্ট, লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফর্মেশন সায়েন্স।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ (অথবা ইউ জি সি–৭ পয়েন্ট স্কেল অনুসারে গ্রেড 'বি') যে কোনও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। তফসিলি এবং ও বি সি প্রার্থীরা ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলেই আবেদন করতে পারবেন। এর পাশাপাশি, ইউ জি সি নেট বা গেট বা সেট বা ইউ জি সি–সি এস আই আর নেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। অথবা টিচার ফেলোশিপ থাকলেও আবেদনের যোগ্য।

প্রার্থী বাছাই করা হবে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি রিসার্চ এন্ট্রান্স টেস্টের মাধ্যমে।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.phd.wbn-souadmission.com রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি। ফি বাবদ অনলাইন পদ্ধতিতে দিতে হবে ২,০০০ টাকা। নথিপত্র যাচাই এবং পূরণ করা আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে ১৮ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই ঠিকানায় : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata 700 064.

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

কলকাতা পুরসভায় ১৩০০ কর্মী নিয়োগের তোড়জোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ১৩০০ কর্মী নিয়োগ হতে চলেছে কলকাতা পুরসভায়। আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের আগেই এই নিয়োগের প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে চাইছে কলকাতা পুরসভা। এ ব্যাপারে অর্থ দফতরের অনুমোদনও মিলেছে।

সূত্রের খবর, শুধু মজদুর পদেই ৮৫৮ জন কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। নিয়োগ হবে ৯০ জন পরিবেশ বন্ধু। এ ছাড়াও সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ফুড সেফটি অফিসার, মেডিক্যাল অফিসার প্রভৃতি পদে নিয়োগ হবে বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাগুলিতেও নিয়োগের তোড়জোড় চলেছে। প্রায় ৫০টি পুরসভায় শীঘ্রই অন্তত ১ হাজার কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।

আতস কাঁচে

মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

অরিজিৎ মণ্ডল: সাতসকালে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকার দেবীপুর মোড়ে। মৃত ব্যক্তি আবু তাহের লস্কর। জানা যায়, এদিন সকালে রাস্তায় পাশে স্থানীয়রা দেখতে পান একটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। এই খবর এলাকায় চাউর হলে ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করে আশেপাশের গ্রামের মানুষরা। পরে খবর দেওয়া হয় ডায়মন্ডহারবার থানায়। খবর পেয়ে ডেমরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। জানা যায়, মৃত ব্যক্তি মন্দির বাজার থানা এলাকার নিশাপুরের বাসিন্দা আবু তাহের লস্কর। এলাকায় মানুষ তাকে কপাল ফাটা নামে চিনতো, তবে পরিবারের দাবি তাকে খুন করে রাস্তার পাশে ফেলে দেয়া হয়েছে। মৃত ব্যক্তি আবু তাহের লস্করের নামে থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলেও জানা যায়। তবে কি কারণে খুন তারই তদন্তে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।

আত্মহত্যা করল ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম : বাড়ির লোকের অনুপস্থিতিতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এক একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। এই ঘটনার পরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ী থানার রাঙামেটিয়া গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ওই স্কুল ছাত্রীর নাম সঞ্চিতা বিশুই (১৮)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার বাড়ির লোকেদের অনুস্থিতিতে সে নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ সম্প্রতি ওই ছাত্রীকে কিছু ছেলে বিদ্যালয় যাতায়াতের পথে উত্যক্ত করছিল। তাই নিয়ে আত্মীয়, পরিজনেররা গুঞ্জন ছড়িয়েছিল বলে অভিযোগ। আর এই নিয়ে মানসিক যন্ত্রণায় ছিল সে বলে জানিয়েছেন ছাত্রীটির বাবা। এদিন সোমবার ঝাড়গ্রাম হাসপাতালের মর্গের সামনে ছাত্রীটির বাবা শ্যামল বিশুই সংবাদ মাধ্যমকে জানান, আমারা পরিবারের লোকজন মেয়েকে কোনও কিছু বলিনি। মেয়েকে যাতায়াতের পথে কিছুদিন ধরে কয়েক জন ছেলে উত্যক্ত করছিল। এদিকে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বেলপাহাড়ী থানার পুলিশ।

পথদুর্ঘটনায় গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোটর চালিত বেপরোয়া ইঞ্জিন ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক গৃহবধুর । মৃত গৃহবধূর নাম আইনুর বিবি(৪০)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং থানার তালদি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারী শরীফের বাঁশড়া পঞ্চায়েতের হালদার পাড়ার বাসিন্দা আইনুর বিবি। শারীরিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন এই গৃহবধূ আর সেই কারণে এদিন হালদার পাড়ার বাড়ি থেকে তালদি গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে। চিকিৎসা করে বাড়িতে ফেরার জন্য ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে তালদি ষ্টেশনের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা একটি দ্রুতগতির বেপরোয়া মোটর চালিত ইঞ্জিন ভ্যান ধাক্কা মারে আইনুর বিবিকে। ঘটনাস্থলে রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয় লোকজন এবং পুলিশ কর্মীরা এই গৃহবধূ কে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা এই গৃহবধূ কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ টি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আর্সেনিক বিষ ঢুকে পড়েছে ফসলে

অভিজিৎ হাজরা : ভূগর্ভস্থ জলসেচের ফলে কৃষিজাত পণ্যে ঢুকে পড়েছে মারাত্মক ক্ষতিদায়ক আর্সেনিক। আমাদের খাদ্য তালিকায় ঠাঁই পাচ্ছে সেই আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত কৃষিজাত পণ্য। যে কারণেই মস্তিষ্কের অপরিণত বিকাশ থেকে হাইপার টেনশন, আর্সেনিকোসিস বা ত্বকের ক্যানসারে, লিভারের রোগ, রক্তাল্পতা এর মতো রোগ আমাদের শরীরে দিনের পর দিন জাঁকিয়ে বসছে। দিনের পর দিন বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, আর্সেনিকের দূষণে মাতৃদুগ্ধে ও বিষ পাওয়া গেছে। আর্সেনিক দূষণজাত রোগ যেমন পানীয় জলের মাধ্যমে মানুষের শরীরি বাসা বাঁধে, তেমনি কৃষিজাত পণ্যের মাধ্যমে মানুষের দেহে আর্সেনিকের প্রভাব দেখা দিচ্ছে। আমাদের রাজ্যে মোট চাষযোগ্য জমির মধ্যে সেচ এলাকা ৭০ শতাংশ। গ্রীষ্মকালীন–শীতকালীন সবজি, বোরো আমন ধান, তৈলবীজ আলু চাষের জন্য সেচের দরকার হয়। কারণ এই সব চাষ করার সময়ে সব সময় বৃষ্টিপাত পাওয়া যায় না। প্রকৃতি ভারসাম্য হারানো ও মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালিপনার জন্য। যে কারণে

সেচের জন্য ভূগর্ভের অতিরিক্ত জল তোলার ফলে আর্সেনিকের দূষণ বাড়ছে। বেশি পরিমাণে আর্সেনিক মিশে যাচ্ছে ফসলে।

মূল বা শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফল– এভাবে গাছের শরীরে ধীরে ধীরে আর্সেনিকের বিষ জমা হয়। আর্সেনিকের বিষ সবচেয়ে বেশি থাকে গাছের নিচের অংশে। আর সবচেয়ে কম থাকে খাদ্যশস্যে ও ফলে। সারা বিশ্বজুড়ে কৃষি বিজ্ঞানীরা কোন ফসলে কতটা পরিমাণে আর্সেনিকের মাত্রা ঠিক বা স্বাভাবিক সেই বিষয়ে নিরন্তর পরীক্ষা–নিরীক্ষা করছেন। এখনও পর্যন্ত কৃষি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে একমত হয়েছেন যে, ভূগর্ভস্থ জল সেচের ফলে রবি মরসুমের ফলন যেমন গম, আলু, সরষে, তিল, কড়াইশুঁটি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাকে বেশিমাত্রায় আর্সেনিক জমা হচ্ছে। পাশাপাশি বলেন, 'আর্সেনিকের দূষণ প্রবণতা বাড়ছে সবজিতে। সারা রাজ্য জুড়েই আর্সেনিক দূষণ রোধ নিয়ে কাজও চলছে।' আর্সেনিকের দূষণ রোধ প্রসঙ্গে কৃষি বিজ্ঞানীদের অভিমত, খাদ্যশস্যে ও কৃষিপণ্যে আর্সেনিকের পরিমাণ কমানোর জন্য চাষের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ জলসেচের পরিমাণ যতটা সম্ভব কমাতে হবে। এক্ষেত্রে ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতিতে জলসেচ করতে হবে। একদিকে এতে জলের অপচয় কম হবে। অপরদিকে আর্সেনিক দূষণের মাত্রাও অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে। ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতিতে পাইপের মাধ্যমে গাছের গোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়বে। ধীরে ধীরে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ জল তোলা বন্ধ হবে। আবার পুকুর খুঁড়ে বৃষ্টির জল ধরে রেখে পরে সেই জল সেচের কাজে ফসলের জমিতে ব্যবহার করা যাবে। এরই পাশাপাশি এমন কিছু ফসল চাষের চিন্তাভাবনা করতে হবে, যে ফসল চাষ করতে গেলে জল কম খরচ হবে। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সরষের খোল, মহুয়া খোল, নিম খোল ইত্যাদি জৈব উপাদান চাষে ব্যবহার করতে হবে। কারণ এরা প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক শোষণ করতে পারে। যে কারণে এই সব উপাদান চাষের কাজে জমিতে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে। এতে দু'টি সুবিধা হবে প্রথমত, ফসলে বেশি মাত্রায় আর্সেনিক সঞ্চিত হতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আর আলাদা করে কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করতে হবে না। এতে চাষের খরচের পরিমাণটা অনেকটা কম হবে।

তৃণমূলের মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক ভেঙে যাবে : সায়ন্তন

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : তৃণমূলের মুসলিম ভোট ব্যাংক ভেঙে যাবে। বাংলাদেশ থেকে যে দেড় কোটি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী এসেছে তাদের বিতাড়ন করা হবে। রবিবার ঝাড়গ্রামে চায়ে পে চর্চায় করতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সায়ন্তন বসু। এদিন তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ঝাড়গ্রামে এসেছি চায়ে পে চর্চা করতে। নয়াগ্রামে জনসভাও রয়েছে। আমরা মূলত সিএএ নিয়ে মানুষের কাছে যাব। তাদের বোঝাবো নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল যে সমস্ত হিন্দু শরণার্থীরা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এসেছে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। কোনরকম ডিটেনশন ক্যাম্পে তাদের রাখা হবে না। কোন পরিচয় পত্র দেখাতে হবে না। শুধুমাত্র সেল্ফ ডিক্লারেশন দিতে হবে।

যারা বিরোধিতা করছে তারা ভয় পেয়ে গেছে। তারা হিন্দু নাগরিকদের যারা বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছে তাদের নাগরিকত্ব দিতে চায় না। সায়ন্তন বাবু বলেন , তৃণমূল ভয় পেয়ে গেছে। বুঝে গেছে তারা যে তাদের ভোটব্যাঙ্ক আর থাকবে না। দেড় কোটি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করা হবে। পাশাপাশি তিনি এদিন আশা প্রকাশ করেন আসন্ন ঝাড়গ্রাম পুর নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করবে। কেন না তৃণমূলের সীমাহীন দুর্নীতির মানুষ মেনে নেবে না।

বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার বারুইপুর পুলিশের

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় ধারাবাহিক ভাবে সাফল্য অর্জন করে চলেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। মঙ্গল বার রাতে অভিযান চালিয়ে আবারও বড়সড় সাফল্য পেল। এদিন রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ ও কুলতলি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী হানা দেয় কুলতলি থানার মেরীগঞ্জ ১ পঞ্চায়েতের ট্যাংরাবিচী হালদার পা।ার দীনবন্ধু হালদারের বাড়িতে। সেই সময় দীনবন্ধু ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমানোর জন্য তোড়জোড় শুরু করেন। ইতিমধ্যে ভারী বুটের আওয়াজে দীনবন্ধু হালদারের বাড়ির লোকজন বিপদের সংকেত লক্ষ্য করে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বারুইপুর পুলিশ জেলার দুঁদে পুলিশ অফিসারদের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালানো সহজ ছিল না।

পুলিশ কর্মীরা দীনবন্ধুকে মুহূর্তে ধরে ফেলে। এরপর দীনবন্ধুর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একটি ডবল ব্যারেল পাইপ গান,একটি সিঙ্গেল ব্যারেল পাইপগান,১২ বোরের ৪৪

রাউন্ড কার্তুজ,৩০ রাউন্ড পয়েন্ট সেভেন এমএম কার্তুজ,১২ বোরে কার্তুজের ১৩ টি খালি খোল উদ্ধার করে।

পাশাপাশি দীনবন্ধু কে গ্রেফতার আরো আগ্নেয়াস্ত্রের হদিশ,কোথায় বিক্রি করতো এবং আর কে বা কারা এই আগ্নেয়াস্ত্র কারবারে জড়িত সে বিষয়ে দীনবন্ধু কে জিজ্ঞাসাবাদ তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার দুঁদে পুলিশ অফিসাররা।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে বেশ কিছু দিন ধরে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের কাছে খবর আসছিল কুলতলি থানার ট্যাংরাবীচি এলাকায় রমরমিয়ে চলছে আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার।সেই মতো বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের ওসি লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের পুলিশ ও কুলতলি থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে ট্যাংরাবীচি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। আর এই তল্লাশি অভিযানে বড়সড় সাফল্য মেলে। উদ্ধার হয় ব্যাপক আগ্নেয়াস্ত্র সহ গোলাবারুদ। গ্রেফতার হয় মুল আগ্নেয়াস্ত্র কারবারী দীনবন্ধু হালদার।

উত্তরের আঙিনায়

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার ১

কুশল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার পুলিশের অভিযান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে উদ্ধার ৩৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। এই ঘটনায় উত্তর ২৪ পরগনার হিমালগঞ্জের বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। শনিবার রাতে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। এফসিআই কার্যালয়ের সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তি ব্রাউন সুগার নিয়ে কাস্টমারের জন্য অপেক্ষারত। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ অভিযান চালায় মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী। পুলিশের হাতে পাকড়াও হয় উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ওরফে রবি। মাটিগাড়া থানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সে হিমালগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। কোথা থেকে ৩৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার অভিযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মন্ডল সংগ্রহ করে বিক্রি করতে এসেছিল তার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। পাশাপাশি এই ব্রাউন সুগার কোথায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল তারও তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ বাহিনী। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা।

অবৈধ মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযান গ্রেপ্তার গৌতম চৌধুরী। বেআইনিভাবে মদ বিক্রির অভিযোগে নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ভক্তিনগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গৌতম চৌধুরীকে। এছাড়াও নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ গতকাল একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৫০ জনকে আটক করে বিভিন্ন মদের ঠেক থেকে। ধৃতদের পরে ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে ধৃত গৌতম চৌধুরীকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। ধৃত গৌতম চৌধুরীর হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর দেশি–বিদেশি মদ।

কলেজের ছাত্রের ওপর হামলা, গ্রেফতারের দাবিতে ডেপুটেশন

ব্রজেশ্বর রায়, দিনহাটা: দিনহাটা কলেজের ছাত্রের ওপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের

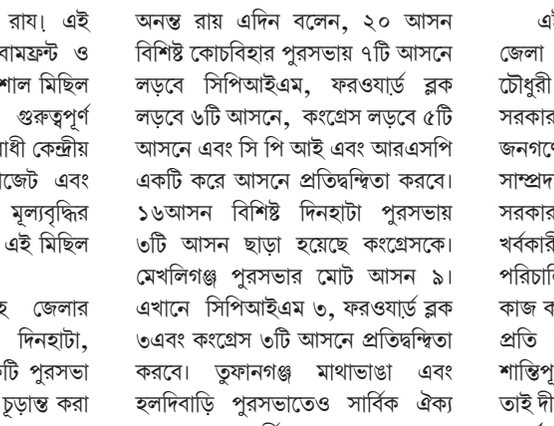

গ্রেফতার করা, কলেজের সেমেস্টার ফি কমানো সহ একাধিক দাবিতে দিনহাটা মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিল ছাত্রছাত্রী ঐক্য মঞ্চ। সোমবার দুপুরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্যানারে ছাত্রছাত্রী ঐক্য মঞ্চের তরফে কলেজ থেকে মিছিল করে মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

অভিযোগ, কিছুদিন আগে দিনহাটা কলেজের ছাত্র সাগর রায়ের ওপর একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায়। ওই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাই অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিও জানানো হয়েছে। মহকুমাশাসকের পাশাপাশি এদিন দিনহাটা থানার আইসিকেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এদিনের এই কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ছিলেন দিনহাটা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জয়দীপ ঘোষ। কাউন্সিলর জয়দীপবাবু বলেন, দিনহাটা কলেজের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং কলেজ ছাত্রের ওপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে এদিন এসডিও ও আইসিকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে একসময় কলেজে কলেজে প্রতাপ দেখাত এসএফআই নেতৃত্বাধীন বাম ছাত্র সংগঠন। বিজেপির উত্থানের পর আস্তে আস্তে শাসক তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি–র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে তাদের এখন শক্ত ঘাঁটি। এই জায়গাতেই পাল্টা প্রতিরোধের রাস্তায় যাচ্ছে রাজ্যের শাসক দলের ছাত্র সংগঠন। ফলে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষের লড়াইয়ে মাঝে মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে কলেজ ক্যাম্পাস। এবিভিপির সঙ্গে নিয়মিত সংঘর্ষে জড়াচ্ছে টিএমসিপির ছাত্রছাত্রীরা।

তৃণমূল নেতাদের শাস্তির দাবিতে পথ অবরোধ

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার : বিজেপি কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, সন্ত্রাসে ইন্ধন জোগানো তৃণমূল নেতাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোমবার কোচবিহার তুফানগঞ্জ ১নং ব্লকের দেওচড়াই মোড় এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর প্রায় ২ঘন্টা পথ অবরোধের শামিল হলেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদক রাজু ব্যানার্জি, দলের কোচবিহার জেলা সভানেত্রী মালতি রাভা সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এরপর পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন তারা।

রবিবার রাতে তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চুলকানি বাজার গ্রামের বাসিন্দা বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত কাজী রাহুল হোসেন এর ২ বিঘা জমিতে লাগানো চাইনিজ ধান ট্রাক্টর চালিয়ে নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। সোমবার এই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবার উদ্দেশ্যে কর্মী–সমর্থকদের নিয়ে রওনা হন বিজেপি রাজ্য সম্পাদক রাজু ব্যানার্জি, দলের কোচবিহার জেলা সভানেত্রী মালতি রাভা সহ বিজেপি কর্মীরা। কিন্তু দেওচড়াইয়ে ঢোকার মুখেই তৃণমূল নেতা ফারুক মন্ডলের নেতৃত্বে তাদের পথ আটকে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কার্যত সংশ্লিষ্ট এলাকার থেকে ফিরে আসতে হয় তাদের এবং এই সময় বেলা বারোটা নাগাদ সংশ্লিষ্ট তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার সহ দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এই ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর অবরোধ শুরু করেন বিজেপি নেতা ও কর্মীরা। এই পথ অবরোধের ফলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় সংশ্লিষ্ট এলাকায়, চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। বেলা বারোটা থেকে বেলা প্রায় দুটো পর্যন্ত চলে এই অবরোধ। পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক রাহুল তালুকদারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে এলে, পুলিশি আশ্বাসে এই অবরোধ তুলে নেন বিজেপি নেতারা।

যদিও তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা ফারুক মন্ডল। তিনি জানান, এই ঘটনার সাথে রাজনীতির কোন যোগ নেই, এটা সংশ্লিষ্ট এই ব্যক্তির পারিবারিক বিষয়। এই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি।

বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: বিজেপিতে যোগ দিলেন কোচবিহার জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র সন্দীপ চৌধুরী। মঙ্গলবার বিজেপি কোচবিহার জেলা কার্যালয়ে তার হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু ও বিজেপির কোচবিহার জেলা সভানেত্রী মালতী রাভা।

সন্দীপের পিতা প্রয়াত শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর বাম আমলে রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান ছিলেন। কোচবিহার জেলায় সিপিআইএম দলকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কোচবিহার জেলার নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের এই প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন তিনি। সন্দীপ বাবু এদিন, দাবি করেন তিনি বাম মনোভাবাপন্ন ছিলেন। এক সময় উদ্বাস্তুদের নিয়ে সিপিএম আন্দোলন সংগঠিত করলেও এখন অকারণে এনআরসি ও ক্যা–র বিরোধিতা করছেন। এছাড়াও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈর শাসনকে রুখতে বিজেপি প্রধান বিকল্প বলে মনে করেন তিনি। কোচবিহারের এই যুবক সর্ব ভারতীয় একটি ইংরেজি দৈনিকে সাংবাদিকতা করতেন বলে জানান বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু। তিনি বলেন, ও ভালো ছেলে। ওকে দিয়ে আমরা কোচবিহার সহ রাজ্য জুড়েই কাজে লাগাব। শিবেন বাবুর পুত্র সন্দীপ কলকাতাতে পড়াশোনা করেছেন এবং বর্তমানে সেখানেই থাকেন। যদিও কোচবিহার খাগড়াবাড়ি নাট্য সংঘ এলাকায় তাঁদের পৈতৃক বাড়ি রয়েছে।

এবিষয়ে সিপিআইএম কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, ক্রমান্বয়ে মানুষ যখন বিজেপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তখন শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর মত একজন মহান কমিউনিস্ট নেতার পুত্রের বিজেপিতে যোগদান ভাবনার অতীত। শিবেন চৌধুরীর ছেলে হিসেবে তার সাথে পার্টির যোগাযোগ থাকলেও তিনি সিপিআইএম দলের সাথে কোনও ভাবেই যুক্ত ছিলেন না। তাঁর এই বিজেপিতে যোগদান মানুষ মেনে নেবে না বলেও জানান তিনি।

করোনা ভাইরাসকে নিয়ে চূড়ান্ত সতর্কতা রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: করোনা ভাইরাসকে নিয়ে চুড়ান্ত সতর্কতা রাজ্যতে, ছড়াতে পারে বয়লার মুরগি থেকে এই সূচনা পেয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। এই কারণে শিলিগুড়িতেও সতর্কতা জারি করতে পারে শিলিগুড়ি পুরনিগম। বয়লার মুরগি ঠিক কতটা ক্ষতিকারক জানা না গেলেও স্বাস্থ্য দপ্তরের এক নির্দেশিকায় বয়লার মুরগি থেকে আপাতত দুরেই থাকতে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষকে। একেই করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক উপরে এই নির্দেশিকায় চরম বিভ্রান্ত শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষ। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট, হায়দারপাড়া, সুভাষপল্লীতে বয়লার মুরগির বিক্রি কমেছে বলে জানাচ্ছেন বিক্রেতারা।

পুরভোটের লড়াইয়ে কোমর বাঁধছে বাম–কং

নিজস্ব প্রতিনিধি কোচবিহার: পুরসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা না হলেও কোচবিহার জেলার ৬টি পুরসভায় আসন রফা প্রায় চূড়ান্ত করে যৌথ কনভেনশনের মধ্য দিয়ে সার্বিক ঐক্যের বার্তা দিল বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার কোচবিহার সুকান্ত মঞ্চে কনভেনশন করে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস যৌথ মঞ্চ। এদিন এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন কোচবিহার জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অনন্ত রায়, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অক্ষয় ঠাকুর, সিপিআই নেতা পার্থ প্রতিম সরকার, কোচবিহার জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্যামল চৌধুরী, কংগ্রেস বিধায়ক সুখবিলাস বর্মা প্রমূখ। এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন তারিণী রায়। এই কনভেনশনের পর এদিন বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস যৌথ মঞ্চের এক বিশাল মিছিল কোচবিহার শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেট, দিশাহীন রাজ্য বাজেট এবং রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানানো হয় এদিন এই মিছিল থেকে।

কোচবিহার শহর সহ জেলার তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙা, দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ি সবকটি পুরসভা নির্বাচনের আসন বন্টন প্রায় চূড়ান্ত করা হয়ে গেছে বলে এদিন জানান অনন্ত রায়। কোচবিহার জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অনন্ত রায় এদিন বলেন, ২০ আসন বিশিষ্ট কোচবিহার পুরসভায় ৭টি আসনে লড়বে সিপিআইএম, ফরওয়ার্ড ব্লক লড়বে ৬টি আসনে, কংগ্রেস লড়বে ৫টি আসনে এবং সি পি আই এবং আরএসপি একটি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ১৬আসন বিশিষ্ট দিনহাটা পুরসভায় ৩টি আসন ছাড়া হয়েছে কংগ্রেসকে। মেখলিগঞ্জ পুরসভার মোট আসন ৯। এখানে সিপিআইএম ৩, ফরওয়ার্ড ব্লক ৩এবং কংগ্রেস ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তুফানগঞ্জ মাথাভাঙা এবং হলদিবাড়ি পুরসভাতেও সার্বিক ঐক্য হয়েছে তা পরবর্তীতে জানানো হবে বলে এদিন জানান তিনি।

এই সার্বিক ঐক্য প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্যামল চৌধুরী এদিন বলেন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এবং রাজ্যে তৃণমূল সরকার জনগণের সরকার নয়, দলীয় সরকার, সাম্প্রদায়িকতার সরকার, সন্ত্রাসের সরকার এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বকারী সরকার। তিনি বলেন, তৃণমূল পরিচালিত পুরসভাগুলি জনস্বার্থবিরোধী কাজ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। জনগণের প্রতি তাদের কোন দায়বদ্ধতা নেই। শান্তিপূর্ণ জেলাকে অশান্ত করছে তৃণমূল। তাই দীর্ঘদিনের ভেদাভেদ ভুলে জনগণের স্বার্থেই এদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই নেমেছে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৫ ফেব্রুয়ারি – ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

পুলিশে স্বচ্ছতা চাই

বাংলার পুলিশের সুনাম এবং দুর্নাম প্রায় সমার্থক হয়ে গিয়েছে। অতীতে ব্রিটিশ পুলিশের নৃশংসতা আজও যে কোনও দেশপ্রেমিক মানুষকে ব্যথিত করে তুলবে। ব্রিটিশ বর্বরতার অন্যতম হাতিয়ার ছিল বাংলার পুলিশ প্রশাসন। কুখ্যাত চালর্স টেগার্ড থেকে শুরু করে অজস্র বড়ো, ছোট, মেজো ব্রিটিশ পুলিশ যারা মূলত ভারতীয় তারা এদেশের স্বদেশীদের শায়েস্তা করতে সব রকম হীন কাজ করছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই ব্রিটিশ হ্যাণ্ড ওভার থেকে সাত দশক পরেও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি বাংলার পুলিশ প্রশাসন। সে যুগের অনেক কুখ্যাত পুলিশ অফিসারের ছবি আজও পুলিশের প্রশাসনিক ভবনে ঝুলতে দেখা যায়।

ব্রিটিশের সেই অত্যাচারের ধারাবাহিকতা নানা সময়ে নানা রঙ ধারণ করলেও পুলিশ সম্পূর্ণ কলঙ্ক মুক্ত হতে পারে নি আজও। বিধানচন্দ্র রায় ও সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের আমলে পুলিশ অত্যন্ত বর্বরতার পরিচয় দিয়েছিল। খাদ্য আন্দোলন থেকে জরুরি অবস্থা পরবর্তী বাম জমানায় মরিচ ঝাঁপি থেকে নন্দীগ্রাম পুলিশের গণ হত্যার ইতিহাস কম নয়। পরিবর্তনের সরকারের আমলেও গুলি চালনার হত্যার সংখ্যা কম হলেও অন্যান্য দুর্নীতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পুলিশের ওপর প্রতিনিয়ত চাপ তাদের ব্যবহার করার প্রবণতা যুগে যুগে হয়ে আসছে। শাসকরা তাদের ব্যবহার করার চেষ্টা করে প্রায় সর্ব দেশে সর্ব কালে। সাম্প্রতিক অতীতে লক্ষ্য করা গেছে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার থেকেও পুলিশকে অন্য নানা কাজে ব্যবহার করার প্রবণতা। বেশ কিছুদিন ধরেই বাংলায় সরকারি চাকরিতে লোক নিয়োগের অভাব ক্রমশ প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে। মূলত নানা পরীক্ষার মাধ্যমে যে সমস্ত তরুণ তরুণীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্যান্য সরকারি চাকরি পাচ্ছে তাদের নিয়ম অনুযায়ী পুলিশের দ্বারস্থ হতেই হয়। আগে শিক্ষকতার পেশাতে পুলিশ ভেরিফিকেশন কিংবা মেডিক্যাল টেস্টের বালাই ছিল না। যত চাকরি প্রাপ্ত ছেলে মেয়েরা পুলিশ ভেরিফিকেশনে যাচ্ছে এক শ্রেণির পুলিশ আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতে একই চিত্র চলছে। তিন থেকে দশ হাজারের মধ্যে অর্থ দাবি করছে বহু থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী। 'মিষ্ট খাবার জন্য' এই অর্থ চাকরি প্রার্থীদের কাছে 'অতি নগণ্য'। মেডিক্যাল টেস্টের ক্ষেত্রেও 'মিষ্টি খাওয়া' এবং খাওয়ানোর রসায়ন অব্যাহত।

শহর কলকাতা সিসিটিভিতে মুড়ে যাওয়ার ফলে হাত বাড়িয়ে ঘুষ খাওয়ার প্রবণতা দেখা না গেলেও ট্রাফিক স্পেসের রমরমা অব্যাহত। অতি সম্প্রতি আবারও 'পুলিশ হেফাজতে' মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন অতীতের মতো ফিরে আসছে অবারও। সিঁথি থানায় এক ব্যবসায়ীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। এমন কি প্রত্যক্ষদর্শী নিখোঁজ হওয়ার পর ফিরে এসে বয়ানও বদলে দিয়েছেন রহস্যজনক ভাবে। তবু পুলিশের ওপর কিন্তু মানুষ আস্থা রাখে, ভরসা করে, শ্রদ্ধা করে এবং শান্তির দূত হিসাবে পাশে পেতে চায়। তাই পুলিশ প্রশাসনে স্বচ্ছতা সর্বাগ্রে কাম্য।

অমৃত কথা

কর্মযোগ
কর্মই উপাসনা

যখনই আমরা কোন ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া করি, তখনই আমরা উহার দাস হইয়া পড়ি। কেহ আমার নিন্দা করিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধের আকারে আমি প্রতিক্রিয়া করিলাম। ঐ ব্যক্তি যে সামান্য স্পন্দন সৃষ্টি করিল, তাহাতেই আমি ক্রীতদাসে পরিণত হইলাম। অতএব আমাদের মুক্ত-স্বভাব প্রদর্শন করিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নিকৃষ্ট জন্তুবা অতি দুরাচার ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা মুনি জন্তু বা মানুষ দেখেন না, দেখেন সেই এক ঈশ্বরকে, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। ইহ জীবনেই তাঁহারা আপেক্ষিক নানা দর্শন জয় করিয়া এই একত্ব বা সমদর্শনের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ঈশ্বর শুদ্ধ স্বরূপ, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। যে জ্ঞানী পুরুষ এই রূপ

অনুভব করেন, তিনি তো জীবন্ত ঈশ্বর। এই লক্ষ্যের দিকেই আমরা চলিয়াছি, প্রত্যেক উপাসনা-পদ্ধতি, মানব জাতির প্রত্যেক কর্ম এই উদ্দেশ্য লাভ করিবারই প্রচেষ্টা। যে অর্থ চায়, সে মুক্তির জন্যই চেষ্টা করিতেছে-দরিদ্র্যের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষের প্রত্যেক কর্মই উপাসনা, কারণ মুক্তিলাভ করাই তাহার অন্তর্নিহিত ভাব, এবং প্রত্যক্ষ, বা পরোক্ষভাবে সব কর্মই সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখেই চলিয়াছে। যে সকল কর্ম সেই উদ্দেশ্যের পথে বাধা, শুধু সেগুলি বর্জন করিতে হইবে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র বিশ্বই উপাসনা করিতেছে, মানুষ শুধু জানে না যে, যখন সে কাহাকেও অভিশাপ দিতেছে, তখনও সে আর এক ভাবে সেই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতেছে, কারণ যাহারা অভিশাপ দিতেছে, তাহারাও মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহারা কখনো ভাবে না যে, কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া করিতে গিয়া তাহারা নিজেদের ক্রীতদাস করিয়া ফেলে। আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করা কঠিন।

আমরা সীমাবদ্ধ এই বিশ্বাস বর্জন করিতে পারিলে এখনই আমাদের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব হইত। ইহা শুধু সময় সাপেক্ষ। যদি তাহাই হয়, তবে শক্তি বর্ধিত কর, এই ভাবে সম সংক্ষিপ্ত কর। সেই অধ্যাপকের কথা স্মরণ কর, যিনি মর্মর-প্রস্তরের গঠন-রহস্য অবগত হইয়া মাত্র বারো বৎসরে উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন, আর প্রকৃতির লাগিয়াছিল কয়েক শত বৎসর। শেষাংশ

ফেসবুক বার্তা

স্বদেশী আন্দোলনে বরানগরে একটা দেশলাই কারখানা হয়েছিল। দুষ্প্রাপ্য সেই দেশলাই এর লেবেল।

মহাজনেদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ

নির্মল গোস্বামী

মহাভারতে বকরূপী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল পথ কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন যে, মহাজনেরা যে পথে গেছেন সেটাই পথ। অর্থাৎ মহাজনেরা আমাদের পথ দেখান। তাঁদের কর্মে কথায় জীবন ধারায় আমরা উদ্বুদ্ধ হই। মহাজনেরা আমাদের অনুস্মরণীয়, অনুকরণীয়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে মহাজন কে? যারা দেশ চালায় দেশের মাথা তারা কি মহাজন? এক কালে তাদের মহাজন বলে মান্য করলেও আজ আর তাদের সে গৌরব অস্তমিত হয়েছে। অর্থাৎ রাজনীতি এবং নেতারা সমাজে আর অনুকরণীয় মহাজন নয়। এখানে মহাজন তাদের বলতে পারি যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাফল্যের চূড়ান্ত সীমায় অবস্থান করেন। বর্তমান পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত পুরস্কারগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হলো 'নোবেল প্রাইজ'। ফলে এককথায় বলা যায় যারা নোবেল প্রাইজে ভূষিত হন তারা একালের মহাজন। তাদের সাফল্যের সুফল পায় সারা পৃথিবীর মানব সমাজ। সেই অর্থে প্রথম বাঙালি মহাজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধুমাত্র নোবেল প্রাপ্তির জন্য নয়। তিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন মহাজন। তাঁর জ্ঞান, মেধা, চিন্তা ভাবনা, জীবনচর্যা ফুটে উঠেছে তাঁর শিল্প কর্মের পরতে পরতে। তাই তিনি ছিলেন বাঙালির গুরুদেব। সর্বক্ষেত্রে তাঁর মতামতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বিদেশি শাসকও সমীহ করত রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর দেখানো মত ও পথকে অবলম্বন করাটাই ছিল আধুনিকতা। আজও তিনি অম্লান বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনে। এক শতাব্দী পর আর এক বাঙালি মহাজন হলেন নোবেল পেয়ে। শিল্প সুষমার বিমূর্ত মুর্চ্ছনা নয়, একাবারে কঠোর বাস্তবের মাটিতে হেঁটে ফলিত অর্থনীতির কথা বললেন অমর্ত্য সেন। পৃথিবী থেকে দারিদ্র দূরীকরণের দিশা দেখালেন। আমরা গর্বিত হলাম। তিনি বললেন শিক্ষা আর অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গী জড়িত। অর্থাৎ অনেকটা সেই ছড়ার মতো লেখাপড়া করে যে/গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। শিক্ষার বনেদ হল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই এ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার খোল নলচে বদলে দেবার অভিপ্রায় তিনি 'প্রচীতী ট্রাস্ট' গঠন করে শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ খুঁজে তা দূর করার প্রয়াস করেছেন। এবং সময়ে সময়ে ভারত সরকারের সমালোচনা করেন। এটা তাঁর উচিত কাজও বটে। ধর্মীয় বিভাজন বা সংখ্যা লঘু পীড়ন নিয়ে তিনি সরব হয়েছেন সময়ে সময়ে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনাকারী দল সেইজন্য তাঁকে উদ্দেশ্য করে দুটো কুকথাও বলেছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য তিনি মহাজন সুলভ মহানুভবতা বজায় রেখে 'যা কিছু ওরা বলে বলুক' বলে অবজ্ঞা করেছেন। বাঙালি কিন্তু তার কর্তব্যে অবহেলা করেনি। মহাজনের পথ নির্দেশকে শিরোধার্য্য করে প্রতিবাদের হাতিয়ার করেছে মহাজনের বক্তব্যকে। কিন্তু বাংলা তথা বাঙালি যখন সংকটে নিমজ্জিত হল। বিগত পঞ্চায়েত ভোটে যখন প্রশাসন ও শাসক দল মিলে গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরল। ভোটকে কেন্দ্র করে ৭০ জন মানুষের মৃত্যু হল। এবং যারা মরল তারা সকলেই নিম্ন শ্রেণীর দিন আনা, দিন খাওয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। সাত বারের এম পিরও মাথা ফাটিয়ে ছিল, শরীর

বেয়ে রক্ত ঝরছে। এই সব ঘটনা ঘটছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে। ভোট দূরের কথা! জেলা সদর কার্যালয় আলিপুরের দখল নিল গুন্ডাবাহিনী। বিরোধীরা চিৎকার করছে। কিন্তু মহাজন এবং মহাজন সুলভ আরও অনেকে যারা নিজেদের বাঙালির অভিভাবক ভাবে তারা সব মৌনব্রত অবলম্বন করলেন। এই সব মহাজনদের পথ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি? যে দল পঞ্চায়েত ভোট লুট করল তাদের কাছে মহাজন নমস্য। আর যারা মরল, যারা মার খেল তারা কি মহাজনীয় ভাষ্যে আর কোন দিন কর্ণপাত করবে? আমাদের বর্তমান যুগের মহাজনদের সঙ্গে শিক্ষা এবং শিক্ষালয় সংক্রান্ত মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র সেমিনারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাবেন। কিন্তু তার স্বাধীনতা নেই। ছাত্র বিক্ষোভ। একজন মন্ত্রী তার কথা বলতে পারবে না সভায়। তার গাড়ি ভাঙচুর হল। তাকে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ হতে হল। কেন? কি তার অপরাধ? তার অপরাধ তার সরকার নাকি জনবিরোধী নীতি নিয়েছে। হাস্যকর যুক্তি। কারণ আদর্শ হল বিষম বস্তু। একজনের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হলেও অন্য জনের কাছে তা নাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তেমনি জনস্বার্থের দিক নির্ণয় করার বিষয়টাও বেশ জটিল। অসমে এনআরসি কেন হল? তার উত্তর বাবুল সুপ্রিয় কেন দেবে? তা দেবার কথা রাজীব গান্ধির উত্তরসূরীদের এবং সুপ্রিমকোর্টের। তবুও ছাত্র সংখ্যার দলভারি হওয়াতে দেশের মন্ত্রী লাঞ্ছিত শিক্ষাঙ্গণে। বাংলার এহেন দুর্দিনে বাংলার মহাজন নীরব থেকে বিশৃঙ্খলতাকে উৎসাহিত করলেন।

অতি সম্প্রতি বাঙালি আবার একজন মহাজনকে পেলেন। অভিজিৎ আবার অর্থনীতিতে বাজিমাত করলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী জে এন ইউ-র প্রাক্তনী। একবারে মাটির কাছের মানুষদের উপর সমীক্ষা করে অর্থনীতির তাবড় পণ্ডিতদের ধারণা পাল্টে দিলেন। বাংলা গঠিত, বাঙালি গর্বিত।

বাঙালি খুব স্বাভাবিক ভাবেই আশা করেছিল যে বাংলার এবং দেশের নানান সমস্যার অন্য মহাজনদের মতো অভিজিত বাবুও আমাদের পথ দেখাবেন। জেএনইউ-এর ছাত্র আন্দোলনে গুণ্ডাদের আক্রমণের নিন্দা করলেন। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা করলেন। বর্তমান সরকারে অর্থনীতি ভুল পথে চলছে। ভারতের অর্থনীতি ধ্বংসের পথে বিরোধীদের কথায় গলা মেলালেন। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বিরোধীদের কথায় সত্য ছিল। সত্যের পথেই তো মহাজনেদের পদচারণা। তাই তো সে পথ আমাদের আপন। এহেন সুসন্তানকে ঐতিহ্যশালী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি লিট দেবে এর থেকে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। বাঙালির গর্ব, কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের গর্ব। ডি লিট প্রদান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, শিক্ষামন্ত্রী থাকবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ডি লিট প্রদান করবেন এই মন সুখকর দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় ছিল বাঙালি।

কিন্তু অলীক কুনাট্য সে পথ আগলে দাঁড়াল। আমরা দেখলাম পরিকল্পিত ছাত্র বিক্ষোভের জেরে আচার্য তথা রাজ্যপাল মঞ্চে উঠতেই পারলেন না। রাজ্যপাল চলে যেতে উপাচার্যের হাত থেকে ডি লিট নিলেন নোবেল বিজয়ী বীর। পরে তিনি নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এই দেখা করার মাধ্যমে অভিজিত বাবুর পাপের বোঝা আরও বাড়ল। রাজ্যপালকে অপমান করার যে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছিল তাতে তিনি একটা চরিত্র হয়ে উঠলেন। তাঁকে উপলক্ষ করে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছিল। এতে তাঁর কোন ভূমিকা থাকার কথা নয়। আমরা ভেবেছিলাম অভিজিত বাবু এই রাজ্য সরকার স্পনসর্ড ছাত্র বিক্ষোভের প্রতিবাদে বলবেন যে আমি আচার্যের হাতে থেকেই ডি লিট নিতে চাই। সাফল্যের চরমসীমায় পৌঁছানো এক বাঙালিকে সম্মানিত করবে বাঙালি। বিশ্ব বিদ্যালয়ের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী থাকবেন না- কারণ তাঁরা থাকলে ছাত্রদের দিয়ে রাজ্যপালকে তাড়ানো যাবে না। তীক্ষ্ণধী অভিজিত বাবু রাজ্যের এই অন্তঃসারশূন্য রাজনীতিটা ধরতে পারেন নি একথা বিশ্বাস হয় না।

বাঙালি আশা করেছিল যিনি নোবেল পেয়েছে ডি লিট তাঁর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। তিনি এই ছাত্র বিক্ষোভের প্রতিবাদ করবেন এবং উপাচার্যের হাত থেকে ডি লিট নিতে অস্বীকার করবেন। সেটাই হলো তাঁর উপযুক্ত কাজ। শিক্ষা প্রেমী ও সাধারণ মানুষ উৎসাহিত হত। নৈরাজ্য সৃষ্টির সরকারি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ উঠত। রাজ্যপালকে অপমান করতে গিয়ে ঐতিহ্যশালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বাংলার সংস্কৃতি, শিষ্টাচার ও ছাত্র সংস্কৃতির শ্মশান যাত্রা সম্পূর্ণ করল। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা যে কতটা অসহায় তার নগ্নরূপ প্রকাশিত হল। এতো কিছুর পরও তিনি ডি লিট নিয়ে আপ্লুত হলেন। সন্দেহ জাগে সত্যিই তিনি ডি লিটের যোগ্য তো! যে প্রতিষ্ঠান তার আচার্যের সম্মান রক্ষা করতে পারে না সেই প্রতিষ্ঠানের দেওয়া উপহার যে কত ঠুনকো তা একবার ভেবে দেখলে মহাজন সুলভ বিচক্ষণতাই প্রকাশ পেত। বাংলা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও দেশে এ ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। সেই মহাজনেদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ।

বাজেটের সাতকাহন : লক্ষ্মী যখন আসবে...

অমিতাভ সেন

শ্রীরামচন্দ্র অনুজ ভরতকে রাজ্য কিভাবে চালাতে হবে তার উপদেশ দিচ্ছেন : সূর্য যেভাবে জল শোষণ করে সেইভাবে রাজস্ব সঞ্চয় করতে হবে এবং বর্ষণ ধারার মতো সেই অর্থ জনগণের সেবায় বিনিয়োগ করতে হবে। ভারতবর্ষে ট্যাক্সের প্রসঙ্গে এইটাই চূড়ান্ত নির্দেশিকা। প্রভাতের সূর্যতাপ ও মধ্যাহ্নের দহনে পার্থক্য থাকে। বর্ষণেও এই রকম তারতম্য থাকে। অর্থাৎ Tax Realization এবং Capital Investment এ প্রজ্ঞার পরিচয় থাকবে। একটাই রেট সকলের ওপর ইমপোজ করা যাবে না। কোন খাতে কতো বিনিয়োগ হবে তার মধ্যে প্রপার প্ল্যানিং থাকা দরকার। এখন দেখা যাক মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০-২১ ভিত্তি বর্ষে এই নীতির কতোটা প্রয়োগ করেছেন।

যারা মূলতঃ Organised Sectorএ চাকরি করেন তাঁদের মূল চিন্তা হতো Income Tax এর Slab এ কি বা কতোটা পরিবর্তন এলো। এ বছরও পরিবর্তন হয়েছে, দুটো System of Returns চালু হয়েছে। নতুন সিস্টেম ৫ লাখ পর্যন্ত Tax- Nil; ৫ থেকে ৭.৫ লাখ আয় পর্যন্ত রেট ২০% থেকে ১০% এ নেমে এসেছে। আরও তিনটে স্ল্যাব ১৫ L পর্যন্ত রেট এর লাভ পেতে গেলে এতে কিছু 80C Exemption ছাড়তে হবে। পুরনো সিস্টেমও ৫ লাখ পর্যন্ত এতে ট্যাক্স ছুট। তার ওপর স্ল্যাবে অ্যাসেসমেন্ট রেটের লাভ পেতে গেলে Standard Deduction, Tax Saving Investments, LTA ইত্যাদি প্রায় পঞ্চাশটি Exemption ছাড়তে হবে। যারা চাকরি করেন তাদেরও বাড়ির ট্যাক্স বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য কেনার ওপর জিএসটি দিতে হয়। এইজন্যই ৫০ হাজার টাকার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন এর প্রাবধান রয়েছে। স্বল্প সঞ্চয়ে উৎসাহ দেবার জন্য ট্যাক্স সেভিংস স্কিম চালু করা হয়েছিল। এখন ভোগ্যবস্তু কেনার ডিমান্ড বাড়ানো দরকার উৎপাদন বাড়ানোর স্বার্থে। এজন্য কনজিউমার্স এর হাতে বেশি পয়সা থাকা জরুরি। হাতে পয়সা থাকলে তবেই একটা স্কুটার বা ফ্রিজ কিনবেন। এজন্যই ট্যাক্স রেট প্রায় হাফ করে দেওয়া হয়েছে। এতে সরকারের ডিরেক্ট ট্যাক্স ৪০০০০ কোটি টাকা কমবে। কিন্তুএই টাকা কনজিউমার মার্কেটে আসবে ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বাড়াবে। স্কুটার, ফ্রিজ বিক্রির সময় জিএসটি কালেকশন বাড়বে। ডিরেক্ট এবং ইনডিরেক্ট ঝুলিতে রেভিনিউ আসবে। একেই বলে বৈশাখের তাপপ্রভাবে নেওয়া এবং শ্রাবণের ধারা বর্ষণে ফেরৎ দেওয়া। কিন্তু নতুন স্কিমে ৭০টি Exemptions আছে যেমন Contributions to EPF, ESIC, NPS, MASALA Bonds ইত্যাদি। এখন কোনটা করদাতার পক্ষে সুবিধাজনক হবে সেটা তাঁর চয়েস। তবে এতোদিন মধ্যবিত্ত মানুষদের এতোটা পর্যন্ত ছিল আগ্রহ। তার সঙ্গে ট্রেনের ভাড়া (বিশেষতঃ মান্থলি টিকেট) বাড়ল না একই রইল এতদূর পর্যন্ত। এর পরটা ছিল সাংবাদিক/অর্থনীতি বিদদের জন্য। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে বাজেটে এমন কিছু বিষয় থাকছে যা সাধারণ মেধাকেও আকর্ষণ করছে।

বিভিন্ন কোম্পানি নিবেশকদের ডিভিডেন্ড দেয়। ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স যা ১৯৯৭এ চালু হয়েছিল, এবার তুলে দেওয়া হয়েছে। ডিভিডেন্ড প্রাপক এই অংশকে আয় গণ্য করবেন এবং Slab অনুযায়ী ট্যাক্স দেবেন। বছরের ৫০০০ টাকার বেশি ডিভিডেণ্ড হলে ১০% রেটে টিডিএস কাটতে হবে। এতে ইন্ডিয়া ইনকর্পোরেটস হাতে পয়সা থাকবে এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ হবে।

ডিমানিটাইজেশনে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা ধাক্কা খেয়েছিল। বাড়ি ঘর তৈরির ক্ষেত্রে মাল মেটিরিয়াল কেনা এবং লেবার পেমেন্ট সবটাই হতো ক্যাশে। তার ওপর ১ লাখ টাকার বাড়ির রেজিস্ট্রেশন হয় ৬০ হাজারে স্ট্যাম্প ডিউটি ফাঁকি দেওয়া হয়। ব্ল্যাক মানির পাহাড় হয়। ডিমনিটাইজেশন এই কালো টাকার উৎসকে ধাঁ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে রিয়েল এস্টেট ব্যবসাও ধাক্কা খেয়েছে। যে সব বড়ো বড়ো প্রোজেক্ট প্রায় শেষের কাছাকাছি ঋণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে সকল প্রোমোটার Housing For All স্কিমে কাজ করছেন তাঁদের Tax Holiday 21 March 2021 পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে; Additional deduction 1.5 L পর্যন্ত পাওয়া যাবে। বিরোধী দলগুলি Bank Deposit Insurance Cover (1 Laks) নিয়ে বহু আন্দোলন করেছে। মহারাষ্ট্রের PM Co-operative Bank কোলাপস এর পর RBI জানিয়েছেন Defaulting Cooperative ব্যাঙ্ক গুলির নিবেশকদের তরফ থেকে 14100 কোটি টাকার Claim করা হয়েছে। এই Insurance cover এই বাজেটে। 1L থেকে 5 Lakh টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে ১ লাখ এর লিমিট মনমোহন জমানাতেও ছিল। মোদী পর্বে বাড়ানো হলো।

১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং যুগে Disinvestment সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যে সব সরকারি আধা সরকারি উপক্রম দীর্ঘদিন ধরে লাভের মুখ দেখছে না অথবা প্রযুক্তি নৈপুণ্যের অভাবে উৎপাদন প্রতিযোগিতার বৃত্তে থাকতে পারছে না। সেগুলিতে রাজস্ব বিনিয়োগ কমানো হবে এবং পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ মডেলে আবার কর্মক্ষম করা হবে। প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্য এলেও বাম ও টিএমসির পর্যায় ক্রমিক চাপে এই পরিকল্পনার গতিরুদ্ধ হয়। অটল সরকারে Disinvestment মন্ত্রী ছিলেন অরুন শৌরী। UPA I ও II ছিল লুটপাটের জমানা; ১এ স্যাঙাৎ সিপিএম, ২এ দোসর তৃণমূল, মোট দুর্নীতির পরিমান ১২ লক্ষ কোটি টাকা। আলিপুর বার্তায় এসব আলোচনা আগে করেছি। পত্রিকার মননশীল পাঠকদের কাছে একই কথা বলে বিরক্ত করতে চাই না। বরং বাজেট প্রসঙ্গে ফিরে আসি। LIC 1956 সালে জাতীয়করণ হয় ৫ কোটি টাকা নিবেশের মাধ্যমে। সিকিউরিটি কভার পাবার ফলে এলআইসি-র কর্মদক্ষতা কমতে থাকে।

> **বিরোধী দলগুলি Bank Deposit Insurance Cover (1 Laks) নিয়ে বহু আন্দোলন করেছে। মহারাষ্ট্রের PM Co-operative Bank কোলাপস এর পর RBI জানিয়েছেন Defaulting Cooperative ব্যাঙ্ক গুলির নিবেশকদের তরফ থেকে 14100 কোটি টাকার Claim করা হয়েছে। এই Insurance cover এই বাজেটে। 1L থেকে 5 Lakh টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে ১ লাখ এর লিমিট মনমোহন জমানাতেও ছিল। মোদী পর্বে বাড়ানো হলো।**

ইনস্যুরেন্সের ক্ষেত্রেও গ্লোবালাইজেশন ও ওপেননেস এর প্রভাব পড়তে থাকে। ২০১১ সালে দেখা যায় এলআইসির পলিসি সংখ্যা ছয় কোট, যেখানে জনসংখ্যা ১২০ কোটি। চাকরি জীবিরা আয়কর রিলিফের জন্য একাধিক পলিসি করে থাকেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ব করার পর এলআইসি মোটামুটি এক কোটি মানুষের কাছেই পৌঁছাতে পেরেছে, যেখানে TATA AIG, বিড়লা সান প্রভৃতি গোষ্ঠী হৈ হৈ করে বাজারে নেমে পড়েছে। এবার বাজেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৬.৭% এলআইসি শেয়ার Initial Public Offer পদ্ধতিতে মার্কেটে বিক্রয় করা হবে। এতে সরকারের ২.১ লাখ কোটি টাকা প্রাপ্তিযোগ ঘটবে। Disinvestment আর Privatisation এক কথা নয়। এই শেয়ার বিক্রির পরও সরকারের হাতে এতো শেয়ার থাকবে যে LIC সরকারি সংস্থাই রয়ে যাবে যেমনভাবে SBI সহ বহু ব্যাঙ্কে সরকারী উপক্রমই রয়ে গেছে। নতুন শেয়ার হোল্ডাররা নতুন পরামর্শ দেবেন। LIC র পরিষেবায় গুণগত পরিবর্তন হবে। EPFOতে ১৯৫২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ২৭০০০ কোটি টাকা unclaimed টাকা পড়েছিল। সে টাকার কোনও দাবীদার ছিল না। সরকার তার ১৫% শেয়ার মার্কেটে লাগায়। আজ EPFO এর interest 1% বেড়ে হয়েছে 8.65%, দক্ষ পরিচালন গোষ্ঠী ও সৎ সরকারের হাতে পড়লে লাভও হয়ে থাকে।

এই রকম PPP Schemeএ তৃতীয় ট্রেন এই মাসেই বারানসী থেকে ইন্দোর রুটে চালানো হবে। অপর দুটি রুট থেকে বিপুল সাফল্য এসেছে। IRCTC এইরকম আরও ১৫০ টি Train এর জন্য Bidding করবে। এই route এ যাত্রা চলবে রাত্রি জুড়ে। Professionals দের দিনমানে কাজের সময় নষ্ট হবে না, যাত্রা পথে বিশ্রাম স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে, ভাড়াও হবে Flightএর থেকে অনেক কম। এছাড়া কয়েকটি স্টেশন (মুম্বাই ছত্রপতি টার্মিন্যাল ও নিউ দিল্লি দিয়ে যাত্রা হবে শুরু) ডেভলপমেন্ট কাজও PPP মডেলে হবে। এতে কৌশল বিকাশ এবং কর্ম সংস্থান এবং সেবাদানে প্রতিযোগিতা বাড়বে। বিরোধীরা এর মধ্যে সম্ভাবনার দিকটা খতিয়ে দেখছেন না, দেশ এর অ্যাসেট বিক্রী হয়ে যাবার ভূতের ভয় দেখাচ্ছেন। ভারতে প্রায় সবকটি জলপথ যাত্রী পরিবহন এবং এয়ার সার্ভিস প্রাইভেট কোম্পানি করে তাকে। হাওড়া-বাবুঘাট-ফেয়ারাল ইত্যাদি গঙ্গা রুটে যাত্রী পরিবহন করছে হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সংস্থা গত চল্লিশ বছর ধরে। এর চেয়ারম্যান সিপিএম-এর প্রাক্তন এমএলএ লগনদেও সিং। শত শত কমরেডের অন্ন সংস্থান করে এসেছেন। এরকম উদাহরণ অজস্র। উদ্যোগ চালাবেন যাঁদের যোগ্যতা আছে। সরকার সহযোগী পরিমণ্ডল তৈরি করে দেবেন। এজন্যই শ্যামাপ্রসাদ বলতেন : A Government has no business to be in a business.

Tax-Terrorism একটা Common Phrese হয়ে গেছে। Demonetisation এরপর পঞ্চাশ দিনে বহু ব্যক্তি ও সংস্থার অ্যাকাউন্টে হুড় হুড় করে ৫০০/১০০০ টাকার নোট জমা পড়তে থাকে। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট এই অ্যাকাউন্টগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করে : দশ লাখ পর্যন্ত; দশ থেকে পঞ্চাশ লাখ, তদুর্দ্ধ। ডিপার্টমেন্ট শেষ দুই শ্রেণির অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে নোটিশ পাঠায়। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে আদায়যোগ্য করের পরিমাণ (৩০ ডিসেম্বর ২০১৯) ৪১০০০ কোটি টাকা। এই যে অনুসন্ধান (হিয়ারিং) পদ্ধতি সেটা সম্পূর্ণ Interface মুক্ত। অর্থাৎ কলকাতার Caseএ যিনি হিয়ারিং নিচ্ছেন তিনি হয়ত চেন্নাইয়ে বসে আছেন। এজন্য এবছর বিবাদ সে বিশ্বাস Amnesty Scheme চালু করা হয়েছে। কর গণনা করা হবে On the basis of available records, এবং Assessee যদি ৩১ মার্চ ২০২০ মধ্যে কর জমা দেন তবে Interest penalty লাগবে না, তারপর ৩০ জুন পর্যন্ত কিছু অতিরিক্ত কর লাগতে পারে।

এবছর কর প্রস্তাবে Foreighn Portfolio investment করপোরেট বন্ড এ ৭% থেকে ১৫% বাড়ানো হয়েছে। কিছু কিছু সরকারি সিকিউরিটি FPI এর জন্য উন্মুক্ত করা হবে। গ্যাস প্রোজেকটে ইতিমধ্যে ২৭০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। সেইরকম শক্তি ও রিনিউয়েবল এনার্জির জন্য রয়েছে ২২০০০ কোটি টাকা এইরকম National Infra ও Transport এর জন্য মোট 19টি Projectএ 1.07 Lcr অর্থ এবছর খরচ করা হবে। এতে বিপুল কর্মসংস্থান হবে। এতে বিপুল কর্মসংস্থান হবে। এর জন্য যুবকদের skill development করা দরকার। শিক্ষা খাতে 99312 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। শিক্ষা খরচের একটা বড়ো অংশ যায় JNU/JU/AMU/JAMIA MILIA বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবসিডি দিয়ে গবেষক পুষতে। এরা 11-12 বছর ধরে ছাতার মাথা গবেষণা করে, মাসে ৩০০০০ টাকা জনপ্রতি স্কলারশিপ পেটায়। শাহীন বাগে স্লোগান মারে ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে-ইনশাল্লা। এখন শিল্পে যতো ইঞ্জিনিয়র চাই তার থেকে বেশি চাই দক্ষ শ্রমিক। টার্নার, ফিটার, স্মেলটার, প্লাম্বার, হাই-লো টেনসন ইলেকট্রিসিয়ন। বিভিন্ন ট্রেডে গত কয়েক বছর ধরেই ট্রেনিং স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর উদ্যম নেওয়া হয়েছে। ১০০ টি Top Campusকে FDI (Foreign Direct Investment) জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। Make in India পণ্যকে উৎসাহ দিতে Made in China ইর্ম্পোটের ওপর Customs duty বাড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে কৃষিজাত পণ্য এবং পচনশীল বস্তু (Perishable items) পরিবহনের জন্য কিসান রেল/ কিসান উড়ান এর উদ্দেশে 2.83 Lcrএর প্রাবধান রাখা হয়েছে। কৃষি ফার্ম থেকে পণ্য অতি সত্ত্বর মাণ্ডিতে পৌঁছে যাবে। কৃষকের আয় দ্বিগুন হওয়ার পথ সুগম হবে। শুধু পাওয়া নয় দানের ক্ষেত্রেই এই বাজেট মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে। Charitable Tax Remmission এর সুযোগ থাকবে। এবারের Non Resident Indian এর সংজ্ঞা পাল্টানো হয়েছে। আগে ১৮৩ দিন ভারতের বাইরে থেকে Tax escape করা যেত। এখন ২৪৫ দিন পরদেশি হতে হবে।

এবার Fiscal Deficit বৃত্তীয় ঘাটতি 3.8% রাখা হয়েছে। GDP Growth 7% লক্ষ্য মাত্রায় রাখা হয়েছে। এই গেল ২০-২১ এর বাজেট সম্বন্ধে rudimentory আলোচনা। আরও অনেক অমূল্য দিকদর্শন আছে। সময় সুযোগ মতো সে সকল প্রসংগ উত্থাপন করা যাবে।

ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা কৌতূহল বাড়ছে মানুষের

প্রথম পাতার পর

তবে, শহরের ৬ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলর প্রণয়নের পর সেই আসনে উপনির্বাচন হয়নি। এমত অবস্থায় শনিবার ২ নির্দল কাউন্সিলর এবং ২ বামপন্থী কাউন্সিলর সহ দুই পুরনো কাউন্সিলর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পুরপ্রধান ভূষণ সিং–এর সাথে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে সিপিএমের এক কাউন্সিলরকে বহিষ্কার করেছে দল। ফরওয়ার্ড ব্লক তার ২ কাউন্সিলরকে দল থেকে সাসপেন্ড করে। শনিবার কোচবিহারের একটি হোটেলে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম কাউন্সিলর রমাপতি গুপ্ত চৌধুরী, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ফরওয়ার্ড ব্লক কাউন্সিলর তপন কুমার ঘোষ, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শম্পা রায়, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর গৌতম বড়ুয়া তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কনফিডর দায়িত্বে থাকা কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়, পুরপতি ভুষণ সিং, আব্দুল জলিল আহমেদ সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। দীর্ঘদিন ধরেই কোচবিহার শহরে মূলত প্রতিভূ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বারবার সংঘাত দেখা গেছে রাজনৈতিক কারণে। পুরসভা নির্বাচনের আগে একপ্রকার বলাই যায় ভূষণ সিং–এর নেতৃত্বে এই চারজন কাউন্সিলর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে বিজেপি এগিয়ে থাকলেও পুরসভা নির্বাচনের আগে আজকের এই দলবদল কোচবিহার পুরসভা নির্বাচনে নতুন আঙ্গিক যোগ করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও এ বিষয়ে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভানেত্রী মালতি রাভাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এর আগে থেকেই একসাথে মিলেমিশে কাজ করছিল। আজ শুধু পতাকাটা হাতে নিল। অন্য দল থেকে টিকিট পাবেন না তাই টিকিটের লোভেই স্বজনপোষণকে হাতিয়ার করে এই কাউন্সিলররা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। তিনি আরও জানান এই কাউন্সিলররা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেও এবারের পুর নির্বাচনে পুরসভার দখল বিজেপি করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে পরবর্তী ভূষণ সিং বলেন, এই চারজন কাউন্সিলর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস আরও বেশি শক্তিশালী হল। সেই সাথে পরবর্তী পুর নির্বাচনে কোচবিহার পুরসভা তৃণমূল কংগ্রেসের হাতেই থাকবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে কোচবিহার সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রমাপতি গুপ্ত চৌধুরীকে দল আগেই বহিষ্কার করেছে। তাই তিনি কোন দলে যাবেন না যাবেন কী করবেন তা নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই সিপিআইএমের। যদিও এ বিষয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এনপিআর বন্ধে বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এনআরসি, সিএএ এর বিরুদ্ধে প্রথম দিন থেকেই লাগাতার রাস্তায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিকভাবে এনআরসি বিরুদ্ধে প্রতিদিনই সুর ছড়াচ্ছেন তিনি। প্রশাসনিক প্রধান হিসাবেও রাজ্যে এনপিআর বা জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জী তৈরির কাজ রাজ্যে বন্ধ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ তিনি মনে করেন জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জি তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে এনআরসি চূড়ান্ত করা। এবার বিরোধী দলের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি দিয়ে এন পি আর এর কাজ বন্ধ রাখার জন্য আবেদন করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালের জবাবই ভাষণ দিতে গিয়ে শুক্রবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আরো একবার জানিয়েছেন এনআরসি এনপিআর তিনি হতে দেবেন না। একই সঙ্গে লড়াই এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিরোধী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ও পাশে চান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তাই পশ্চিম বাংলার মত

> সব দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনা করছে।
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

বিরোধী রাজ্য কেরালা, রাজস্থান ঝারখান্ড, ছত্রিশগড় সহ অন্যান্য বিরোধী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবেদন করতে চলেছেন তারাও যাতে তাদের রাজ্যে এনপিআর এর কাজ বন্ধ রাখে। তাহলে লড়াইটা আরো শক্তিশালী হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এনআরসি, এনপিআর এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও এদিন বিধানসভায় আক্রমনাত্মক ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনা করছে বলে এদিন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আবারও অভিযোগ করেছেন তিনি। তবে এই বঞ্চনা বাংলা যে মুখ বুঝে সহ্য করবে না তারও হুশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যপালের জবাবই ভাষণের ওপর বলতে গিয়ে রাজ্যের উন্নয়নের যেমন ঢালাও ফিরিস্তি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পাশাপাশি এলআইসি, বিএসএনএল, রেল এর মত কেন্দ্রীয় সংস্থা কে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে তীব্র ভসনা করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এনআরসি থেকে শুরু করে বেসরকারীকরণ এর বিরুদ্ধে লড়াই যে জারি থাকবে আবারো বুঝিয়ে দিয়েছেন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎসব মঞ্চে এন আর সির বিরোধিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১–১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে রাজ্য ছাত্র যুব উৎসবের আসর বসেছিল। ১৩ ফেব্রুয়ারি সমাপ্তি অনুষ্ঠানের দিন সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সিএএ ও এনআরসি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বাংলার কৃষ্টি–সংস্কৃতি–প্রতিভা তুলে ধরতেই প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সিএএ ও এনআরসি নিয়ে সারা দেশে ভেদাভেদের রাজনীতি চলছে। মন্ত্রী বলেন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আগামী দিনের প্রতিভা উঠে আসবে। প্রসঙ্গত এদিন একক ও দলগত মিলিয়ে মোট ৩৮ বিভাগের প্রায় ১২০ জন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। এদিন অরূপ বিশ্বাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, সুজিত বসু, দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া প্রমুখ।

শ্রীমন্ত স্মরণে শোকসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৩ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীমন্ত বৈদ্য হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৭ বছর। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে বজবজ সহ আলিপুর জেলা পরিষদে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রথমে বুইতা অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, পরবর্তী সময়ে বজবজ–১ নম্বর ব্লকের সভাপতি হন। আলিপুরে এক শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ, জেলাশাসক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি বজবজ সুভাষ উদ্যানে শ্রীমন্ত বৈদ্যর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী।

কৃষক বন্ধু চেক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর ১ ও ২ নং ব্লকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত অফিস থেকে কৃষক বন্ধু চেক বিতরণ কর্মসূচি চলছে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার জয়নগর ১ নং ব্লকের ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েত অফিস থেকে এই চেক বিতরণ করা হলো। একজন কৃষক খরিফ ও বোরো চাষের জন্য দুটি করে চেক পাচ্ছেন। এই চেকের মূল্য ন্যূনতম ১ হাজার টাকা। সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা। কৃষকদের চাষের উৎসাহ বাড়ানোর লক্ষে কয়েকবছর ধরে রাজ্য সরকার এই চেক বিতরণ কর্মসূচি চালিয়ে আসছেন। জয়নগর ১ নং ব্লক কৃষি আধিকারিক ডঃ দীপ মন্ডল বলেন, এই ব্লকের ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় কুড়ি হাজার চেক বিতরণ করা হলো।এতে এলাকার কৃষকরা আরও উপকৃত হবেন।

অস্ত্র সহ গ্রেফতার এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : আবার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার জয়নগর পার্শ্ববর্তী বকুলতলা থেকে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার এসওজি গ্রুপ ও বকুলতলা থানার পুলিশ যৌথ ভাবে শুক্রবার হানা দেয় বকুলতলা থানার ৪ নং মনিরতট এলাকার সেলিম দর্জির বাড়িতে। সেখান থেকে উদ্ধার হয় তিনটি পাইপগান ও চার রাউন্ড কার্তুজ। গ্রেপ্তার করা হয় সেলিমকে। সে বাড়ি থেকে অস্ত্র কেনাবেচা করত বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

কুলতলি থেকে উদ্ধার তক্ষক, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে কুলতলি থেকে উদ্ধার হলো একটি বিরল প্রজাতির তক্ষক। এই ঘটনায় ধৃত এক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শনিবার রাতে কুলতলি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দেউলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর লাগোয়া এলাকা থেকে একটি প্রমাণ সাইজের তক্ষক উদ্ধার করলো। এই ঘটনায় ধৃত একজন হলেন সইফুদ্দিন পেয়াদা (৩০)। বাড়ি কুলতলির দেউলবাড়ি শ্যামনগরের হালদার পাড়া এলাকায়। উদ্ধার হওয়া তক্ষক বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এবার সাংগঠনিক দুর্বলতা ভোগাতে পারে শাসক দলকে

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে আরও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ হিসেবে তাদের ব্যাখ্যা, অশনিবাবুর ওয়ার্ডভিত্তিক নেতা কর্মীদের সঙ্গে পরিচিত প্রায় নেই বললেই চলে। এছাড়া তিনি তাদের নিয়ে মিটিং–মিছিলও করেন না। ফলে দূরত্ব ক্রমশ বেড়েছে। তাদের অভিযোগ, সাংগঠনিক স্তরে যে বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা তারা অশনি মুখোপাধ্যায়ের থেকে পাচ্ছেন না। বারাসতের শহর তৃণমূল কংগ্রেসের এহেন সাংগঠনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদরা ওয়াকিবহাল কিনা, এ নিয়েও সংশ্লিষ্ট মহলে উঠেছে প্রশ্ন। কারণ স্থানীয় যুব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি সেভাবে ঘটেনি।এজন্যে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নিয়ে যখন মিটিং করা হয়, তখন সেখানে স্থানীয় তরুণ প্রজন্মের উপস্থিতির হার প্রায় চোখেই পড়ে না। অনেক উন্নত। আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি সাধনে। এক্ষেত্রে কোনও প্রশাসনিক উদাসীনতা নেই। তবে কখনও কখনও সমস্যার সৃষ্টি হয়। আগে থেকে সমস্যাগুলিকে নির্দিষ্টকরণ সম্ভব নয়। কারণ এইসব সমস্যা উদ্ভুত পরিস্থিতিতেই তৈরি হয়। যেমন ধরুন ওষুধ পাঠাতে গিয়ে দেখা গেল গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে। ওই দিন ওষুধ পাঠানো গেল না। কিম্বা কোনও বিশেষ চিকিৎসক হঠাৎ কোনও বিশেষ সমস্যায় অনুপস্থিত হলেন। এরকম। তবে আমি নিজে সমস্ত প্রান্তিক হাসপাতালগুলো ঘুরি। বর্তমানে কোথাও ওষুধের সমস্যা নেই, এটা বলতে পারি।'

আসন সংরক্ষণ তালিকা বিপদ বাড়িয়েছে অনেকের

প্রথম পাতার পর

৩৭ নম্বর ওয়ার্ডটি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। সেই কারণে ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে আর লড়াইয়ে আসতে পারবেন না রঞ্জনবাবু।

পাশাপাশি, তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকারের কুড়ি নম্বর ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেছে। ফলে পুর নিগমের বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে আর দাঁড়াতে পারছেন না। সমস্যায় পড়েছেন ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম কাউন্সিলর দিলীপ সিং। তিনি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন। ৪২ নম্বর ওয়ার্ডটি তপশিলি উপজাতি জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। বিপাকে পড়েছেন সিপিআইএম কাউন্সিলর তথা মেয়র পরিষদ মুকুল সেনগুপ্ত। ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডটি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। শহরে গুঞ্জন ছিল শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশন নির্বাচনে ১৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ভোটের লড়াইয়ে লড়বেন তৃণমূল কংগ্রেসের মেয়র পদপ্রার্থী পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। দলের আশা ছিল ওই ওয়ার্ডটি এবার জেনারেল হবে। বর্তমানে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব–এর স্ত্রী শুক্লা দেব। কিন্তু ওই ওয়ার্ডটি আবার মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। শহরে বর্তমানে গুঞ্জন রয়েছে তাহলে কি ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকেই ভোটের লড়াইয়ে নামতে চলেছেন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব? ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন প্রয়াত অরবিন্দ ঘোষ। ওই ওয়ার্ডে বেশ কিছু দিন যাবৎ গুঞ্জন রটেছিল ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কর্পোরেশন ভোটে দাড়িয়ে কাউন্সিলর হয়েই শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র হতে পারেন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। নতুন তালিকায় ১৫ নম্বর ওয়ার্ড জেনারেল হয়ে যাওয়ায় সেই গুঞ্জনে সিলমোহর পড়তে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অপরদিকে কিছুদিন আগে পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব বলেছিলেন দল যা নির্দেশ দেবে সেই হিসেবেই তিনি কাজ করবেন। এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি পর্যটন মন্ত্রীকে ভোটের লড়াইয়ে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা। মন্ত্রী ভোটের লড়াইয়ে নামলে সবচেয়ে সেফসিট হবে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডটি। আর যদি মন্ত্রীকে ভোটের লড়াইয়ে না নেমে লড়াইয়ের রণকৌশল ঠিক করতে বলা হয় সে ক্ষেত্রে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটের লড়াইয়ে নামতে পারেন শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের বিরোধী দলনেতা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকার বলেও গুঞ্জন রয়েছে শিলিগুড়ি শহরে। অপরদিকে মেয়র অশোক ভট্টাচার্যকে চিন্তায় ফেলেছিল পুরনো খসড়া তালিকা। কিন্তু নতুন তালিকা প্রকাশ হবার পর মেয়র পুনরায় ৬ নম্বর ওয়ার্ডে নেমে পড়েছেন ভোটযুদ্ধের কাজে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হল কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা পুর নিগমের বিরোধী দলনেতা তৃণমূলের রঞ্জন সরকারের। তিনি কুড়ি অথবা তেইশ নম্বর ওয়ার্ড থেকে দাঁড়াবেন এমনটাই পরিকল্পনা ছিল বলে শহরে গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু এই দুটি ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। ফলে রঞ্জনবাবু কোথায় দাঁড়াবেন সেই নিয়ে শুরু হয়েছে গুঞ্জন।

অপরদিকে, রঞ্জন শীল শর্মা কোন ওয়ার্ড থেকে ভোটে দাঁড়াবেন তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা কল্পনা। সূত্রে খবর পুনরায় ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটে দাঁড়াতে পারেন রঞ্জন শীল শর্মা। অপরদিকে সদ্য বিজেপিতে যোগদানকারী তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা জয়দীপ নন্দী ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে পুরনিগম ভোটে লড়াই করার চিন্তাভাবনা নিয়েছিলেন বলে গুঞ্জন ছিল। তবে তা আর হল না কারণ ওই ওয়ার্ডটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। এখন এটাই দেখার শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল নির্বাচনে।

দারিদ্রতা নিরসনে কল্পতরু মমতা

প্রথম পাতার পর

দিল্লির ধাঁচে গরিব মানুষদের বিদ্যুতে ছাড় থেকে শুরু করে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির ঘোষণা আছে বাজেটে। তবে রাজ্যের বিরোধী দলগুলো প্রশ্ন তুলেছে টাকা আসবে কোথা থেকে। ? বিরোধীদলের কটাক্ষ, সরকারি কর্মচারীদের ডিএ থেকে বঞ্চিত করে, সাধারণ মানুষকে জীবন–জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে এ বাজেট প্রতারণার বাজেট। বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ , পুরভোটের আগে মানুষের মন জয় করতে এই ভাওতার রাস্তা বেছে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যে ঋণের বোঝা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে, সরকারি মেলা খেলার খরচ বেড়ে চলেছে, শুধুমাত্র ভোটের দিকে তাকিয়ে মানুষকে ঠকানো রাস্তা নিয়েছে রাজ্য। অভিযোগের উত্তর দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসও। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার দিকে আঙুল তুলে রাজ্যের সমস্ত বিরোধীদলকে কটাক্ষ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বকেয়া টাকা না পেলেও রাজ্যের উন্নয়ন থমকে নেই।

বেঁকে বসেছেন মাঝিরা শঙ্কটে উলুবেড়িয়া ফেরিঘাট

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে ফেরিঘাটের এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঝি সমর তেলাই জানালেন, বেশ কয়েকবছর যাবৎ নৌকা চালালেও বর্তমানে খুবই আর্থিক সমস্যায় পড়েছি। ঘাটটি লিজ নিয়েছি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায়। নিজের কোনও নৌকা না থাকায় মাসে আড়াই হাজার টাকায় নৌকা ভাড়া নিয়ে যাত্রী পারাপার করছি। কিন্তু যাত্রী অনেক কম নিয়ে নৌকা চালাতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়েছি, এর পাশাপাশি টোটোর দাপট দিনের পর দিন যেভাবে বাড়ছে, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামী দিনে নৌকা চালানো বন্ধ করে দিয়ে অন্য কিছু করে রোজগার করতে বাধ্য হব। উলুবেড়িয়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নবকুমার মাল–ফেরিঘাটের সমস্যা, মাঝিদের সমস্যা, জনগণের সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি জানালেন, ফেরিঘাটের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাঝি সমর তেলাইয়ের বাবা আগে নৌকা চালাতেন। তবে এরকম পরিস্থিতি কোনও দিন হয়নি। আমরা ফেরিঘাটগুলি সংস্কার, নতুনভাবে তৈরি করার জন্য বিভিন্ন সরকারি দফতরে একাধিকবার যোগাযোগ করলেও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। ফেরিঘাটের সমস্যা ফেরি সমস্যা, ফেরির সঙ্গে জড়িত মাঝিদের সমস্যা নিয়ে হাওড়া জেলা পরিষদের পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ সীতানাথ ঘোষ জানালেন, বিষয়টি তিনি জানতেন না। এবার খোঁজ খবর নেবেন। তবে ফেরিঘাট গুলি যদি হাওড়া জেলা পরিষদের অধীনে থাকে, তাহলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন সমস্যা সমাধানে।

স্বচ্ছ প্রার্থী খুঁজছে শাসকদল

প্রথম পাতার পর

সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বিদায়ী কাউন্সিলরদের অনেকেই এবার শীর্ষ নেতৃত্বের রোষানলে পড়েছেন বলে জানা গেছে।

এবারের পুরসভা নির্বাচনে কোথাও ঘাসফুলের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা ও অযাচিত বিতর্ক এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মাথাচাড়া না দেয় সেদিক থেকে সবরকমের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁরা এসবই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো অক্ষরে অক্ষরে পালনে দৃঢ় পদক্ষেপ করতে চলেছেন। যেকারণে পূর্ব বর্ধমান জেলার সর্বত্রই অসংখ্য বিদায়ী কাউন্সিলরের বহু আকাঙ্খিত ঘাসফুলের টিকিট এবারে আর মিলছে না বলে তৃণমূল কংগ্রেসেরই একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

যদিও জেলার বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষের অনেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি এ ব্যাপারে আস্থা রাখতে পারছেন না। তাঁদের অভিমত, বিগত দিনে তৃণমূল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব প্রতিটি এলাকায় স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থী নির্বাচিত করে দুর্নীতিমুক্ত পুরবোর্ড মানুষকে উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পালন করেননি।

পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কো–অর্ডিনেটর তথা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি দেবু টুডু সরস্বতী পুজোর দিন টেলিফোনে আসন্ন পুরনির্বাচন প্রসঙ্গে নানান কথা জানানোর মাঝেই এই প্রতিনিধিকে বলেন, পুরনির্বাচনে জেলার সব জায়গাতেই তৃণমূল কংগ্রেস স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থীদের দাঁড় করাবে। দল এক্ষেত্রে অতীতের কিছু ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার পাশাপাশি এলাকার সাধারণ মানুষের মতামতকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। যে বিদায়ী কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের নানা বিষয়ে গুরুতর অভিযোগ ও ক্ষোভ রয়েছে এবারের পুরনির্বাচনে তাঁদের ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষ জাতপাত ও ভেদাভেদের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনকে অক্ষুন্ন রাখতে এবারেও পুরনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের নির্বাচিত করবেন।

আগামী ভোটে প্রার্থী কারা, বলে দেবে দিদিকে বলো?

প্রথম পাতার পর

শোনা যাচ্ছে এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখেই হবে এবারের প্রার্থী বাছাই। ভোট কুশলীর এই ইঙ্গিতে যে নিছক ভয় দেখানো নয় তার প্রমাণ দিয়েছেন দলের সুপ্রিমো নিজেই। বাঁকুড়ায় গিয়ে তিনি বলেছেন 'আমি সেই কর্মীকে ভালোবাসি যে মাটির ঘরে থাকে। মানুষের কাছে যায়। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারে। তাদের ভালোবাসি না, যারা নিজেদের ছাড়া কাউকে বোঝে না।' তিনি জানিয়েছেন সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত এবং ভাবমূর্তির পুরোনো কর্মীরাই দলের সম্পদ। একচ্ছত্র ক্ষমতায় থেকেও কেন এমন বার্তা? দলের অন্দরের খবর, ভোটকুশলীর 'দিদিকে বলো' ও সমীক্ষা মন্থনে এত 'বিষ'–এর উত্থান হয়েছে তাকে ধারণ করা মুশকিল। তাই এবারের প্রেসক্রিপশন– বদলাতে হবে মুখ। ধোপদুরস্ত, ঝকঝকে, মেকআপ করা জনবিচ্ছিন্ন মুখ নয়। এবার চাই ধূসর, সাদারণ জনমিশ্রিত মুখ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে তৃণমূলের অন্তরে এই দুই মুখের লড়াই ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। যাকে অনেকে মাদার–যুব কোন্দল বলে আখ্যা দেন। আসলে এটা দুই ঘরানার সংগ্রাম। একদিকে ধবধবে দামি সাদা কুর্তা–পাঞ্জাবী, স্নিকার, জ্যাকেট, গলায় মোটা সোনার চেন, দুহাতে দশটা আংটি, মাথার চুলে দামি সুগন্ধী, রিস্ট ব্যান্ড, সঙ্গে একদল চ্যালা চামুন্ডা মার্কা ঘরানা আর অন্যদিকে দিদির আদর্শ বুকে নিয়ে সাধারণ জামাকাপড়ে মানুষের সঙ্গে সংযোগ রাখা আর্থিক অসচ্ছলতায় দিন যাপনে অভ্যস্ত একদল কর্মী। দিদি সবার, এলাকা আমার। যে লড়াই পাঁচবছর ক্ষমতা ভোগের পরেই শুরু হয়েছে আসন্ন ভোটের আগে তা আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা দেখছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। শেষ পর্যন্ত কে টেকে তার উপর নির্ভর করবে নেতৃত্বের সাফল্য।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ
নিলাম বিজ্ঞপ্তি

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন ৪০টি ফেরীঘাট ২৯৭/জেড. পি./ফেরী/নিলাম/২০, তারিখ :– ১৩/০২/২০২০ স্মারক অনুযায়ী ০১/০৪/২০২০ থেকে ৩১/০৩/২০২১ পর্যন্ত, ২৯৬/জেড. পি./পুষ্করিণী/নিলাম/২০, তারিখ : – ১৩/০২/২০২০ স্মারক বরাবর ২৮টি পুষ্করিণী/পুষ্করিণী জমি গুলি ০১/০৪/২০২০ থেকে ৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত, ২৯৮/জেড . পি./মার্কেট/নিলাম/২০, তারিখ :– ১৩/০২/২০২০ ক্যানিং মার্কেট কমপ্লেক্স–এর ৩০টি ঘর, মন্দিরবাজার মার্কেট কমপ্লেক্স–এর ২টি ঘর, এবং জালখুরা মার্কেটের ১৭ টি ঘর ০১/০৪/২০২০ হইতে ৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত বছরের মেয়াদী লীজ দেবার জন্য ১২/০৩/২০২০, ১৩/০৩/২০২০ এবং ১৬/০৩/২০২০ তারিখে নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট/ পুষ্করিণী/ মার্কেট কমপ্লেক্স সংক্রান্ত বিবরণ ও নিলামের নূন্যতম ডাক সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.s24pgs.gov.in– এই ওয়েব সাইটে দেখা যেতে পারে।

স্বাঃ
অতিরিক্ত জেলা শাসক
ও
অপর নির্বাহী আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

৪৬৭/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/১৪.০২.২০

কালচক্রে আজও জীবন্ত সুদীপের স্মৃতি

প্রথম পাতার পর

এলাকায় সুদীপের নামে একটি রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে। শহিদের স্মৃতিতে তিনটি মূর্তিও স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সম্মানে ভূষিত কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিল্পী সুবীর পাল এই মূর্তিগুলি তৈরির কারিগর। শহিদের নিজের বাড়িতেই একটি ঘরে সুদীপের নিত্য পুজো করে চলেছেন তাঁর বোন ঝুম্পা। এছাড়াও এলাকায় সুদীপের নামে একটি ট্রাস্ট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসবের পাশাপাশি ১৪ ফেব্রুয়ারি হাঁসপুকুরিয়াবাসীর উদ্যোগে স্মরণসভার আয়োজনও আলাদা মাত্রা যোগ করল।

হাঁসপুকুরিয়া স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অভীক বিশ্বাস বলেন, আমাদের অত্যন্ত কাছের সুদীপকে আমরা মনের মাঝেই বাঁচিয়ে রেখেছি। দেশের জন্য তাঁর আত্মবলিদানের কথা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই সুদীপ বিশ্বাস স্মৃতি ট্রাস্ট তৈরি করে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ও খেলাধুলার মানোন্নয়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা তথা পেশায় গ্রামীণ চিকিৎসক বরুণ সিনহা বলেন, আমরা সুদীপকে আর কোনওদিনও ফিরে পাব না ঠিকই। সন্ন্যাসী বিশ্বাস আর মমতাদেবী তাঁদের বীর সন্তানের স্মৃতিকে যেভাবে সারাজীবন আঁকড়ে থাকবেন একইভাবে আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় সুদীপ সর্বদাই বিরাজ করবে। আমরা চাই আর কোনও সুদীপের মায়ের কোল এভাবে শূন্য না হয়। দেশ থেকে জঙ্গিদের সমূলে খতম করার জন্য সরকারকে আরও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুদীপের ভগ্নিপতি সমাপ্ত বিশ্বাস বলেন, আমাদের সকলের প্রিয় সুদীপ দাদার স্মৃতিতে তিনটি মূর্তি স্থাপন করা হচ্ছে। একটি মূর্তি দাদার বাড়িতে, একটি চকবিহারী বাণী সংঘে স্থাপন করা হচ্ছে। দাদার আর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি হাঁসপুকুরিয়া বাসস্টপে বসানো হবে। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তাঁদের আদরের সুদীপ বিশ্বাস আজও বেঁচে রয়েছে। বীরের কখনও মৃত্যু হয় না। সে অমর হয়েই থাকবে।

মহানগরে

প্রধান শিক্ষকদের বিকাশ ভবন অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনা, সারা রাজ্য থেকে শতাধিক প্রধান শিক্ষক–শিক্ষিকার জোরালো দাবিতে মুখরিত হলো কলকাতার রাজপথ। সল্টলেক করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ড থেকে এক প্রতিবাদী মিছিল বিকাশ ভবনের উদ্দেশে রওনা হয়। মাঝ পথে পুলিশ এর নির্দেশে মঞ্চের পক্ষ থেকে বিকাশ ভবনে শিক্ষা দপ্তরে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করা হয়। অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি কৌশিক হালদার (আই এ এস), ডেপুটি ডিরেক্টর (বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, জি.এ) অলোক সরকার, এর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। প্রধান শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁরা গুরুত্ব নিয়ে বিচার করবেন বলে আশ্বাস দেন। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন ফোরামের রাজ্য সভাপতি হরিদাস ঘটক, সাধারণ সম্পাদক চন্দন মাইতি, তাপস কুমার দে, মিহির আচার্য্য, আম্বরিশ দত্ত , প্রমুখ। মঞ্চের পক্ষ থেকে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তরেও দাবিপত্র প্রদান করা হয়।

শ্রীচৈতন্যের পথে ফিরতে বললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মনের শান্তির জন্য শ্রীচৈতন্যের পথে নাম সংকীর্তনের উপর জোর দেওয়া দরকার বললেন প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন। শ্রীচৈতন্যদেবের 534 তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে সোমবার থেকে শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও

মেলা শুরু হয়েছে। মেলার উদ্বোধন করে শ্যামল কুমার সেন বলেন, পরম সচ্চিদানন্দের মধ্যে দিয়ে পরম আত্মার সন্ধান পেতে মনের সমস্ত গ্লানি দূর করে পরমানন্দ উপভোগ করতে নাম সংকীর্তন করতে বলেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যের পথে আজও মানুষ শান্তির জন্য নাম সংকীর্তনের উপর জোর দেওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। গৌড়ীয় মিশন এর আচার্য ও সভাপতি বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ঘিরে যখন গোটা দেশ বিভাজনের আবহের মধ্যে চলেছে ঠিক সেইসময় শ্রী চৈতন্যদেবের বাণী সুসংহত দেশ গঠনে সঠিক দিশা দেখাতে পারে। হিন্দু ধর্মের সমস্ত গোঁড়ামি দূর করে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে বলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দ মহারাজ। তিনি বলেন, সঙ্ঘবদ্ধ না হলে একটি জাতি কখনো তার জাতিসত্তা রক্ষা করতে পারেনা। ক্রমশ হারিয়ে যায়।তাই হিন্দু জাতিকে এবং হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে হলে হিন্দুদের মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার রয়েছে সেগুলোকে দূর করে তাদের আরো বেশি সংঘবদ্ধ হতে হবে।

পুরভোটের প্রস্তুতিতে তৎপরতা নির্বাচন কমিশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যজুড়ে পুর নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে মার্চের মাঝামাঝি সময়ে। এটা ধরে নিয়েই তৎপরতা তুঙ্গে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে। কলকাতা পুর নিগমসহ কমবেশি ১১১ টি পুরসভায় নির্বাচন। নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে একদফা নয়, দু–তিন দফাতেই নির্বাচন করতে চায় কমিশন বলে জানা যাচ্ছে ।

নিয়ম বলছে, পুরভোটের দিনক্ষণের বিষয়ে সুপারিশের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনকে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। কিছুদিন আগে কমিশনের তরফে কয়েকটি চিঠি দেওয়া হলেও তার উত্তর আজও আসেনি। তবে পুরভোটের বিষয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছে নবান্ন। সেই সূত্রেই শুরু হয়ে গেছে কাজ। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, তারা যা ইঙ্গিত পেয়েছে তাতে মার্চের প্রথম সপ্তাহে সরকারিভাবে চিঠি চলে আসার কথা। সেক্ষেত্রে ২০ মার্চের মধ্যেই পুর নির্বাচনের নোটিফিকেশন জারি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পাশাপাশি কমিশন চাইছে, কয়েক দফায় পুর নির্বাচন সম্পন্ন করতে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন গড়াতে পারে জুন পর্যন্ত।

রীতি অনুযায়ী ভোটের দিনক্ষণের বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনও লিখিত চিঠি নির্বাচন কমিশন পায়নি। তবে পুরোদমে ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তারা। এদিকে সোমবার ৯২টি পুরসভা এবং পুরনিগমে আসন সংরক্ষণের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হয়ে গেছে। আগেই ১৭ টি পুরসভা এবং

পুরনিগমে সেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন থেকে ১০ সপ্তাহ পরে ভোট নিতে কোনও অসুবিধা নেই। অর্থাৎ ২৭ মার্চের পর যে কোনও দিন ভোটগ্রহণ হতে পারে। সেই সূত্রেই শোনা যাচ্ছে, এপ্রিলে কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন দিয়ে শুরু হতে পারে পুরভোট। ২৭ মার্চ শেষ হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। তারপর আর প্রচারে কোনও বাধা নেই। সংরক্ষণের খসড়া তালিকা প্রকাশের ১০ সপ্তাহের মধ্যে ভোট করা যায় না ঠিকই, তবে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে কোনও অসুবিধা নেই। সেই সূত্রে মার্চে ঘোষণা হতে পারে কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনের দিনক্ষণ। মার্চের শেষ সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যেতে পারে মনোনয়ন প্রক্রিয়া। ট্র্যাডিশন বলছে, কলকাতা পুরনিগমের সঙ্গে অন্য পুরসভা এবং পুরনিগমের নির্বাচন করা হয় না। প্রশান্ত কিশোরও নাকি কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন আগে করার জন্য তৃণমূল নেত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন।

২০১৫ সালেও কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনের ১৫ দিন পর অন্য পুরসভাগুলির নির্বাচন হয়েছিল। সব ঠিক থাকলে সেই রীতি এবারও বজায় থাকবে। তবে এবার আর ১৫ দিন নয়। তা বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন আগে করার পিছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে বলে সূত্রের খবর। গত লোকসভা ভোটে কলকাতার কয়েকটি ওয়ার্ডে তৃণমূল পিছিয়ে থাকলেও সমস্যা হবে না বলে মনে করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। ভালো ফলের বিষয়ে ১০০ শতাংশ আশাবাদী তারা। আর কলকাতা পুরনিগমে ভালো ফল হলে অন্য পুরসভা এবং পুরনিগমগুলিতে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তাই এপ্রিলে কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন করার পর বাকি পুরসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

এদিকে ২৪ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে রমজান মাস। সেই সময়, ভোটের বিষয়ে আপত্তি রয়েছে তৃণমূল নেত্রীর। তাই কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনের পর মাঝে একটা মাস সময় নেওয়া হবে বলেই মনে করছেন অনেকে। সেই ক্ষেত্রে ঈদের পর শুরু হবে বাকি পুরনিগম এবং পুরসভাগুলির নির্বাচনের কাজ। নির্বাচন কমিশন মনে করছে, সিউড়ি, বোলপুর সহ ১১১ টি পুরসভার নির্বাচন একদিনে করতে গেলে বিস্তর কাঠ–খড় পোড়াতে হবে। তাই তারা চাইছে কয়েক দফায় ভোট করতে।

এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষ কর্তা বলেন,১১১ টি পুরসভার নির্বাচন একসঙ্গে করতে হলে তা প্রায় সাধারণ নির্বাচনের পর্যায়ে চলে যাবে। সেটা করতে গেলে যে ক্ষমতা দরকার তা আমাদের নেই। তাই একদিনে এই নির্বাচন করা কার্যত অসম্ভব। সেই জন্যই আমরা চাইছি কয়েকটি দফায় নির্বাচন করতে।

চাকা গড়ালো ১১ বছর পর, তাও অর্ধেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবশেষে নানা জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে চালু হল ভারতবর্ষের অন্যতম মেট্রো রেল ইস্ট–ওয়েস্ট প্রকল্প। চাকা গড়াতে সময় লাগলো ১১ বছর। ২০০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সূচনা হয়েছিল এই প্রকল্পের। প্রায় ১১ বছর পর বিভিন্ন টানাপোড়েন সরিয়ে

অর্ধেক রাস্তায় যাত্রা শুরু করল ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো। সেক্টর ৫ থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত ছটি স্টেশনের উদ্বোধন করলেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত মোট ১২ টি স্টেশন হওয়ার কথা ইস্ট ওয়েস্ট প্রকল্পের,যার মধ্যে ছটি যাবে মাটির নিচ থেকে ওর ছটি যাবে মাটির ওপর থেকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য নজরকাড়া লাইন হচ্ছে গঙ্গার তলা থেকে প্রায় ৬০০ মিটার যাওয়ার কথা এই প্রকল্পের। যা হবে কিনা ভারতবর্ষের প্রথম ,যেমনটি হয়েছিল ১৯৮৪ সালে ভারতবর্ষের প্রথম মেট্রোরেল কলকাতায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে এই প্রকল্পের সূচনা হলেও বিভিন্ন কারণে আটকে ছিল এর কাজ। প্রথমে ঠিক ছিল সেক্টর ৫ থেকে সেন্ট্রাল এভিনিউ হয়ে হাওড়া ময়দানে পৌঁছাবে। পরে রুট পরিবর্তন হয় সেক্টর ৫ থেকে এসপ্ল্যানেড হয়ে হাওড়া ময়দান পৌঁছয় ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো। ফলে একদিকে যেমন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, পাশাপাশি রুট পরিবর্তনের ফলে আর্থিক খরচাও এক ধাপে অনেকটাই বেড়ে যায়। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত এর সময়কাল আরো বাড়িয়ে দেয়। পরপর কয়েকটি বাজেটে একদিকে যেমন ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বরাদ্দ কমিয়ে দেয়, দেখা যায় কাজে গাফিলতিও। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেন যাতে ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়। এমনকি দিল্লিতে গিয়ে রেল মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আবেদন জানিয়ে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেও বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ শেষ করতে গাফিলতি করতে দেখা যায় রেল দপ্তরকে। কখনো আর্থিক কারণ কখনো টেকনিক্যাল কারণ আবার কখনো জমি সংক্রান্ত কারণ দেখিয়ে এর কাজ ফেলে রাখে কেন্দ্রীয় সরকার। অবশেষে সমস্ত লাল ফিতের ফাঁস ছাড়িয়ে যাত্রা শুরু করলো ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো। তবে তা সম্পূর্ণ নয়, অর্ধেক পথে এদিন চাকা ঘোরানোর সবুজ পতাকা দেখালেন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক দেখা দিল নতুন বিষয়ে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে বাদ দিয়েই প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন রেলমন্ত্রী। প্রতিবাদ করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গেলেন না তৃণমূলের কোনও জনপ্রতিনিধি। ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতৃত্ব জানালেন, বিজেপির কাছে তারা কোনও সৌজন্যে আশা করেন না। অর্ধেক পথে যাত্রা শুরুর ফলে স্থানীয় মানুষ খুশি হলেও প্রশ্ন উঠল , সম্পূর্ণ প্রকল্পের কাজ শেষ হতে আরো কত বছর লাগবে। ছবি : অরুণ লোধ

তালিকা ২৭ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য ৮০ লক্ষের অধিক আবেদন জমা পড়েছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে তাই একটু বেশি সময় প্রয়োজন তাই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার।

ব্রেন স্ট্রোকেও এখন স্টেন্ট

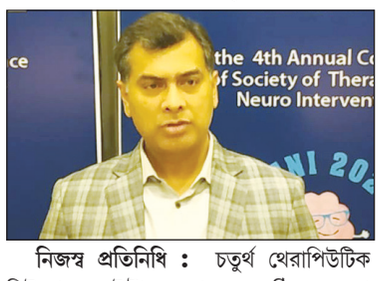

নিজস্ব প্রতিনিধি : চতুর্থ থেরাপিউটিক নিউরো ইন্টারভেনশন অনুষ্ঠিত হলো কলকাতায়। অনুষ্ঠানে কোরিয়া, জাপান, ইউএসএ, ইউকে, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইটালি থেকে ডাক্তারেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও নতুন প্রজন্মের ডাক্তারদের ভিড় চোখে পড়েছে এই সম্মেলনে। প্রায় ২৫০ জন ডাক্তারের সম্মেলনে উঠে আসে ব্রেন স্ট্রোক নিয়ে কিছু অত্যাধুনিক চিকিৎসার কথা। ডাক্তার সুকল্যাণ পুরকায়স্থ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ব্রেন স্ট্রোক সারাতেও এখন স্টেন্ট ইন্তেমাল করা হয় ঠিক যেমন হৃৎরোগে আক্রান্ত হলে হাতের বাঁ পায়ের ধমনীর মধ্যে দিয়ে স্টেন্ট নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় ঠিক তেমনি ব্রেনেও আমরা এখন এমন চিকিৎসা করে থাকি। ব্রেন স্ট্রোকের প্রথম ৬ ঘন্টার মধ্যে যদি কেউ নিউরো সেন্টারে আসেন এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নেয় তাহলে অনায়াসে খুব সহজেই এখন চিকিৎসা করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু একটু দেরি হলেই অনেক রকমের অসুবিধা হয়ে যেতে পারে। তাই জন্য প্রয়োজন মানুষের সচেতনতা। তবে এখন অনেকটাই মানুষ সচেতন হয়েছে, আরও প্রয়োজন। এবং স্ট্রোক থেকে দূরে থাকতে মানুষের জীবনধারা বদলের প্রয়োজন রয়েছে। নিয়মিত হাঁটা এবং খাদ্যাভ্যাস বদল করলেই বিপদ মুক্ত থাকবে সকলেই। তিনি বলেন এই সম্মেলনে নতুন পদ্ধতি এবং সে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সকল ডাক্তারদের সঙ্গে যাতে তারা আরও ভালোভাবে চিকিৎসা করতে পারে। তবে এই চিকিৎসা একটু খরচ সাপেক্ষ তবে এখন আমরা স্বাস্থ্য সাথী বা অন্যান্য প্রকল্পাধীন হয়েছি এবং সে হিসাবে চিকিৎসা হচ্ছে। ছবি : উৎপল কুমার রায়

সকলেরই এখন দেশবিদেশে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। কিন্তু একজায়গায় গিয়ে সবাই এক। সেটা হল সকলেই ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। বছরের তিনটি দিন মিলিত হয় সকলে। পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা হয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথেও। এবছর ৬৯তম প্রাক্তনী সম্মেলন হয়ে গেল ৭–৯ ফেব্রুয়ারি সবচেয়ে প্রাচীন মেডিক্যাল কলেজে। এই প্রাক্তনী সংগঠন বিভিন্ন গ্রামে–গঞ্জে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ যুক্ত থাকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে। নতুন প্রাক্তনীরা শিক্ষা নেয় বহু পুরনো প্রাক্তনীদের থেকে এই সম্মেলনে। সংগঠনের সভাপতি ডা: শান্তনু ভক্ত, সম্পাদক ডা: লীনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্যকরী সম্পাদক ডা: অর্ণব গুপ্ত সহ অন্যান্য নামী ডাক্তারেরাও উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার্ড ধরে রাখাই লক্ষ্য বিজেপি'র

বরুণ মণ্ডল : রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতামত কলকাতা পুর এলাকায় সাংগঠনিকভাবে বিজেপি অনেকটাই দুর্বল। বিজেপির রাজ্যস্তরের নেতারা সেটা ভালোভাবেই অবগত। গত ২০১৫–র সপ্তম পুর নির্বাচনে (দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৮০) বিজেপি ওয়ার্ড নম্বর ৭, ২২, ২৩, ৪২, ৭০, ৮৬ ও ৮৭ এই সাতটি ওয়ার্ডে জয়লাভ করেন। যা ষষ্ঠ পুর নির্বাচনের তুলনায় চারটি আসন বেশি। গত পুর নির্বাচনে বিজেপি তাদের আগের ২২, ২৩ ও ৪২ আসনটিই তো ধরে রাখেই। সে সঙ্গে ৭, ৭০, ৮৬ ও ৮৭ তৃণমূলের এই আসন চারটিতে বিজেপি যথাক্রমে ২৯৬; ১,৯৮৭; ১১০ ও ৩২৮ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে।

কিন্তু বছর ঘুরত না ঘুরতেই তৃণমূল কংগ্রেস যেনতেন প্রকারে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি–র পুর প্রতিনিধি বাপী ঘোষ এবং ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করা অসীম কুমার বসুকে দলে টেনে নেয়। বিজেপি তাদের আগের তিনটি আসনের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার ৮৬ ও কলকাতার একটি বস্তিহীন ওয়ার্ড ৮৭ নম্বর ওয়ার্ডটিও পাঁচ বছরের শেষ সীমা পর্যন্ত ধরে রাখতে পেরেছে। যদিও এবার ৮৭ নম্বর ওয়ার্ডটি সাধারণ মহিলা সংরক্ষিত ওয়ার্ড হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।

গতবার ৮৬ নম্বর ওয়ার্ডটি তফসিলি মহিলা সংরক্ষিত ওয়ার্ড হিসাবে স্বীকৃত ছিল। সূত্রের খবর, এজন্যই ওয়ার্ড সংরক্ষণ বিষয়ে রাজ্য বিজেপি মাথা ঘামায় না। যা সংরক্ষণ হিসাবে ঘোষিত হবে তা নিয়েই মাঠে লড়াই যথোপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। প্রসঙ্গত, 'মিউনিসিপল আকাউন্টস কমিটি'র বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন সাত নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি বাপী ঘোষ।

ব্রিটিশ নজরদারীতে ছিল ভারত সেবাশ্রম

স্বাধীনতা সংগ্রামও ছিল তাঁর সাধনা

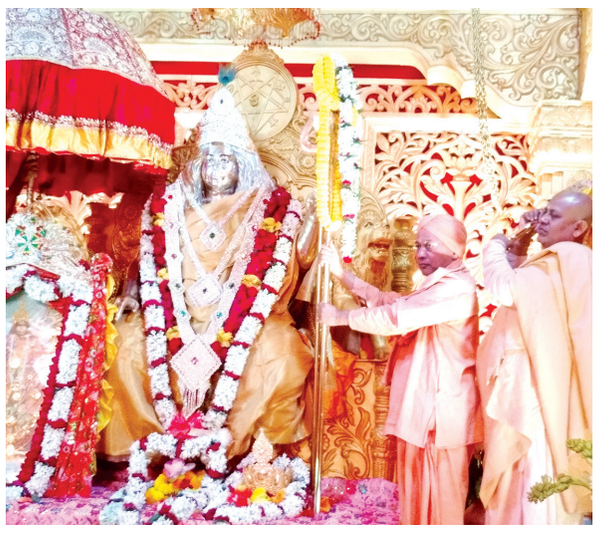

নিজস্ব প্রতিনিধি : অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমায় বাজিতপুর গ্রামে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ১৩০২ সালে মাঘী পূর্ণিমার বুধবার দিন পিতা বিষ্ণুচরণ ভুঁইয়া ও মাতা সারদার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন বিনোদ। বুধবার দিন জন্ম তাই তার নাম রাখা হয় বুদো। ছোট থেকেই সাধনায় এবং ব্রহ্মচর্য পালনে বেড়ে ওঠা এই বিনোদ বা বুদোই পরবর্তী কালে সন্ন্যাস নিয়ে হয় স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ। ২০ বছর বয়সে গড়ে তোলেন আশ্রম। যা পরবর্তী কালে ভারতের মানুষের সেবায় এগিয়ে চলেছে ভারত সেবাশ্রম নামে। খরা, বন্যা, ভূমিকম্প ঘটলে প্রথমেই পৌঁছে যায় ভারত সেবাশ্রমের সন্ন্যাসীরা মানুষের সাহায্যার্থে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘ যখন গঠন হয় তখন ভিক্ষা করে পয়সা উপার্জন করত আশ্রমিকরা। এ ছিল এক সেবা করার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের পাশাপাশি প্রণবানন্দ গুরু মহারাজের আরেক সংগ্রাম সেটি হলো হিন্দুধর্মকে মাথা উঁচু করে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম। সেজন্য বহু জায়গায় লাঠি হাতে তিনি স্বয়ং তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। সংঘের প্রধান কিছু কার্য কলাপের মধ্যে ছিল লাঠিখেলা, মুগুর ভাজা, ছোরা খেলা, তরোয়াল চালনা যা আত্মরক্ষার এক মাধ্যম হিসাবে গণ্য ছিল।

ছোট থেকেই বিনোদ স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপনে অস্ত্র যোগান দেওয়া বা অস্ত্র লুকিয়ে রাখতেন তিনি। সেজন্য বহুবার পুলিশের সম্মুখীনও হতে হয়েছিল। শুধু তাই নয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জেলও খাটতে হয়েছিল তাকে। ১৯৪১ সালের জাতীয় মহাফেজ খানার আই বি–র এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ফাইলে কলকাতার ভারত সেবাশ্রম সংঘের ওপর যে নজরদারী চালানো হতো তারও প্রমাণ মিলেছে। প্রত্যেকটি মাসে প্রায় এক পাতা করে রিপোর্টে আই বি–দের নজরদারীর তথ্য সেখানে রয়েছে। আশ্রমের সকল কার্যকলাপের ওপর ছিল তাদের তীক্ষ্ণ নজর। মহারাজের ওপর ছিল অতি তীক্ষ্ণ নজর এবং ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহ জেগেছিল আশ্রমের মহারাজ এবং পুলিন বিহারী দাসের তত্ত্বাবধানে লাঠি খেলা, ছোরা খেলার মাধ্যমে এক শক্তির উন্মোচন ঘটছে। এখানেই অনুমান করা যায়, সেই সময়েও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের সঙ্গে ছিল ওতোপ্রতো যোগাযোগ। প্রণবানন্দ গুরু মহারাজের দেশপ্রেম এবং মানবপ্রেমের যে মেলবন্ধন ঘটেছিল তার সূত্র এখনও বয়ে নিয়ে চলেছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং সন্ন্যাসীগণেরা। মানব প্রেমের সঙ্গে যে দেশপ্রেমের যোগাযোগ রয়েছে তাও প্রমাণিত হয় ভারত সেবাশ্রমের কার্যকলাপ থেকে। পরবর্তী কালে গুরু মহারাজ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে তাঁকে তার কাজে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেন। এবছর ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাঘী পূর্ণিমার তিথিতে এই সংগ্রামী বাঙালি গুরু মহারাজের ১২৫তম জন্ম তিথি উদযাপিত হল বিশেষ পূজা, অন্নকোট, হোমযজ্ঞের মাধ্যম। লাখো লাখো মানুষের ভিড়ে সঙ্ঘপ্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছিল মুখরিত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল ভোগ বিতরণ। ৮ তারিখ সঙ্ঘের সভাপতি এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীরা ১২৫টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ (দিলীপ মহারাজ) বলেন, এই প্রদীপের মাধ্যমে মানুষের মনের উন্মেষ ঘটানোর জন্য আমরা প্রার্থনা করলাম গুরু মহারাজের কাছে। জগৎ যাতে আলোকিত হয় এই প্রদীপের মাধ্যমে। ১০ ফেব্রুয়ারি দোলনায় গুরু মহারাজকে দুলিয়ে গানে এবং পুষ্প বর্ষণে শেষ হয় জন্ম তিথি উৎসব।

শেষকৃত্যের প্রমাণপত্রাদি নিয়ে জটিলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকাস্থিত কলকাতা পুরসংস্থা নিয়ন্ত্রিত পুরসংস্থার শ্মশানে বা কবরস্থানে শেষকৃত্যে 'আধার কার্ড' কী আবশ্যিক? ওই বিষয়ে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের কোনও নির্দেশিকা এসেছে কী? বাম পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের উক্ত প্রশ্নের উত্তরে পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, ভারত সরকারের 'ডেথ অ্যান্ড বার্থ অ্যাক্ট–১৯৬৯' অনুযায়ী শ্মশানে কেবলমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত 'ডেথ সার্টিফিকেট'ই একমাত্র প্রয়োজনীয়। তার বাইরে কোনও তথ্য আবশ্যিক নয়। যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যে সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকল্প 'সমব্যথী (এককালীন দু'হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে) প্রকল্প' চালু করেছেন। সেই প্রকল্পের ক্ষেত্রে 'আধার কার্ড' এবং বিপিএল (বিলো পভার্টি লাইন) কার্ড যাদের থাকবে তারাই 'সমব্যথী প্রকল্পে'র সুযোগ সুবিধা পাবে। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা আর্থিকভাবে দুস্থ পরিবারের কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, মৃতদেহের সৎকার বা অন্যান্য প্রচলিত রীতিনীতি পালন করার জন্য খরচাপাতির বিষয়ে নিকটবর্তী শ্মশান/কবরস্থানে পরিষ্কার সাদা কাগজে মৃত্যুর প্রমাণপত্র, বিপিএল কার্ডের জেরক্স কপি সহ যারা আবেদন করবেন, তারাই কেবল এই প্রকল্পের সহায়তা নগদে পাবেন। হ্যাঁ এটাই।

দ্বিতীয় তথা অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে ডেপুটি মেয়র অতীনবাবু বলেন, 'ডেথ সার্টিফিকেট' ইস্যুর ক্ষেত্রে বা শ্মশানে 'শেষকৃত্য করার ক্ষেত্রে যেমন কোনও তথ্য লাগে না। কেবলমাত্র 'ডেথ সার্টিফিকেট'ই আবশ্যিক। কিন্তু সরকার 'রাজ্য ডেথ অ্যান্ড বার্থ অ্যাক্ট' অনুযায়ী 'রেজিস্টার মেন্টেন' করার ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে পরিবর্তন সুলভ কিছু করা হয়ে থাকে। কলকাতা পুরসংস্থা ডেথ রেকর্ডের ক্ষেত্রে কিছু কিছু মাঝে মধ্যে চাওয়া হতে পারে। কিন্তু সেগুলিও সর্বসময় রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের অনুমোদনে কেএমসি কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করলেই তবেই সেগুলি চাওয়া যাবে। তবে সেরকম কোনও নির্দেশিকা কিন্তু এই মুহূর্তে নেই।

গরিব দুঃস্থ পরিবারের কোনও ব্যক্তির বা নিকটাত্মীয় কিংবা পাড়ায় দীর্ঘদিনের পরিচিত প্রতিবেশির মৃত্যু ঘটেছে অথচ 'আধার কার্ড' বা কোনও 'ডকুমেন্টস' যাদের নেই। তাদের ক্ষেত্রে নির্দেশিকায় বলা আছে যে, যদি স্থানীয় পুর প্রতিনিধি 'সার্টিফাই' করে দেন যে, ইনি এলাকার মানুষ দরিদ্র মানুষ এনার কোনও আর্থিক সঙ্গতি নেই। সেক্ষেত্রে তাদের 'সমব্যথী প্রকল্পে'র। সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হল, কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের যে কোনও নোটিশ মুখ্য পুর স্বাস্থ্য আধিকারিকের (সিএমএইচও) নামে হয় বা শ্মশানের ক্ষেত্রে যিনি ওই 'বার্নিং ঘাটে'র 'সাব রেজিস্টার' তার নামেও হয়। অন্য কোনও নামে হয় না। এটাই আবশ্যিক।

বিশেষ শিশুদের প্রতিষ্ঠান ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটার বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে। উপস্থিত ছিলেন কলকাতার নগরপাল অনুজ শর্মা, মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গুডরিক কোম্পানির চেয়ারম্যান পি জে ফিল্ড। অনুষ্ঠান শুরু হয় এই সংস্থার ছাত্রছাত্রীদের সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে। যা পরিচালন করেন সমর দত্ত এবং তুষার ব্যানার্জী। এরপর ছাত্রছাত্রীরা যোগা প্রদর্শনী করেন চন্দন সরকারের পরিচালনায়। অল বেঙ্গল উওম্যান্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাপস দেবনাথের পরিচালনায় হয় নৃত্য নাট্য 'বেগিং মাউস'। অমিত নন্দীর পরিচালনায় কুহক নাট্যদলের নাটক 'বিদ্যাসাগর' মঞ্চস্থ হয়। সর্বশেষে সংগঠনের ছাত্রছাত্রীরা মঞ্চস্থ করে 'দি আনএক্সপ্লোর্ড প্যারাডাইস' পরিচালনায় ছিলেন তাপস দেবনাথ, দিলীপ কুমার নস্কর, মধুমিতা ব্যানার্জী, নীলাশ্রী গাঙ্গুলি এবং কোয়েল সেনগুপ্ত।

মাঙ্গলিকী

যাই যেন মোর প্রণাম সেরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছবির সঙ্গে শিরোনামের কোনও মিল না পাওয়া গেলেও, সম্পূর্ণ প্রতিবেদনটিতে একট ছবি খুব স্পষ্ট উঠে আসবে। বাগ্‌দেবীর আরাধনায় মগ্ন একটি শিক্ষা–প্রতিষ্ঠান যখন তার মেধাবী ছাত্রদের সংবর্ধনা জ্ঞাপনের সঙ্গে 'বিজ্ঞান ও শিল্পকলা প্রদর্শনী'র উৎসাহে ভরা ছিল, সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্দরমহলে তখন এক শিক্ষানুরাগীর শিক্ষাঙ্গনের সাজানো দেওয়াল বারংবার ভিজে যাচ্ছিল মাঘের অঝোর বৃষ্টিতে আর বেশ কিছু অনুরাগীর চোখের কোন বারে বারে চিক চিক করে উঠছিল। হ্যাঁ, ছবিটি ছিল গত ২৮–৩০ জানুয়ারির মহেশতলার বেনের দোকানস্থিত 'গণিপুর হাই স্কুলে'র (উচ্চ মাধ্যমিক) সরস্বতী পুজোর উদযাপনের। আর এরই সঙ্গে সংযোজিত হল আরেকটা দিন, ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের

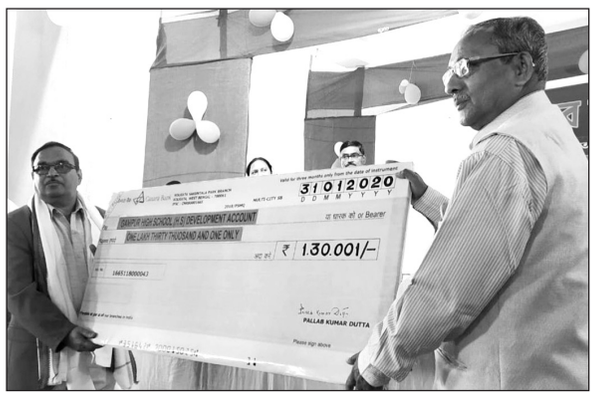

প্রধান শিক্ষক রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর কর্তৃক 'শিক্ষারত্ন–২০১৫' সম্মানে ভূষিত ড. পল্লব কুমার দত্তে'র দীর্ঘ ২৭তম বর্ষের প্রধান শিক্ষক পদের অবসর গ্রহণের দিন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষটির চোখে মুখে শিক্ষার্থীদের উন্নতির কথা যেন ভেসে বেড়াত। তা–ই নিয়মিত পড়াশুনার সঙ্গে ছাত্রদের 'সাংস্কৃতিক চর্চা', 'বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ' তার চিন্তায় জায়গা করে নেয়। ১৯৯৩ সালে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার দিন থেকে কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কুড়িয়েছেন অনেক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। যার ফলস্বরূপ রাজ্য সরকারের হাত থেকে তার হাতে উঠে আসে 'শিক্ষারত্ন–২০১৫ সম্মাননা'। তাই অবসরের দিনেও মঞ্চে বিভিন্ন সময় উপস্থিত ছিলেন 'বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি'র সভাপতি হারান চন্দ্র নস্কর, ডা. সৌম্যজিত রায়, ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, ড. সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রশাসনিক আধিকারিকগণ। এরই

সঙ্গে ওই মঞ্চে সঞ্চালিকা দীপা নস্করের কথার সঙ্গে সংযুক্ত হয় পল্লববাবুর পুত্রবধূ ডা. রুমা রায়ের গান ও বিদ্যালয়ে এক ছাত্রের সুমিষ্ট বাঁশির সুর। এছাড়াও নিজের পিতামাতার স্মৃতি রক্ষার্থে তার অবসর গ্রহণের শেষ মাসের (জানুয়ারি ২০২০) সমগ্র পারিশ্রমিক ১,৩০,০০১ টাকা বিদ্যালয়ের 'উন্নয়নকল্পে প্রদান' করে এক অনন্য নজির গড়লেন পল্লববাবু। আর এই সমস্তটাই যেন সযত্নে মনের ক্যানভাসে তুলে নিচ্ছিলেন তার সহধর্মিনী মধুমিতা দত্ত।

মনোজ্ঞ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ ফেব্রুয়ারি বিষ্ণুপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির হলে 'বাখরা হাটে গীতবিতানের' ২য় বর্ষের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। গত বছর শুরু হয়েছিল পথ চলা। এই গ্রাম অঞ্চলের মানুষ যাতে শাস্ত্রীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের রসাস্বাদন করতে পারে সেই উদ্দেশ্য আজ সফল হল। প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি শ্রোতারা তিন ঘন্টা ধরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত উপভোগ করল। বিকাল ৪টায় অতিথিবরণ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথমেই বাখরা হাটের ধনাঢ্য দত্ত পরিবারের গৃহবধূ শ্রীমতী বাঁশরী দত্ত পুরিয়া ধ্যানেশ্রী রাগ পরিবেশন করেন। তবলায় সহযোগিতা করেন বিভাস দাস। হারমোনিয়ামে সহযোগী ছিল অনুভব খামারু। শ্রীমতী বাঁশরী দত্ত আলাপেই জাত চিনিয়ে দেন। স্থায়ীতে এবং চলনে স্বচ্ছন্দ কণ্ঠের অধিকারিণী। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ এরপর সেতারে আভোগীয়া বাজিয়ে শোনান গড়িয়ার বাসিন্দা শ্রীমতী সুমনা ভট্টাচার্য। তবলায় সহযোগী ছিলেন অনির্বাণ দাশগুপ্ত। বয়সে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ হলেও সেতারের হাত পরিপক্ক। রাগ 'আভোগীয়া' বাজালেন। সঙ্গের সঙ্গত ততটাই উচ্চমানের ছিল। একদিকে সেতারের মিষ্টি সুরের মূর্চ্ছনা সঙ্গে তবলার কেরামতী। এ যেন আঙুলের প্রতিযোগিতা। কার আঙুল কত দ্রুত চলে। শেষ শিল্পী ছিলেন ডাঃ দেবোপন গোস্বামী। ইনি বর্তমানে মেডিকেল কলেজের কার্ডিয়োলজিস্ট। শত ব্যস্ততার মাঝেও সঙ্গীতের সঙ্গ কখনও ছাড়ে নি। ভরাট সুরেলা কণ্ঠে গাইলেন রাগ 'যোগকোষ'। তবলায় সঙ্গত করলেন অনির্বান দাশগুপ্ত, হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন অভিনব খামারু। সুরের ঝর্ণা ধারায় স্নাত হল শ্রোতাকূল। দেবাশিস খামারু ও সম্পাদক কাশীনাথ সিংহ ও স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ প্রণব দাসের সুচারু ব্যবস্থাপনায় কোথাও এতোটুকু খুঁত ছিল না। রুচিশীল সাঙ্গীতিক পরিবেশে সকলেই সুরসিক্ত হলেন।

আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ সম্মেলন দমদম রবীন্দ্রভবনে

মলয় সুর : আন্তর্জাতিক ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ জ্যোতিষ সম্মেলন দমদম রবীন্দ্রভবনে ৭ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি চারদিন ধরে অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ। প্রথম দিন উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। এতে দেশ–বিদেশ থেকে প্রায় ১৬০০ জ্যোতিষি, তান্ত্রিক ও বাস্তুবিদরা আসেন। যেমন আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস, কানাড়া, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, জাপান, মায়নামার, অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, মায়নামার, দালাই লামার বৌদ্ধরা, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশ থেকে আসেন। এটি সংগঠনের ৪৩তম জ্যোতিষ সম্মেলন। বহুদিন ধরেই এই সংগঠন জ্যোতিষ সম্মেলনের আয়োজন করে আসছেন। এই জ্যোতিষ চর্চা সংগঠনের চেয়ারম্যান ডক্টর রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী। তাঁর জ্যোতিষ বিদ্যার উপর লেখা ৫০টি বই প্রকাশিত রহিয়াছে। এই জ্যোতিষ সম্মেলন প্রথম পথ চলা শুরু কলকাতাতে। এরপর ৫ বছর দিল্লিতে। আবার কলকাতায়। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ডক্টর গোপা শাস্ত্রী,

সম্পাদক ডক্টর অমলকৃষ্ণ শাস্ত্রী। বিভিন্ন দিনে এসেছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষী অনিমেষ শাস্ত্রী। শ্রীমতি খনা মা, জ্যোতিষ অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ প্রমুখরা। প্রত্যেকে জ্যোতিষীকে উত্তরীয় ও মালা প্রদান করা হয়। বিশেষ জুড়ি অ্যাওয়ার্ড স্মারকসহ সার্টিফিকেট অফ মেরিট দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

মা মিশ্রণ আশ্রমে বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) ছুটির দিনে হুগলির মা মিশ্রণ আশ্রমে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আসরে গান গল্প, বাউল গান, আবৃত্তি পাঠ ও নাটক পরিবেশিত হয়। আশ্রমের খুদে পড়ুয়াদের সাফল্য ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে। এবার শিক্ষা ছেড়ে নাটক করে এক ঝটকায় বদলে দিয়েছে আশ্রমের পড়ুয়াদের জীবন। হুগলি স্টেশন লাগোয়া মা মিশ্রণ অন্নদা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কার্তিক দত্ত বণিক। ৭০–এর দশকে কার্তিক শ্রীরামপুর কলেজে পড়া বাম ছাত্র নেতা ছিল। এসএফআই–র সাধারণ সম্পাদক বা অন্যতম মুখ ছিলেন। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে অধ্যাপক পদে চাকরি ছেড়ে আশ্রম গড়ে অনাথ দুঃস্থ, ফুটপাথ বাসিন্দা ছেলেদের মানুষ গড়ার কাজে হাত লাগায়। এদিনের অনুষ্ঠান শুরুতে সন্ধ্যায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বন্দনা বণিক, পিয়ালী গুহ ঠাকুরতা। শিল্পীদের তবলায় সঙ্গত করেন অমিত দাস।

পরের নিবেদন ছিল ঝুলন মণ্ডলের দুটি আবৃত্তি। কবি বিমল চন্দ্র ঘোষের 'নীল সাগরের পাখি' এবং দ্বিতীয়টি অজিত বার্ডারের লেখা 'আকাশকে বলি।' শিল্পী ঝুলনের পরবর্তী নিবেদন ছিল গান। 'তরীতে পা দিইনি'। শুনতে সত্যিই অনবদ্য লাগে। শিল্পী এদিন নিজেকে উজাড় করে দেন। মধ্যপর্বে আশ্রমের খুদে পড়ুয়ারা দুটি নাটক মঞ্চস্থ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতা আবিষ্কার' ও সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। নাটকের উদ্যোক্তা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শর্মিলা নন্দী। তিনি অনুষ্ঠানটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যান। অভিনয় করেছিলেন পড়ুয়ারা হল বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, তন্ময় সরকার, শুভজিৎ ওঁরাও, দ্বীপ মাজি, অরূপ বৈরাগী, গোপাল সিং, প্রতীম বিশ্বাস। মঞ্চে এঁদের সকলকে বিশেষভাবে পুরস্কার প্রদান করা হয়। কার্তিক বাবু জানিয়েছেন, দুটো নাটক দারুণ করেছে। ওদের সাফল্যে সত্যিই আমি খুশি। শেষ পর্বে কমল সর্দারের বাউল গান। 'পরমে পরম জানিয়া আমি এসেছি হেথা', প্রশংসনীয় প্রয়াস ও উপভোগ করেন সকলেই।

শান্তি, মৈত্রী মহা সম্মান প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার আমডাঙার আওয়ালসিদ্ধিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয় বিবেক চেতনা উৎসব। এই উৎসবের মূল উদ্যোক্তা ছিল রাজ্য সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ। এদিন বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসেবে আত্মীয় সমাজের সচিব বাবলু সরকারকে 'শান্তি, মৈত্রী মহাসম্মান' প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমডাঙার বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের সভাপতি তরুণ কুমার দত্ত, নজরুল স্মৃতি সঙ্ঘের সম্পাদক ফারুক শেখ, পুলিশ আধিকারিক শেখর কুমার কাঞ্জিলাল প্রমুখ।

ব্রহ্মাপূজা উপলক্ষ্যে এক বিরাট সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রা অনুষ্ঠান

পরিচালনায়–সিদ্ধেরশ্বর বালক সংঘ, সিদ্ধেশ্বর – হাওড়া

অনুষ্ঠানসূচি

১৮.২.২০২০–মঙ্গলবার(৫ইফাল্গুন) শুভ উদ্বোধন,
১৯.২.২০২০–বুধবার(৬ইফাল্গুন) ব্রহ্মাপুজা
২০.২.২০২০–বৃহঃ (৭ই ফাল্গুন) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
বিনামূল্যে যোগ চিকিৎসা শিবির, মহামায়া রায়(পাতঞ্জলির রাজ্য প্রভারি)
২৩.২. ২০২০–রবিবার(১০ই ফাল্গুন।) বিচিত্রা অনুষ্ঠান
২৫.২.২০২০–মঙ্গলবার(১২ই ফাল্গুন) নরনারায়ণ সেবা
২৬.২.২০২০–বুধবার(১৩ই ফাল্গুন) প্রতিমা নিরঞ্জন

অনুষ্ঠানে সকলের সহযোগিতা ও উপস্থিত একান্ত কাম্য

মেঘ ডাকার মতো
বিশ্বদীপ ঘোষ

অপ্রাসঙ্গিক দরজা দিয়ে
আর ঢুকব নাই ঠিক করেছি,
সব দোষ তো জল থেকে উঠে আসা
মৌসুমী সকালের –
যে আমায় বানিয়েছে স্মৃতির পরিযায়ী
বর্ণমালা ভেঙে তুরে গেছে নক্ষত্রখচিত কার্নিশে,
সেই মানচিত্র উলটপুরাণ লিখতে বসেছে
চিরাচরিত অন্ধকার তুলির প্যাচ।
তাৎক্ষণিক জীবন থেকে ক্রমাগত
শব্দতরঙ্গ ছুটে যাচ্ছে খোবলানো বাতাসের দিকে।
তার ছায়া এসে পড়ছে পাণ্ডুলিপির সাবধানী প্রান্তে,
যেখানে আগু পিছু দাঁড়িয়ে আছে
গুটি কয়েক আকস্মিক বোঝাপড়া–
অনেকটা মেঘ ডাকার মতো।
(কলকাতা–৫০)

অনির্মাণ
পার্থ সারথি সরকার

যখন তাকে পাথর দিয়ে গড়ি, শঙ্কমোচনের মত ফেটে যায়
যখন তাকে মাটি দিয়ে গড়ি, পুষ্পমোচনের মত ভেঙে যায়
যখন তাকে পালক দিয়ে গড়ি, পত্রমোচনের মত খসে যায়
যখন তাকে প্রেম দিয়ে গড়ি, অশ্রুমোচনের মত ধুয়ে যায়।
(কলকাতা – ৪১)

উত্তর বায়ু
শেফালী সরকার

ডেকে গেছো তুমি কুয়াশা ছঁড়ো ভোরে
সময় যা আসছে মনে করছি দেখো চেয়ে।
তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটছি অবিরাম,
পাহাড় জুড়ে ছুটছে যে রেলগাড়ি – মনে মনে তাতেই আজ সওয়ারী
যাচ্ছি আমি বনভোজনে, নদীর বুকে, লঞ্চে করে ছুটছে এ মন বহুদূরে –আমার শহর দিচ্ছে হাতছানি, যেতে যেতে দেখছি কত কি !!
হুল ফোটানো শীতের ডাকে সোনালী রোদে সেজেছে পাহাড় –
নানা রঙের ফুলের বাহার। কেউ জানেনা, উজান বেয়ে
খুশীর ভেলায় ভেসে, তোমার ডাকে আমি এটাই তো শীতের বাহাদূরী।
(মুর এভিন্যু, কলকাতা–৪০)

হলুদ মর্মকথা
বিবেকানন্দ নস্কর

মাঝে মাঝে নদীও পুড়ে খাক্
তরঙ্গ হয়ে উচ্চারিত হয় অগ্নি শিখা
কপালে জ্বেলেছো লাল টিপ।
অশ্রুত দু–চোখে তখন অপলক মরুভূমির ঘ্রাণ
ঝাপসা দৃষ্টিতে অস্পষ্ট স্মৃতিকল্প
মুখ থুবড়ে পড়ে গাঙের কবিতা।

মাঝে মাঝে যাপনে নেমে আসে দাবানল
পুড়েছে সম্পর্ক, প্রেম নিবিড়তা !
দহনে ঝলসানো ভালোবাসার অক্ষর।
মায়ের আঁচলে লেখা দারিদ্রের দিনলিপি
আগুনে আগুনে ক্ষয়ে যায় মাতৃমমতা
ছড়িয়ে পড়ে হতাশার ওম্।

মাঝে মাঝে রক্তহীন জীবন জুড়ে
শুধু সান্ধ্য–মন্ত্র উচ্চারণ
এসো গহন রাত্রি, তোমাকেই আপ্যায়ন।
পুড়ে যায় চাঁদ, জ্যোৎস্নারতি, ছলাকলা
হলুদ মর্মকথা খসে পড়ে
নাম ধরে পিছু থেকে ডাকে না তো কেউ ?
(সন্তোষপুর, ফলতা, দঃ২৪পরগণা)

ভূমিকম্প
বিক্রমজিত ঘোষ

পাথর ভাঙার আওয়াজ
পৃথিবীর একাংশ কঁপে ওঠে
কিছু ভগ্নস্তূপ আর মৃতদেহ আর কিছু আঘাতের চিহ্ন
বিধ্বস্ত করে তোলে মানুষকে
ভাঙাচোরা ঘরবাড়িগুলো হাসির বদলে কান্না আনে –
ধ্বসে যাওয়া বাড়িগুলো আবার কবে দাঁড়াবে –
তার দিকে তাকিয়ে থাকে ক্ষতবিক্ষত গৃহহীন সকলে।
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া–৭১১ ১০১)

ইলা দাস
হৃদয় ক্যানভাস

জল রঙে আঁকা আধুনিকতা,
উদাসীন তবু শিল্পী একা –
সুন্দরের সংস্পর্শে ছুটে যায় শিল্পীত মন
যাবতীয় অধিকারে ....
প্রতি মুহূর্তে হৃদয় ক্যানভাসে
যত্নের ঘোড়া।
ঘুমিয়ে পপড়ে শিল্পী, প্রগাঢ় অন্ধকারে .....
(পাটুলী, কলকাতা–৯৪)

কান্নার শব্দ
মানস চক্রবর্তী

চারদিকে আজ শুধু কান্নার শব্দ
শয়তান মজা লোটে, সাধু হয় জব্দ।
জাতপাত নিয়ে চলে নারকীয় ব্যবসা
প্রতিশ্রুতির বাণী, সবই জল–চোপসা।
আর কতদিন বলো এভাবেই ঠকবো !
তারদিকে আজ শুধু কান্নার শব্দ।
প্রতারক হাতে নিয়ে সততার ঝাণ্ডা
জনতার টাকা মেরে খায় ক্ষীর মণ্ডা।
দাদাগিরি, রংবাজী আর কত দেখবো
চারদিকে শুধু আজ কান্নার শব্দ।
ভণ্ডর মুখে আর খাবো নাকো ঝাল
ছঁড়ে ফেলি এসো যত আছে মায়াজাল।
জনগণ থেকো নাকো আর নিস্তব্ধ,
চারদিকে শুধু আজ কান্নার শব্দ।
(উত্তর বাওয়ালী, নোদাখালী, দঃ২৪ পরগণা)

সময়
সুশান্ত সেন

অন্তর বাহির
ছুটে আসে জ্যা–মুক্ত তীর
দখিন সমীর বয়ে যায়।
ক্রমে কমে ভিড়
এখন সময় – উত্তাপের কাছে
নতজানু হয়ে – রহিয়াছে।
ধরিত্রীর শ্যামলিমা দিনে দিনে করে
বোধশক্তিতে ধরে যায় চিড়।
কত ব্যাথা কত ব্যাথা
কবেকার হারানো আকুলতা
মনে আসে, বসন্ত বাতাসে
পর্যালোচনার পর দেখি
সব শূন্য
জীবনধারণটাই মেকি।
(কলকাতা–২০)

বসন্ত দিয়েছে ডাক
সনত্ ঘোষ

খসে পড়ে পাতা সব, ডাল হয় ফাঁকা
বসন্ত দিয়েছে ডাক মেলে মৌটুসী পাখা
ছায়াহীন নেড়া গাছ নীলাকাশ হাসে
শনশন্ হাওয়াতে ঝরাপাতা ভাসে।
পায়েতে উঠছে ধ্বনি চড় মড় মড়
পলাশের রঙে লাগে হোলির আঁচড়।
কোকিলের কুহু রব বহুদূর ব্যাপি।
ঋতুরাজ খোলে যেন খুশিভরা ঝাঁপি
সুর আর রঙে মাতে ফাগুন হাওয়া
নতুন পাতায় যেন নৌকা বাওয়া
(খালোড়, বাগনান, হাওড়া)

বসন্ত
সন্ধ্যা ধাড়া

বসন্ত দেয় প্রতিবছর ফুল জাগাবার বাণী
আনন্দে সব গাছের পাতা করে কানাকানি
বসন্ত আনে মলয় বাতাস ফুলে ফুলে ভরে ডালা
রঙ–বেরঙের মিলন মেলায় প্রাণের প্রদীপ জ্বালা
বাতাস ছোটে অরণ্যে নাচের ছন্দে পাতায়
অরণ্য বলে – ধন্য তুমি, সুন্দরের আরাধনায়
দিনের আলো নিভে গেল ফুটল কত তারা
আঁধারেতে দেয় তারা পথের কিনারা।
(ইছাপুর দেবীতলা, উত্তর ২৪ পরগণা)

পথ দেখাবে
রতন নস্কর

রাতের শিশির ঢুলছে ঘুমে সবুজ ঘাসের আগায়
প্রভাত কিরণ চুপিচুপি আলতো ছোঁয়ায় জাগায়।
হিমেল হাওয়ায় ভেসে আসে পাখির কলতান
বেলাশেষের আলোয় পাখির নীড়ে ফেরার টান।
সেই ছেলেরা দেখে বেড়ায় ঘুরে বেড়ায় মাঠে
নিজেদের তারা সবসময় বন্দী রাখে পাঠে।
পরীক্ষা শেষ স্কুলে ছুটি সর্ষে ক্ষেতের পাশে
ওরা কজন বন্ধু মিলে রোজ খেলতে আসে।
চড়ুইভাতির পাঠ শিখে নেয় মা–কাকিমার কাছে
দুপুর রোদের আলো মেখে ফিঙের মত নাচে।
ছোট্ট হলেও বুদ্ধি খাসা ভাবছে এবার মেলায়
জল–বাঁচানোর পথ দেখাবে ছন্দে–ছড়ার খেলায়,
আঁকছে ছবি, লিখছে ছড়া, লাটাই ঘুড়ির ফাঁকে
নিখিল ভুবন বার্তা পাঠায় দু 'হাত তুলে ডাকে।
(সরিষা, বোসপাড়া, দঃ২৪পরগণা)

সৃজনে বেঁচে থাকা
সুচন্দ্রনাথ দাস

সৃজনে থাকলেই সমাজের কাছে দায়বদ্ধ মানুষ।
ললাটে চাঁদের তিলক যদি না লাগে, তবু দুঃখ নাই,
মাথার উপরে আমাদের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান সূর্য।
অন্ধকারেও আলো থাকে, যে কোনও দিকে দেখা যায় পথ।
কৃষকও কবিতা রচনা করে হলুদ ঝিঙে ফুল, ধান শিষে,
সে–কবিতা পাঠ ক'রে যুগে যুগে মুগ্ধ পৃথিবী।
সব দর্পের মুকুট একদিন ধুলোয় গড়াগড়ি যায়,
কালের করাল আঘাতে চূর্ণ হ'য়ে মাটিতে মেশে।
এক সভ্যতা ধ্বংসের পরে আবার সৃষ্টির সকাল আসে ;
আদি শিল্পের সুষমায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে শস্যসম্ভার।
নারী ও নরের মধুর প্রেমে উদ্ভাসিত মানবতা,
মাটির ঘরে সার্থক হ'য়ে ওঠে মানুষের মত বঁচে থাকা।
কাঁটা–বঁধো আঙুলের রক্ত জিভে চেটে নিলেই শান্তি,
তবুও কখনও ক্রোধে লাঠি হাতে ছুটে যাওয়া নয়।
মাথা নিচু ক'রে হঁটে গেলেও সম্মান বজায় থাকে ;
হৃদয়ের মাঝে গোপনে গ'ড়ে ওঠে ভালোবাসার বাসা।
(শ্যামপুর, বাগনান, হাওড়া)

পল্লীর সাজ
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

মল্লিকা অপরাজিতা ডালিয়া কেতকী
গাঁদা জবা ফুটেছে কাননে কত কি।
ফুলে ফুলে অলি মারে উঁকি ঝুঁকি
রকমারী গাছে ডাকে কত পাখী।
শীতের পশরা নিয়ে পল্লীর সাজ
প্রকৃতির রূপ এমনই দরাজ।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

অণু গল্প

চলো পাল্টাই
সুকুমার মণ্ডল

আজ ১৫ জানুয়ারি ২০২০ এখন সকাল নটা। কড়া ঠাণ্ডার মাঝে চমতকার রোদ উঠেছে। রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে খানিক বসার পরে শীতের কাঁপুনি কেটে গিয়ে শরীরে ভারি আরাম বোধ হচ্ছে। দেখতে দেখতে এখানে তিন তিনটে বছর কেটে গেল। গোড়ার দিকে বাড়ির জন্য বড্ড মন কেমন করত, এখন বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে। আজকাল, কেন জানি না, আমার মনে হয় আমি বোধহয় অনেক পাল্টে গিয়েছি, হয়তো অন্য মানুষে পরিণত হয়েছি। এখন রোজ ভোরে উঠে ঘেরা মাঠে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করি, তারপর ঘড়ি ধরে সকাল আট–টায় ব্রেকফাস্ট করি। সারাদিনের কাজকর্মের সময় একটুও ক্লান্তি লাগে না, সত্যি বলতে কি, আমার মাঝারি সাইজের ভুঁড়ি–টিও অনেকটা সমতল হয়ে এসেছে। দুপুর একটায় লাঞ্চ আর রাত্রে আট–টার মধ্যে ডিনার করে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ি। নাইট ক্লাব কিংবা বারে যাওয়া বন্ধ। আসলে এখন আমি একফোঁটাও মদ ছুঁই না, বিড়ি–সিগারেটের নেশাও ছেড়েছি। এবং সেইসঙ্গে সোসাইটির মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশাও পুরোপুরি

বন্ধ করে দিয়েছি। এতে অন্ততঃ একজন খুব স্বস্তি পেয়েছেন। হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, তিনি হলেন আমার গিন্নী। আমার মধ্যে এই রকম পরিবর্তন আসার ফলে তিনিও এখন প্রতিরাতে সুখে ঘুমাতে পারছেন।

তবে একটা জিনিস ভেবে একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আমার সারাদিনের এমন নিখুঁত জীবনযাত্রা হয়তো শিগ্গীর পাল্টাতে চলেছে। একটু আগে এখানকার অফিসার আমাকে ডেকেছিলেন। বেশ হাসিমুখে উনি জানালেন, সামনের প্রজাতন্ত্র দিবসে হয়তো আমার বাকী দেড় বছরের জেলের মেয়াদ–এর রেহাই হয়ে যাবে! বাড়ি ফিরে গেলে কি আর এমন নিয়ম মেনে চলতে পারবো, কে জানে!

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আই লিগে অনেকটাই এগিয়ে বাগান

অরিঞ্জয় মিত্র

ইন্ডিয়ান অ্যারোজকে উড়িয়ে দিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল মোহনবাগান। শুধু শীর্ষে থাকাই নয়, দ্বিতীয় স্থানাধাকারী দলের চেয়ে ৯পয়েন্টে এগিয়ে থাকা নিঃসন্দেহে বড় অ্যাচিভমেন্ট। চার-পাঁচ বছর পর মোহন তাবুতে আই লিগ ঢুকলে তাও রেকর্ড হবে নিশ্চিতভাবেই। একের পর একের দলের বিরুদ্ধে জয় পেয়ে বাগান যে জায়গায় চলে গিয়েছে তাতে খুব মারাত্মক পদস্খলন না হলে সবুজ-মেরুনের চ্যাম্পিয়ন হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। এমনিতে আই লিগের প্রথম পর্ব শেষ। এখন দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে। তার আগে বাগান শিবিরে যতটাই আশার আলো, অন্যদিকে লিগ তালিকায় ৮ নম্বরে নেমে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল রেলিগেশনের আওতায় না চলে আসে তা নিয়েও চলছে জল্পনা। বস্তুত, ইস্টবেঙ্গল এতটা হতশ্রী পারফরমেন্স শেষ কবে করেছে তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

শতাব্দী প্রাচীন ১৩০ বছরের মোহনবাগান ক্লাব চার বছরের শিশু এটিকে'র সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আর কিছুদিনের মধ্যেই। মোহনবাগানের সবুজ মেরুন জার্সি ও লোগো অক্ষুন্ন রেখেই এই ডিল হয়েছে বলে দাবি করছেন এটিকে কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও মোহনবাগান কর্তারা। কিন্তু এটিকের হাতে ৮০ শতাংশ মালিকানা দিয়ে মোহনবাগান কতটা সাবেকিয়ানা রাখতে পারবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এসবের মধ্যেই আই লিগের রবিবারীয় ডার্বিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান। শেষ পর্যন্ত ২-১ জিতে শুধু সম্মানরক্ষা করাই নয়, বাকি দলগুলির চেয়েও পয়েন্টের নিরিখে অনেকটাই এগিয়ে যায় মোহনবাগান। শেষ আধঘন্টা বাদ দিলে পুরো ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হাতে ছিল মোহন ব্রিগেডের। বছর চারেক পর ফের আই লিগ জয়ের এক বড় সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে মোহনবাগান। মোহনবাগানের হয়ে জোড়া গোল করলেন দুই বিদেশি তারকা বেইতিয়া ও বাবা জিওয়ারা। যদিও পুরো সবুজ মেরুন টিমটার এদিনের নিউক্লিয়াস ছিলেন নওরেম। ধিপ-ডিফেন্সে সাইপ্রাসের নির্ভরতা বাগানকে আরও শক্তি জুগিয়েছে। প্রথম গোলটা যেভাবে বেইতিয়াকে সাজিয়ে দিলেন নওরেম তা বাঁধিয়ে রাখার মতো। বেইতিয়া খালি মাথাটা ঠিকমতো ঠেকিয়েছিলেন এই যা। আরও একজন অসম্ভব পরিশ্রম করলেন। চষে বেড়ালেন সারা মাঠ। তিনি হলেন সুহের। মোহন কোচ কিবু ভিকানা যতটাই ছন্দে নিয়ে এসেছেন সবুজ-মেরুন বাহিনীকে, অপর স্প্যানিশ কোচ আলসান্দ্রোর আমলে ইস্টবেঙ্গল ক্রমেই পিছিয়ে পড়েছে।

মুহূর্তে বাগানের পর দ্বিতীয় স্থানে পঞ্জাব। তার আগে ধারে ভারে সবদিকেই এগিয়ে থাকল কিবুর দল। চাঙ্গা হয়ে ওঠা। স্বদেশীয় আলজান্দ্রোর বিরুদ্ধে যখন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা ক্ষেপে রয়েছে তখনই কিবুকে মাথায় তুলে রেখেছে মোহন সমর্থকরা। যদিও কিবু ভিকানা ভালো মতোই জানেন, একটা ডার্বি হার এতদিনের ভালো পারফরমেন্সকে নিমেষে নিচে নামিয়ে আনতে পারে। সেজন্য বড় ম্যাচ জয়ের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর তিনি।

পাহাড়ে বড় জয় পেয়েছে মোহনবাগান। হিমাঙ্কে নেমে আসা তাপমাত্রায় মোহনবাগান ২-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল কাশ্মীরকে। কাশ্মীরের মাটিতে এমন হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় বাগান শুধু নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছিল তা নয়। উঠে এসেছিল আই লিগের শীর্ষস্থানে। বাগান অনেকটা ভালো জায়গায় উঠে এলেও কোচ কিবু সাফ জানাচ্ছেন শীর্ষে থাকা নিয়ে দল যেন আত্মতুষ্ট না হয়। তিনি এও বলেছেন মোহনবাগান যে মানের খেলা তুলে ধরতে পারে তার থেকে এখনও অনেকটাই কম হয়েছে পারফরমেন্স। আরও উন্নতি করা দরকার বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে দলের নতুন বিদেশিরা যে অতি দ্রুত সবুজ মেরুন সাজঘরের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে তার প্রমাণ মিলছে মোহনবাগানের একের পর এক ভালো খেলায়। এই মুহূর্তে আই লিগের যে অবস্থান তাতে মোহনবাগানকে টক্কর দেওয়ার ক্ষেত্রে চার্চিল ব্রাদার্স,পঞ্জাব এফসি, চেন্নাই এফসি প্রভৃতি দলগুলিও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় রয়েছে।

বাগানের নতুন বিদেশিরাও যেভাবে দ্রুত সবুজ মেরুন আবহের সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠছে তাও নিঃসন্দেহে উৎসাহ বাড়াবার পক্ষে যথেষ্ট। এই পঠভূমিকায় দাঁড়িয়ে তাই মোহনবাগান সমর্থকরা বুকভরা উদ্দীপনা নিয়ে যে আই লিগের আশা করছেন তা যথেষ্ট সঙ্গত। এই মুহূর্তে দেশের ফুটবল জুড়ে একটা ভালো জায়গা করে নিয়েছে ইন্ডিয়ান সকার লিগ বা আইএসএল। আগামীতে হয়তো এই মূলস্রোতে মিশবে কলকাতার দুই প্রধান। আইএসএলে যেসব টিম খেলে, যেসব বিদেশি তাদের হয়ে মাঠে নামে তাদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার জন্য মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে আরও শক্তিশালী দল গড়তে হবে। আনতে হবে উন্নত মানের বিদেশি। এর জন্য বাজেট যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাবাহুল্য। অন্তত নিজেদের মান রাখতে হলে ভালো টিম গড়তে হবেই। ভালো ফাইনাল্সার পেতে হবে সর্বাগ্রে। এইসব বাধা কাটিয়ে এগোতে পারলে তবেই কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে ফের জোয়ার আসবে। এটা মনে রাখা দরকার কলকাতার দুই প্রধানের (এমনকি মহমেডানেরও) যে সমর্থক সংখ্যা তা ভারতে আর কোনও টিমের নেই। বেঙ্গালুরু-আইজল এরা ভারতীয় ফুটবলের নবতম তারা। কলকাতার ফুটবল এগোলে এরাও আপসে-আপ নাম করবে, কামাল করবে সার্বিকভাবে। প্রফেশনালিজমের প্রেক্ষিতে ইস্টবেঙ্গল এখন অনেকটাই এগিয়ে। বিগত আই লিগে তাদের লড়াই সে কথাই প্রমাণ করেছে। লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচও নিজেকে মেলে ধরেছেন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এর সঙ্গে বিদেশি বাছাইয়ে তাদের নৈপুণ্যের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাই কলকাতার ফুটবল আবেগের সঙ্গে যদি প্রকৃতই পেশাদারিত্বের মিশেল ঘটানো যায় তবে গিয়েই সত্যিকারের পরিবর্তন আসবে এখানকার ফুটবলে। নচেৎ ফুটবলমক্কা নামক পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে সবাইকে। লক্ষ্যণীয় ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন দেশের ফুটবলকে তুলে ধরার জন্য ক্রোয়েশিয়ান কোচ ইগরকে ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এরসঙ্গে যদি ভারতীয় ক্লাবগুলি নিজেদের রপ্ত না করতে পারে তবে শত যোজন পিছিয়ে থাকতে হবে তাদের। সুখের কথা এই পেশাদারিত্বের কথা ঠাহর করেছে ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাই বা পঞ্জাবের মতো দল। সুফলও পেতে শুরু করেছে তারা। মোহনবাগানও গুটি গুটি পায়ে ইস্টবেঙ্গলের মতোই স্প্যানিশ কোচ এনেছেন। এবং জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছে পেশাদারী ছাঁচ গড়ে তোলার।

গত কয়েকবছর ধরে বাইরের রাজ্যগুলো ফুটবলে যে দাপট দেখাচ্ছে সেই জায়গা থেকে এখনও অনেক পিছিয়ে কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাই এফসি, পঞ্জাবের দল, নেরোকা, আইজল প্রভৃতি দলগুলি এতদিন প্রচণ্ড বেগ দিয়েছে ইস্ট-বাগানকে। শুধু আই লিগ বলে নয় বাইরের ক্লাবগুলো থাবা বসিয়েছে অন্যান্য ট্রফিতেও। গত ডুরান্ডে কেরলের গোকুলম এফসি প্রমাণ করে দিল যে তারাও কারও চেয়ে কম নয়। ফলে নব্বইয়ের দশকের শেষলগ্ন পর্যন্ত কলকাতার দুই প্রধান যে প্রশ্নাতীত দক্ষতা দেখিয়ে এসেছে তা প্রায় ২০ বছর হল অস্তমিত। এর মধ্যে বলার মতো বলতে বছর পাঁচেক আগে মোহনবাগানের আই লিগ জয়। ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্যে আবার সেই সান্ত্বনাটুকুও জোটেনি। এর মধ্যে উল্লেখ করার পদক্ষেপ হল গত মরশুম থেকে পুরোপুরি পেশাদার ছকে ইস্টবেঙ্গলে স্প্যানিশ কোচ আলজান্দ্রো ও তার পছন্দের খেলোয়াড়দের আগমন। এর প্রভাবে গত আই লিগে ইস্টবেঙ্গল দুর্দান্ত পারফর্ম করেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নি। ভালো খেলিয়াও রানার্স উপাধি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের দেখাদেখি পড়শি মোহনবাগানও এনেছে স্প্যানিশ কোচ কিবুকে। এবং এই কিবুর হাত ধরে আরও বেশ কয়েকজন স্প্যানিশ ফুটবলারের আগমন ঘটেছে কলকাতার মাঠে। মোদ্দা কথা কলকাতায় যেন স্প্যানিশ যুগের সূচনা ঘটিয়েছেন এই দুই কোচ এবং আগত স্পেনদেশীয় ফুটবলাররা।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও কয়েক বছর আগে বড় টিমের মর্যাদা পেত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কালের জাতাকলে পড়ে অবশ্য এখন দুই প্রধানের চেয়ে তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সাদা-কালো দলটি জাতীয় লিগে তো একেবারেই ছিটকে গিয়েছে। কোনওভাবেই ফিরতে পারছে না দেশের মূল স্রোতে। ফলে জাতীয় ফোকাস অনেকটাই নষ্ট হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে। অথচ একটা সময় শুধু কলকাতা বলে নয়, ডুরান্ড বা ডিসিএমের আসর বসলে দিল্লি আর রোভার্সে মুম্বইয়ের কাতারে কাতারে সমর্থক মহমেডানের খেলা দেখতে মাঠ ভরাতো। সেই জায়গা থেকে সাদা-কালোর এই পশ্চাদপসরণ অত্যন্ত দুঃখের। এহেন মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সবথেকে বড় টার্গেট হতে চলেছে কলকাতা ফুটবল লিগে দারুণ খেলে জাতীয় ফুটবলের নজরে আসা।

এতদিন নাইজেরিয়ান, কেনিয়ান, ঘানা সহ আফ্রিকান ফুটবলাররা চুটিয়ে খেলে গিয়েছে কলকাতায়। এতেই হঠাৎ করে ভাগ বসিয়েছেন স্পেন। স্প্যানিশ ফুটবলাররা নাকি যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি বা আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে। এমন একটা কথাও ভাসছে ময়দান জুড়ে। যদিও কলকাতা ময়দানে সাড়া জাগানো মজিদ বাসকর, ব্যারেটো, চিমা, এমেকা, ওমেলো, জামশিদ, ওকেরো, ওডাফা, বেটোদের এই স্প্যানিশরা কতটা ছাপিয়ে যেতে পারে সেটাও বিশেষভাবে দেখার। এখনও পর্যন্ত সেই জায়গায় মন্তব্য করার সময় আসেনি। অল্প স্পেলে এই স্পেন-সম্মেলন কলকাতার দুই প্রধানকে কোনও ট্রফি দিতে পারেনি। যতদিন না পর্যন্ত কলকাতার দলগুলি দেশের সেরা দলগুলির সঙ্গে সমানে সমানে জুঝতে পারছে ততদিন কিছু বলার জায়গা তৈরি হবে না। সেই জন্য প্রথম যেটা দরকার তা হল সাফল্য। শুধু সাফল্য মানে এক-দুটি ম্যাচ জয় করা নয়, নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তুলতে ধারাবাহিক হয়ে ওঠা। এই জায়গাটা অর্জন করাই এখন লক্ষ্য সবুজ-মেরুন ও লাল-হলুদের।

ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ী কালীকাপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার গাজীপুরে সম্প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল কালীকাপুর একাদশ। ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআই-এর গাজীপুর ইউনিট কমিটির উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী আয়োজিত ১১তম নকআউট শর্ট পিচ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল ৮ ফেব্রুয়ারি। এদিন খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডিওয়াইএফআই-এর গাজীপুর ইউনিট কমিটির সম্পাদক হাবিব শেখ। গাজীপুর পঞ্চায়েতের খাসপুর ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে কাটোয়া ২ নং ব্লক ও দাঁইহাট শহরের মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। ৯ ফেব্রুয়ারি অসংখ্য ক্রীড়ামোদী মানুষের উপস্থিতিতে টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পর্বের খেলায় কালীকাপুর একাদশের কাছে পরাজিত হয় দাঁইহাট একাদশ। ডিওয়াইএফআই-এর জেলা কমিটির সহ সম্পাদক অমিত মণ্ডল বলেন, এলাকার সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রতিবছরই এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

স্কুল অ্যাথেলিট মিট ২০২০

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্কুল অ্যাথলিট মিটের আসর বসেছিল মুচিশা হরিদাস কৃষি শিল্প বিদ্যাপীঠের মাঠে। ১৩ ফেব্রুয়ারি মিটের উদ্বোধন করেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ। জেলার পাঁচটি মহকুমার প্রায় ১৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই মিটে অংশগ্রহণ করে। ১৪ ফেব্রুয়ারি সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী এদিন সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় আবার নতুন করে বাংলায় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ক্রীড়াক্ষেত্রে জোয়ার এসেছে।

ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি ট্যাক্সেশন বার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ স্কুলের মাঠে শুরু হল ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে শিলিগুড়ির ৬টি দল অংশগ্রহণ করবে। আজ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু সিং বিস্ট। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির অন্যান্য শিলিগুড়ির সাংগঠনিক নেতাকর্মীরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ

রাজু সিং বিস্ট বলেন, শিলিগুড়ি ক্রীড়াপ্রেমী একটি শহর। শিলিগুড়িতে প্রয়োজন একটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম। আর সেই কারণেই ইতিমধ্যেই তিনি এ বিষয় নিয়ে বিসিসিআই চেয়ারম্যান সৌরভ গাঙ্গুলীকে লিখিতভাবে আর্জি জানিয়েছেন। সাংসদ বলেন, স্টেডিয়াম তৈরি হলে শুধু খেলায় নয় পর্যটনের দিক থেকেও আরও আকর্ষণীয় হয় উঠবে সারা শিলিগুড়ি শহর।

কতটা ভালোবাসি মুখে বলে বোঝাতে হয় না

ফেব্রুয়ারি মাসের একটা সপ্তাহ নাকি ভালোবাসার সপ্তাহ। এই সপ্তাহ ধরে যুব সমাজের মধ্যে চলে বিভিন্ন জিনিস আদান-প্রদান। আবার সেই নিয়েও হয় হাসি ঠাট্টা। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র তাৎপর্য ভুলে গিয়ে চলে আদিখ্যেতা। সমাজের সব প্রাণীর জন্যই যে ভ্যালেন্টাইন্স ডে তা ভুলে যায় সকলেই। আমরা ভালোবাসি না আমাদের সমাজকে। আমরা ভুলে যাই ভালোবাসতে পশুপাখিদের। ভুলে যাই ভালোবাসতে প্রকৃতিকে। কিন্তু যারা সারা বছর ধরে ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করে তাদের মধ্যে এক অন্যতম হল সারমেয়। তারা তাদের প্রভুদের কোনওদিনই ভালোবাসতে ভুলে যায় না। তাই সেই মহাভারত থেকে টিনটিন সঙ্গী হয়েছে সারমেয়। এদের কিছু উপহার দিয়ে বলতে হয় না আমি তোমাকে এতটা ভালোবাসি। ভ্যালেন্টাইন্স ডে'তে তাই বিভিন্ন প্রান্তের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হল ভালোবাসার স্বরূপ হিসেবে।

পকেট খরচ বাঁচিয়ে পথ কুকুরের শুশ্রূষায় সোনালীরা

দেবাশিস রায়, নবদ্বীপ: স্বার্থপরতা, হিংসা আর বিভেদের নোংরা রাজনীতির কারণে আশপাশের পরিবেশটা যখন ক্রমশ দুঃসহ হয়ে উঠছে তখন একদল শিক্ষিত ছেলেমেয়ে আপনমনে রাস্তার আহত কুকুর-বিড়ালের সেবাকার্যের মাধ্যমে মানসিক শান্তি লাভের খোঁজে এগিয়ে চলেছেন। শরীরে দগদগে ঘা দেখে পথের যে কুকুরটাকে আমরা আপদ ভেবে নাকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না সেই অবলা জীবদেরই পরম মমতায় কোলে তুলে নিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে চলেছেন সোনালীরা। এনাদের বেশিরভাগই নিজের পকেট খরচের টাকা বাঁচিয়ে এভাবেই প্রায় সাত বছর ধরে অবহেলিত পথের কুকুর-বিড়ালের সেবা করে চলেছেন। ১২ ডিসেম্বর দুপুরে নদিয়ার নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের ৩ নং প্ল্যাটফর্মের ওপরে দেখা গেল একজন তরুণীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন গুটিকয়েক কৌতূহলী ট্রেনযাত্রী। সোনালী দে নামের সুবেশী ওই তরুণীর কোলে একটি পথ কুকুরের শাবক। অবলা জীবটির শরীরের একাধিক অংশে দগদগে ঘা। ওই অবস্থাতেই শাবকটিকে কোলে তুলে নিয়ে সোনালী পরম মমতায় একমনে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করছেন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছেন এবং মাঝেমধ্যেই তাঁকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন এক যুবক। টেকনিক্যাল কলেজের পড়ুয়া সোনালী দে'র মতো একাজে যুক্ত রয়েছেন আরও প্রায় ৬০ জন নবদ্বীপবাসী। যাঁদের সিংহভাগই ছাত্র, ছাত্রী হলেও সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা চিরন্তন সরকার একজন ব্যবসায়ী। নবদ্বীপ অ্যানিম্যাল অর্গানাইজেশন নামে গড়ে ওঠা সংস্থার সদস্য হিসেবেই তাঁরা নবদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই অসুস্থ পথ কুকুর-বিড়ালের সেবা শুশ্রূষার কাজ করে চলেছেন।

ওই শাবকটির শুশ্রূষা করার মাঝেই সোনালী দে জানালেন তাঁদের এহেন উদ্যোগের কথা। তিনি বলেন, আমাদের সংস্থার বেশিরভাগই ছাত্র, ছাত্রী। আমরা পকেট খরচের টাকা বাঁচিয়ে এই অসহায় অসুস্থ অবলা জীবগুলির সেবা করে থাকি। আর্ত, পীড়িত মানুষের সেবা করার জন্য তো অনেকেই আছে। কিন্তু এরা তো কথা বলতে পারে না। এদের কষ্টের কথা ভাবার মানুষের বড়ই অভাব। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জীব সেবাই ঈশ্বর সেবার বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে এদের সেবায় ব্রতী হয়েছি। এদের জন্য কাজ করে যেমন খুব ভালো লাগে তেমনি মানসিক শান্তিও লাভ হয়। এলাকাবাসীর কাছ থেকে আমরা খবর পেয়ে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে গিয়ে অসুস্থ পথ কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জীবের সেবা শুশ্রূষার কাজে হাত লাগাই। আমরা চাই এই অবলা জীবগুলির দিকে অন্যান্যরাও সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিক। তাহলেই সমাজটা একদিন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠবে।

আপন বলতে শুধু ওরাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : নোয়াপাড়ার বাসিন্দা আশা রায় ৬৫ বছরেও সকাল থেকে উঠে প্রায় ৫০ অধিক পথ কুকুরদের জন্য সকাল থেকে করেন রান্না। স্বামী মারা গিয়েছেন ২০১১ সালে। তাঁর সম্বল শুধু স্বামীর পেনশনটুকু। কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা আশাদেবীকে ঠিক দুপুর বেলা এবং রাত্রিবেলা দেখা যাবে রাস্তায় কুকুরদের ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে।

তিনি কতরকমের যে কথা বলেন তাদের সাথে তা আমাদের বোধোগম্য হয় না কারণ, তাদের ভাষা তিনি বোঝেন। তাদের দুঃখ কষ্ট তিনি বোঝেন। এমন কাজ তিনি করে চলেছেন প্রায় ৪৫ বছর ধরে। এমনকী এদের ওষুধ খরচও তাঁরই কাঁধে। কখন কী শরীর খারাপ হচ্ছে তিনি ঠিক বুঝে যাবেন। এবং ওষুধ কিনে খাইয়ে সারিয়ে তোলেন সারমেয়দের। আসলে এ জগতে তাঁর আপন বলতে তারাই। আর সারমেয়রা সদা জাগ্রত আশাদেবীর জন্য। তাদের ভালোবাসাটা উজাড় করে দেয় এই মহিলার কাছে।

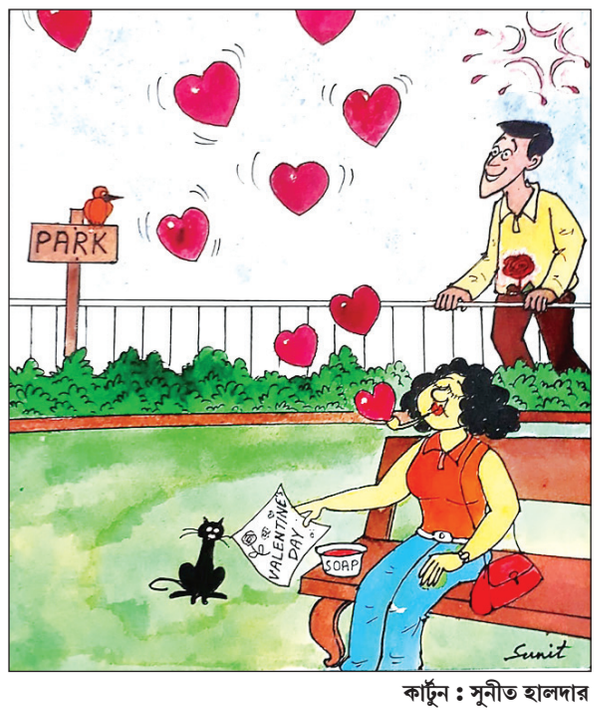

কার্টুন : সুনীত হালদার

সারমেয়র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : বাড়ির পোষ্য কতটা আপন হয় তাঁর প্রমাণ এবার মিললো জয়নগরে। রীতিমতো নিয়ম মেনে বাড়ির পোষা কুকুরের পারলৌকিক কাজ ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করলেন একটি পরিবার। ঘটনাটি জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশতের দক্ষিণ কালিকাপুর মণিমালা মাঠ এলাকার রতন গোস্বামীর বাড়িতে। রতন গোস্বামীর ছেলে চঞ্চল জানালেন, গত আট বছর ধরে আমাদের পরিবারের একজন হয়েছিল জিমি নামের একটি কুকুর। গত ৩১ ডিসেম্বর হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে জিমি। এলাকার পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাই। কিন্তু তাঁরা বলেন জিমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তাঁর এই মৃত্যু আমরা মেনে নিতে পারি নি। সে পরিবারের একজন সদস্য ছিলো। তাই আমরা ঠিক করি আমাদের বাড়িতেই জিমিকে সমাধিস্থ করবো। আর সব কিছু নিয়ম মেনে পারলৌকিক কাজ করবো। সেই মতো গলায় কাছা নিই আমি। শুক্রবার আমি ঘাটের কাজ করি। শনিবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও সোমবার নিয়মভঙ্গের কাজ করেছি। নিয়ম মেনে আমি শতাধিক মানুষ কে ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, মিষ্টি খাইয়ে সেবা করেছি। যাতে জিমির আত্মা শান্তি পায়। চঞ্চলদের এই কাজে খুশি এলাকার পশু প্রেমী মানুষজন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com